শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

অধ্যাপক

সিটিকলেজ

মূল্য বার আনা।

ভূমিকা

শ্রীমান সতীশচন্দ্র রায় ইংলণ্ডে ও এদেশে সময়ে সময়ে ঈশ্বর চরণে যেসকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি লিখিয়া পড়িয়াছিলেন। সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছেন। আমি এগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। আশা করিতেছি যে এ গুলি গ্রন্থাকারে নিবন্ধ হইয়া পাঠকদিগের হস্তে গেলে, তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনের বিশেষ সাহায্য করিবে। ইতি

দার্জ্জিলিঙ্গ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ } শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

অঞ্জলি

প্রথম খণ্ড

আরাধনা।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
অধ্যাপক
সিটিকলেজ।

কলিকাতা।

উদ্বোধন

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কি আনন্দবলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে—"শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধাম বাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি!"
আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা!

রে মৃতভারত!

শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ!

—নৈবেদ্য।

প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্ত্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখি—সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক্। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড় ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্ব্বল-বলে মিথ্যা ধারণা হয়। আমি যে কিছুমাত্র ক্ষুদ্র নই, অশক্ত নই, মানবসমাজে মহাপুরু-ষেরা তার প্রমাণ দিয়েছেন—তাঁদের যে সিদ্ধি সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি—আমাদের প্রত্যেক আত্মার শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাতির ঊর্দ্ধভাগ যখন আলোশিখা লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির—বাতির নিতান্ত নিম্নভাগেও সেই জ্বলবার ক্ষমতা রয়েছে—যখন সময় হবে সেও জ্বল্‌বে—যখন সময় না হবে তখন সে উপরের জ্বলন্ত অংশকে ধারণ করে থাক্‌বে। প্রতিদিন প্রভা-

তের উপাসনায় নিজের ভিতরকার মানবাত্মার সেই মাহাত্ম্যকে আমরা যেন একেবারে বাধামুক্ত করে দেখে নিতে পারি। নিজেকে দীন দরিদ্র বলে আমাদের যে ভ্রম আছে সেই ভ্রম যেন দূর করে যেতে পারি। আমরা যে কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে একটা সংস্কার নিয়ে বসে আছি সেটা যেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকে আমার এই শরীরের জন্ম—সেই জন্যে বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিষ্ক কুটুম্বগণ আমাদের তত্ত্ব নেবার জন্যে আলোকের দূত পাঠিয়ে দিচ্চেন। আর আমার অহঙ্কারটুকুর মধ্যেই যে আমার আত্মার চরম আবাস তা নয়—যে আধ্যাত্ম-লোকে তার স্থিতি সে হচ্চে ব্রহ্মলোক। যে জগৎ সভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসিনি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটীকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা হেঁট করে সঙ্কুচিত হয়ে

সংসারে সঞ্চরণ না করি—নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চস্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

আকাশের অন্ধকার যেমন নিতান্ত কাল্পনিক পদার্থের মত দেখতে দেখতে কেটে গেল—আমাদের অন্তর প্রকৃতির চারিদিক থেকে সমস্ত মিথ্যা সংস্কার তেমনি করে মুহূর্ত্তে কেটে যাক্। আমাদের আত্মা উদয়োন্মুখ সূর্য্যের মত আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামুক্ত জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাক—তার উজ্জ্বল চৈতন্যে তার নির্ম্মল আলোকে আমাদের সংসারক্ষেত্র সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হোক।

শান্তিনিকেতন।

তুমি সত্য, আর যাহা কিছু তোমাকে আশ্রয় করিয়া তোমার সত্তায় সত্তাবান। আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি সত্য, জড়জীবনরে তুমি সত্য, অণুতে এবং পরমাণুতে তুমি সত্য। জল বায়ু মাটি সকলের মধ্যে তোমারি শক্তি কাজ করিতেছে। যেমন বাহির তেমনি ভিতর, যেমন প্রকৃতি তেমনি মানবসমাজ, যেমন ইহলোক তেমনি পরলোক তোমারি সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি প্রতিদিনের অন্নজলে, আলোকে বাতাসে, কর্ম্মে বিশ্রামে, ভালবাসায় ও আনন্দে এত অফুরন্তভাবে এত নিকটের হইয়া আমাদের কাছে আসিতেছ যে আমরা তোমাকে ভুলিয়াই থাকি। কত স্বাদ কত গন্ধ কত গান কত বর্ণ প্রতিদিন আমাদের আত্মার নিকট তোমার বার্ত্তা লইয়া আসিতেছে, আমরা অন্ধ হইয়া

তোমাকে সম্ভোগ করি অথচ তোমাকে দেখি না। তোমারি জ্ঞানে আমাদের জন্ম, তোমারি প্রেমে আমাদের লালন-পালন তোমারি পুণ্যে আমাদের আত্মার বিকাশ এবং তোমারি মঙ্গলে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি। তুমি জ্ঞানময় দেবতা, অনন্তজ্ঞানে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করিয়াছ, অনন্তজ্ঞানে ইহার প্রতি অংশের নিয়ম ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ—অনন্তজ্ঞানে ইহাকে নানা বিচিত্র-তার ভিতর দিয়া পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছ। কোটি কোটি সৌরজগতকে কি কৌশলে নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতেছ, গ্রহনক্ষত্রের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে কিরূপে পৃথিবীতে আলোক অন্ধকার, জোয়ারভাটা শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু পর্য্যায় ও জলবায়ুর বিচিত্রতার বিধান করিতেছ আমরা তাহার কিছুই বুঝি না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে যেসকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র জোনাকি পোকার মত দেখা যায়—যেসকল নক্ষত্রের আলো এখনও আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে নাই,এমন সকল গ্রহ নক্ষত্র লইয়া তুমি অনন্ত আকাশে

খেলা করিতেছ। আবার এই মর্ত্ত্যপৃথি-
বীতে যত জীবজন্তু, যত জড়পরমাণু, তাহাদের
ক্রিয়াও তুমি দেখিতেছ, নিয়মিত করিতেছ।
অনুবীক্ষণের সাহায্যে যাহাদের অস্তিত্ব জানা
যায় এমন অসংখ্য কীটাণুকীটের ক্ষুদ্রদেহের
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্ত-চালনা ও খাদ্য-পরিপাকও
তুমিই চালাইতেছ। জ্ঞানময় দেবতা,
তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥

অনন্ত তোমার জ্ঞান, অনন্ত তোমার প্রেম। যখন মানুষ পৃথিবীতে আসে নাই, যখন জীবজন্তু এখানকার মাটিতে জন্মে নাই তখনও তুমি ছিলে। কোন্ অতীতের অন্ধকারে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজনের প্রবাহে ছাড়িয়া দিলে, কত কোটি কোটি যুগের ভিতর দিয়া এই জলস্থল বায়ুময় জগৎকে বিকাশ করিলে, আবার কোন্ কল্পনাতীত ভবিষ্যতে এই লীলার অবসান হইবে—ভাবিতে চিন্তা পরাস্ত হইয়া যায়। তোমার অনন্ত মহিমার কথা আমরা একমুখে কত প্রকাশ করিব! মানবসমাজের শৈশব হইতে কত ধর্ম্মানুষ্ঠান, কত শাস্ত্র, কত মহাপুরুষ তোমাকে পূজা করিতেছে; কত ঋষি, কত যোগী, কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক, কত কবি, কত চিত্রকর, কত শিল্পী, কত গায়ক, কত ঐতিহাসিক, কত ঔপন্যাসিক তোমার বিচিত্ররূপ বিচিত্র খেলাকে ভাষার শব্দে ও মর্ত্ত্য উপাদানে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তুমি যেমন অগম্য অপার ছিলে, তেমনি রহিয়া গিয়াছ।

মানুষের জ্ঞানের সীমা যত বাড়ে ততই তাহার নিজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, তুমিও ততই গভীর হইতে থাক। তোমার রহস্য নির্ণয় করিতে পারি, তোমার সৃষ্টি-কৌশলের মর্ম্মভেদ করিতে পারি আমাদের এমন কি সাধ্য! তুমি আপনার প্রেমে একটুখানি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া আপনাকে অন্তরে প্রকাশিত কর তাই একটু তোমাকে জানি। আমাদের চক্ষু তোমার দিব্য আলোকেই দেখিতে পায়, আমাদের কর্ণ তোমার বায়ুর আন্দোলনে শুনিতে পায়, আমাদের হস্তপদ তোমার স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যেই সঞ্চালিত হয়, আমাদের জিহ্বা তোমার ভাব ও তোমার বাক্-যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই ভাষার বিকাশ করে। তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তরে পরম চৈতন্যরূপে থাকিয়া ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সম্পাদন করাইতেছ। তোমার শক্তি না হইলে এক মুহূর্ত্তও আমরা বাঁচিতে পারি না। "অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ চলে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে"—তোমার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়—ইহাত

মুখের কথা নয়, ইহাত কেবল কবির কল্পনা নয়—এ যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনে সত্য হইতেছে। তুমি আছ বলিয়াই ত আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, চলিতেছি ও বলিতেছি। প্রাণ মন চৈতন্য সকল ব্যাপিয়া তুমি একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য দেবতা ॥ ২ ॥

সংসারের সকল চঞ্চলতা নশ্বরতার মধ্যে তুমি একমাত্র চিরস্থির অবিনাশী। এখানে কত পর্ব্বত সমুদ্রের গর্ভে লয় পাইতেছে, কত সমুদ্রের বক্ষ ভেদ করিয়া উচ্চ পাহাড় মস্তক তুলিতেছে; যেখানে অরণ্য ছিল সেখানে নগর বসিতেছে; যেখানে রাজধানীর কোলাহল ছিল সেখানে শ্মশানের নীরব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে; কত স্বর্গতুল্য পরিবারে নরকের ছায়া পড়িতেছে, কত উৎসবের মঙ্গলধ্বনি প্রিয়বিয়োগের করুণ-বিলাপে পরিণত হইতেছে; কত দুঃখ শোক, পরিতাপ, রোগ, বিপদ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প মানবসমাজকে প্রপীড়িত করিতেছে। এখানে শান্তির আশা কোথায়? তোমার অসীমের মধ্যে যখন আমাদের মন ডুবাইয়া দেই, তোমার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে যখন আমাদের ইচ্ছা মিলাইয়া লই, তখনই আমরা সকল অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে শান্তি ও আনন্দ লাভ করি। তুমি সকল ঘটনার মূলে জ্ঞানরূপে শক্তিরূপে মঙ্গলরূপে রহিয়াছ—ইহা যখন দেখিতে পাই তখন আমরা আশা ও

বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তোমার প্রদত্ত জীবনকে তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যে নিয়োগ করি। তুমি অনন্ত জ্ঞানময়, শক্তিময় তাহাতে আমরা তোমার নিকট আসিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতাম, তোমার জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যাইত, তোমার শক্তির উগ্রতা আমাদের মনের শান্তি হরণ করিত। কিন্তু তুমি যে আমাদের প্রেমময় পিতা, আমরা যে তোমার সন্তান। আমরা যতই কেন অজ্ঞ, যতই কেন অশক্ত হই না, তোমার কাছে আমাদেরও যাইবার অধিকার আছে। তুমি আপনার প্রেমে আমাদের নিকট ধরা দাও, আমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দাও; যাহাতে আমরা তোমার সেবা করিতে পারি এজন্য তুমিই আমাদের প্রাণে বল দাও। তুমি যেমন ভাল বাসিতে পার এমন আর কে পারে? সংসারের পিতা মাতা বরং আমাদের অত্যাচার বা অপরাধ দেখিলে কুপিত হন, আমাদিগকে তিরস্কার করেন, কিন্তু তোমার নিকট আমরা কত

ী—কতরূপে কতভাবে তোমার

নিয়ম লঙ্ঘন করি, অথচ তুমি চিরক্ষমাশীল, চিরসহিষ্ণু, আমাদের সকল দোষ ত্রুটী ভুলিয়া আমাদের সহিত প্রেমের খেলা খেলিতেছ, আমাদের মঙ্গলের জন্য কত চেষ্টা করিতেছ ॥ ৩ ॥

আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকৃতিতে ও মানবসমাজে আপনাকে ঢালিয়া দিতেছ, আনন্দরূপে অমৃতরূপে আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছ। আপনার আনন্দেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, আনন্দের রাগিণীতে সকল আকাশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, আনন্দের আতিশয্যেই মানুষের বংশ-প্রবাহ চালাইতেছ, আনন্দের সাগর হইতে এখানকার সকল শিল্পকলার বিচিত্রতা প্রেরণ করিতেছ। প্রভাতে বিমল আনন্দে সূর্য্য আলোক দেয়, ফুল ফুটিয়া শোভা ও গন্ধ দেয়, পাখীরা গীত গায়, মানুষেরা শয্যা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হয়—ইহার মধ্যে তোমারই পরিপূর্ণ আনন্দের অভিব্যক্তি দেখি। কেই বা প্রাণ ধারণ করিত, কেই বা শরীর চেষ্টা করিত, যদি তুমি এই জীবনকে এই শরীর চালনাকে এমন আনন্দের উৎস করিয়া না দিতে! এখানে আমাদের কত ভয় আছে, ভাবনা আছে, রোগ আছে, বিপদ আছে, মৃত্যু আছে, বিচ্ছেদ আছে, দারিদ্র্য আছে, পাপ আছে—একবার তোমার মঙ্গল বিধানে সন্দেহ করিলে

প্রতিপাদক্ষেপে স্খলনের আশঙ্কা থাকে, প্রতিনিঃশ্বাসে ও অন্ন-গ্রাসে দূষিত জীবাণু ও রোগের বীজ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে, কত অচিন্তিত ও অনিবার্য্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্ঘটনা আমাদিগকে পীড়া দিতে পারে, যে-কোন মুহূর্ত্তে আমরা এই সংসারের নিকট বিদায় লইয়া মাটির শরীর মাটিতে রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু তুমি যে অমৃতস্বরূপ, এজন্যই ত মৃত্যুভয় আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, কারণ ইহলোকে যেমন পরলোকেও তেমন, এই জীবনে যেমন পরকালের অনন্ত জীবনেও তেমন, তোমারি আনন্দধামে চিরকাল বাস করিব। তোমার অমৃতনাম যখন লই, তোমার আনন্দ-রসে যখন ডুবি, তখন সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সকল চিন্তা, সকল অশান্তি, সকল উদ্বেগ নিমেষে দূর হইয়া যায়। তুমি যখন প্রাণে আবির্ভূত হও তখন আনন্দের জোয়ারে আমরা কোথায় ভাসিয়া যাই, তখন আমাদের নিকট তোমার সংসার মধুময় হয়, প্রকৃতি নূতন শোভা ধারণ করে। তখন চন্দ্র সূর্য্য,

আকাশ বাতাস, বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, নদী সমুদ্র, মেঘ পর্ব্বত, পিতা মাতার স্নেহ, ভাই ভগিনীর ভালবাসা সকলি নূতন আনন্দে জীবনকে পূর্ণ করিয়া ভরিয়া দেয় ॥ ৪ ॥

শান্ত দেবতা, সকল জগৎ যখন নিস্তব্ধ হইয়া যায়—বাহিরের জনকোলাহল যখন থামিয়া যায়, প্রকৃতির উপরে যখন অন্ধকারের কালযবনিকা পড়ে, সকল জীবজন্তু যখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে, ব্রহ্মাণ্ডের দেহে যখন হৃদয়-স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়, তখন তুমি তাহার মধ্যে এক মহান্ গভীর সত্তারূপে বিরাজ কর। অতি ধীরে সন্তর্পণে তুমি আমাদের শরীরের সকল ক্ষতিপূরণ করিয়া রক্তমাংস তাজা করিয়া, আমাদিগকে দিনের কর্ত্তব্যের জন্য নূতন বল দাও। কি নিঃশব্দে তুমি এতবড় সৃজন ব্যাপার চালাইতেছ, কি কৌশলে ভূমি উর্ব্বর করিয়া বীজকে অঙ্কুরে পরিণত করিতেছ, অঙ্কুর হইতে ফল ফুল পাতার বিকাশ করিতেছ, কিরূপে শিশুকে যুবা, যুবাকে বৃদ্ধ করিয়া আত্মার ফুলগুলি ফুটাইয়া তুলিতেছ, আমরা জানিতেও পারি না!—মানুষ যত কল-কারখানা করে তাহার চালনায় কত শব্দ কত কোলাহল, কত জনতা কত আড়ম্বর দেখা যায়! মানুষ যত কাজ করে তাহার জন্য বাহিরে কত ঢাক ঢোল

বাজাইয়া আত্মপ্রকাশ করে! আর তুমি এত বড় সৌরজগৎগুলিকে শূন্যপথে চালাইতেছ, এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার জন্য, জীবজন্তুর আহার যোগাইবার জন্য বিচিত্র আয়োজন করিতেছ—অথচ তোমার সাড়া নাই, শব্দ নাই,কোনও প্রয়াস নাই; কেমন সহজভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি-পূর্ণতার দিকে যাইতেছে! তুমি নিজকে জানাইবার জন্য, নিজের গৌরব প্রচার করিবার জন্য, কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি কর না। মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধভক্তি অর্পণ করে না, তোমাকে স্বীকার করে না, তোমার জ্ঞানময় মঙ্গলময় ইচ্ছাকে অন্ধ জড় শক্তির ক্রিয়ারূপে উপেক্ষা করে, এমন কি তোমার প্রতিষ্ঠিত সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করে, অথচ তুমি তাহাকে স্বাধীনতা দিয়া সুখ দিয়া নিজকে পশ্চাতেই রাখিয়াছ, মানুষের নিকট তোমার সর্ব্বশক্তি-মত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণ করিবার জন্য কোন ব্যস্ততা নাই। অতি শান্ত সমাহিতভাবে তুমি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ, আমাদের সকল পাপ অপরাধ ক্ষমা করিয়া সহিষ্ণুতা

প্রেম ও আশার সহিত আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছ ॥ ৫ ॥

প্রেমময় পিতা, জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে তুমি আমাদের জন্য মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছিলে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তোমার বায়ু, তোমার মাটি, তোমার আলোক আমাদিগকে গ্রহণ করিল, কত স্নেহ কত যত্ন কত ভালবাসার মধ্যে আমরা পুষ্ট হইলাম। আমাদের জীবনটাই যে তোমার প্রেমের স্রোত—আমাদের অন্নবস্ত্র তোমার দান, শরীরমন তোমার দান, আত্মীয়বন্ধু তোমার দান,—আমাদের অস্তিত্ব চৈতন্য, দেহের শক্তি হৃদয়ের ভক্তি সকলি ত তোমার! এই সুন্দর পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিলাম, যাহা কিছু শিখিলাম সকলের মধ্যেই ত তোমারই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। আমার বলিতে কি আছে? প্রেমময়ী জননি! কি অক্ষয় অনন্ত ভালবাসা অকাতরে তোমার সন্তানকে খিলাইতেছ। মানুষ একটু উপকার করিলে, সামান্য একটু সাহায্য করিলে, আমরা মুখে কত ধন্যবাদ দেই, অন্তরে কত কৃতজ্ঞ থাকি, আর তুমি এত প্রেম লইয়া আমাদের কল্যাণের জন্য সারাদিন ব্যস্ত রহিয়াছ, বিরাম

নাই বিশ্রাম নাই আমাদের জন্য তোমার প্রকৃতির কর্ম্মচক্র ঘুরিতেছে, আমাদের জীবন রক্ষার জন্য তোমার বায়ু, তোমার জল, তোমার আলোক, তোমার তাপের অফুরন্ত ভাণ্ডার মুক্ত রহিয়াছে ;—মানুষের সৃষ্ট একটু গ্যাসেরও তাড়িতের আলোর জন্য আমাদের দাম দিতে হয়, জলের জন্য আমাদের টেক্স দিতে হয়—আর আমরা কি না বিনামূল্যে তোমার এই প্রকৃতির অক্ষয়-সম্পত্তিকে সকলে সমান ভাগে উপভোগ করিতেছি ; এত প্রেমের ঋণ শোধ করিবার জন্য আমরা কোনই চেষ্টা করিব না, তোমাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ দিব না, তোমাকে ভক্তিপুষ্পের অঞ্জলিতে পূজা করিব না, এমন অপরাধ যেন আমাদের চিন্তায়ও না আসে। তুমি ত জীবন দিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছ তুমি কত আনন্দ কত ভালবাসার মধ্যে আমাদের আত্মাকে বিকাশ করিতেছ—আমরা কি তোমার এই আনন্দ এই ভালবাসা শ্রদ্ধার সহিত তোমার চরণে অর্পণ করিব না ? তোমার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইব না ? ॥৬॥

তুমি পরম সত্য, অসীম আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি সত্য, অনাদি অনন্ত কাল ব্যাপিয়া তুমি সত্য ; জড় জগতে মহা শক্তি-রূপে তুমি সত্য, প্রাণীজগতে মহাপ্রাণরূপে তুমি সত্য ; মানুষের আত্মাতে পরম চৈতন্য হয়ে তুমি সত্য, মানবসমাজে পিতা হয়ে তুমি সত্য, তোমার সত্তাতে সকল আচ্ছন্ন দেখিয়া সত্যস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। অনন্ত জ্ঞানময় দেবতা তুমি, অগণ্য গ্রহনক্ষত্র তোমার জ্ঞানে শূন্যপথে বিধৃত ও চালিত হইতেছে— তোমার নিয়মে প্রাকৃতিক সকল ঘটনা ও মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা লিখিত হইতেছে। তোমার ভয়ে সূর্য্য আলো দেয়, তোমার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তোমার ভয়ে বায়ু বহে, এমন কি যে মৃত্যু সময়ে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া আমাদের প্রিয়জনকে কাড়িয়া নেয়, তাও তোমারি মঙ্গল-শাসনের অধীন। তোমার অনন্ত জগতের রহস্য আমরা কি বুঝিব, আমা-দের কি শক্তি আছে! তোমার এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের পৃথিবী কত ক্ষুদ্র,

শিশুর হাতের বলের মত তুমি যাকে শূন্য-পথে ঘুরাইতেছ ; এই পৃথিবীর মধ্যে আবার আমরা কত ক্ষুদ্র, পিপীলিকার চেয়েও ছোট, কীটাণুকীট আমরা, তাইত আমাদের পৃথিবী তীরের মত দিনরাত ছুটিতেছে আমরা জানিতেও পারি না ; আমাদের দৃষ্টিশক্তি বা কতদূর যায়, আমাদের কত রকম মিথ্যাভ্রমে পতিত হইতে হয়—চন্দ্র তারকা আমাদের কাছে মাটির প্রদীপের মত মিটি মিটি জ্বলে ; আমাদের আহারনিদ্রাও পশুজগতের চেয়ে পৃথক নয় ; পাখীর মত আমরা উড়িতে পারি না, ঘোড়ার মত আমরা দৌড়িতে পারি না, হস্তীর মত আমাদের আয়তন নাই, সিংহের মত আমাদের বল নাই—প্রাণীজগতে আমাদের স্থান কত নিম্নে ! এত ক্ষুদ্র আমরা তোমার অসীম তত্ত্ব কিরূপে জানিব ? কিন্তু আমরা তোমার কাছে আসিয়া আমাদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া গৌরবান্বিত হই। তুমি আমাদের পিতা, আমরা মানুষ তোমার বিশেষ প্রেমাস্পদ-সন্তান। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের কাছে

তোমার মহিমা প্রকাশিত করিতেছ, তাই ত আমরা একটু জ্ঞানের জ্যোতিতে তোমার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। তাই ত আমরা তোমার প্রকৃতির নিয়ম জানিয়া তাপ, আলোকও তাড়িতের শক্তিকে মানবসমাজের দাসত্বে নিয়োজিত করিতে পারি। তুমি যেমন প্রকৃতির অন্ধশক্তির পশ্চাতে, তেমনি মানুষের চেতনা-শক্তির মূলেও তোমারি জ্ঞান। তোমার পুরাতন জগৎ সহস্রসহস্র বৎসর ধরিয়া একইভাবে চলিতেছে, কত বিকার কত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ইহার মূল-তত্ত্বের, সনাতন নিয়মের কিছুমাত্র বিনাশ নাই। মানুষ ত ইহাকে পুরাতন ভাবিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে না, তুমি যে ইহাকে বিচিত্র বর্ণ-গন্ধ-গীতে-স্বাদে ও সৌন্দর্য্যে নিত্য নূতনভাবে সাজাইতেছ! মানুষ কত অর্থ ব্যাখ্যা, কত বিজ্ঞান দর্শন, কাব্যকলার সৃষ্টি করিতেছে, তবু এর কূলকিনারা পাইতেছে না। মানুষের আত্মাতে তুমি কি এক পিপাসা দিয়াছ, তার জ্ঞান তার শক্তি তোমার অনন্তের সঙ্গে এক হইতে চায়, এজন্যই

ত এত শিল্প এত বস্ত্র এত কলকারখানার উদ্ভাবনা। মানুষ আপনাকে পাইবার জন্য ছুটিতেছে, তোমার প্রকৃতির সকল তত্ত্ব অধিকার করিয়া, তোমার রাজত্বের মধ্যে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার সন্তানের গৌরব সার্থক করিতে চাহিতেছে। মানুষ কত অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করে, পর্ব্বতের বক্ষভেদ করিয়া গাড়ী চালায়, সমুদ্রের ঢেউ ঠেলিয়া জাহাজ চালায়, বায়ুযান চড়িয়া আকাশে উড়িতে পারে। কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সূত্রে এক দেশের সহিত আর এক দেশের যোগ হইতেছে; বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতি তোমার মহাবিশ্বের প্রাঙ্গণে আসিয়া এক উদার নীলাম্বরের নীচে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া চিনিতেছে। এ কি রহস্যময় বিধান, তুমি এর ভিতর দিয়া কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছ —যখন সকল কলহ বিবাদ যুদ্ধ ও রক্তপাত থামিয়া যাইবে, ধনী দরিদ্রের, স্ত্রীলোক পুরুষের অধিকারে সাম্য ও ন্যায় বিরাজ

করিবে, যখন প্রেম পুণ্য শান্তি আনন্দ আসিবে। প্রেমময় পিতা, যেমন জাতিগত-ভাবে মানবশিশুকে তোমার জ্ঞানের পথে উন্নত করিতেছ, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকের জন্য তোমার প্রেমের ভাণ্ডার মুক্ত রাখিয়াছ—আমরা প্রতিদিন অন্নে জলে, আলোকে বাতাসে, হাসি গানে, বিদ্যা-লয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে সমাজে পরিবারে কতরূপে তোমার প্রেম ভোগ করিতেছি। আমাদের জন্য তোমার আকাশ কত বিচিত্র বর্ণের ছটায় রঞ্জিত হইতেছে, কত সূর্য্যোদয়, কত সূর্য্যাস্ত ও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যে স্নাত করিতেছে। বাগানের বৃক্ষ লতা, ঘাসের শ্যামলতা ও কোমলতা, ফুলের শোভা ও গন্ধ, পাখীর গান ও নৃত্য, পিতা মাতার স্নেহ, স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা, ভাই ভগিনীর প্রীতি—এ সকলের ভিতর দিয়া অনন্তভাবে তোমার প্রেম আমরা সংসারে উপভোগ করিতেছি। তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাজরাজেশ্বর, অথচ তোমার অন্তঃপুরে আমাদের প্রবেশের

কোন বাধা নাই। পৃথিবীর রাজা মহারাজার সহিত দেখা করিতে হইলে কত আমলা কত দ্বাররক্ষকের তোষামোদ করিতে হয়, কত শুভ্র সুন্দর পরিষ্কৃত পোষাক পরিতে হয়, রাজার সহিত কথা বলিবার জন্য কত ভাষা শিখিতে হয়, কত আদব-কায়দা শিখিতে হয়, কিন্তু তোমার কাছে যাইতে কোন মধ্যবর্ত্তীর আবশ্যক হয় না, কোন বেশ কোন ভাষার আবশ্যকতা হয় না। আমাদের মলিনতা দরিদ্রতা সকলি তুমি জান। তুমি চির-কালই ব্যাকুল আত্মার নিকট, প্রেমিক সরল হৃদয়ের নিকট ধরা দিয়াছ। কোন সত্য প্রার্থনা তোমার দ্বারে ব্যর্থ যায় নাই। তুমি একটি সামান্য ফুলকে ফুটাইবার জন্য এত ব্যবস্থা করিয়াছ, যে ফুল আজ আছে কাল নাই, দুদিন পরে শুষ্ক জীর্ণ হইয়া যাইবে, মাটির সঙ্গে এক হইয়া যাইবে, সেই ফুলের মধ্যে এত গন্ধ এত বর্ণ দিয়া তুমি ফুটাইতেছ, তাকে অঙ্কুরিত ও বিকশিত করিবার জন্য আলোক বাতাস, তাপ জল, শিশির ও বৃষ্টির আয়োজন করিয়াছ, আর আমাদের অন্তরে

যে-সকল পবিত্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, যে-সকল শুভ সংকল্পের উদয় হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তুমি কোনই ব্যবস্থা করিবে না? ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বুদ্ধ যিশু মহম্মদের, নানক চৈতন্য কবীরের, রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশবের পুণ্যজীবনে তোমার স্বর্গীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছ, তাঁরা যাহা চাহিয়াছিলেন তোমার মঙ্গল-নিয়মেত আজ তাহা পূর্ণ হইয়াছে; সকল সাধুভক্তদের ব্যাকুল প্রার্থনা তুমি যুগে যুগে শুনিয়াছ; আমাদিগকে আজ তাঁহাদিগের স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত কর, আমরা তোমার মঙ্গলরাজ্যের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার কাছে যে প্রার্থনা করি, তাহা পূর্ণ কর, তুমি আমাদের সকলকে বল দাও, যোগ্যতা দাও ॥ ৭ ॥

অন্ন হইতে জগতের উৎপত্তি, অন্নে জগ-তের স্থিতি, অন্নেই লয়—তুমি অন্নময় ব্রহ্ম। যখন মানুষকে সৃষ্টি কর নাই, যখন কোন প্রাণের সমাগম হয় নাই, তখন কেবল জড় উত্তপ্ত বাষ্প-গোলকের মত ব্রহ্মাণ্ড তোমার সৃষ্টির প্রথম সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া নাচিতে-ছিল, তখন তুমি ইহার ভিতরে জল বায়ু মৃত্তিকা গঠন করিলে—তাপ ও আলোক প্রেরণ করিলে—অন্ধকার দূর হইল, ভবি-ষ্যতের প্রাণীপুঞ্জের বাসের উপযোগী সকল অবস্থার সমাবেশ হইল—তখন তুমি অন্নেতেই জগৎ পূর্ণ রাখিলে। এই অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে আনন্দ—সকলি সম্ভব হইল। আবার আনন্দ যখন অদৃশ্য হইবে, বিজ্ঞান যখন লুপ্ত হইবে, মন যখন প্রাণে মিশাইবে, প্রাণ যখন বিলীন হইবে তখনও কেবল অন্নই তোমার প্রলয়ের শেষ সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া তোমারি মধ্যে আপনাকে হারাইবে। জিজ্ঞাসু শিষ্য এই জন্যই তপস্যার প্রথম স্তরে তোমাকে অন্নময় ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অন্নের মধ্যেই প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দের বীজ লুকান আছে; এজন্যই অন্নে সকল জীবের সকল চেতনের ও সকল দেবতার তৃপ্তি। আমরা প্রতিদিন যে অন্ন গ্রহণ করি তাহার মধ্যে তোমার অধিষ্ঠান, এজন্য আমাদের খাদ্য—রক্ত-মাংস-অস্থিতে পরিণত হইয়া প্রাণ-শক্তির পুষ্টি সাধন করে। আমাদের অন্ন তোমার ভৌতিক উপাদান,—মৃত্তিকা জল অগ্নি—হইতেই প্রস্তুত হয়, তুমি সকল ভূতে অন্নরূপে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার ॥৮॥

জগতের প্রাণ তুমি, আমাদের প্রাণের প্রাণ—বিশ্বভুবন তোমার দেহ, আমরা তোমার দেহের কীটাণু। কত—প্রাণ তোমার বক্ষে বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। জলবিন্দুতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ভাসিতেছে, মৃত্তিকার গর্ভে প্রাণময় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শস্য গুল্ম তৃণ বৃক্ষলতা ফল ফুলে ধরণীকে পরিবৃত করিতেছে ; ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, কত জীবনের প্রবাহ চিরকাল ছুটিতেছে—একদল আসে, আর দল যায়, জন্ম মৃত্যুর পর্য্যায় দিনের পর দিন চলিয়াছে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই—অনন্ত প্রাণের ভাণ্ডার তুমি, অনন্তকাল এই সৃষ্টির কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ, অনন্তলোকে এই সৃষ্টি-লীলা প্রকটিত করিতেছ। তুমি প্রাণরূপে আছ বলিয়াই আমরা বাঁচিতেছি। তুমি আমাদের জীবনীশক্তি চালাইতেছ বলিয়াই আমাদের মনের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম সম্ভব হইতেছে। তুমি কি কৌশলে আমাদিগকে এই সংসারে আন, কি নিয়মে আমাদিগকে পালন কর, আবার তোমার কাজ শেষ হইলে কি সঙ্কেতে

কোথায় লইয়া যাও আমরা তাহার কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না। বৈজ্ঞানিক জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা দেখিয়া ভয় পান। অসংখ্য পরাজিত অসহায় প্রাণী স্থানাভাবে খাদ্যাভাবে. মৃত্যু আলিঙ্গন করে, যোগ্যতম উদ্বর্ত্তন করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে—এই প্রাণ হইতেই জগতের উৎপত্তি, প্রাণেই জগতের স্থিতি, প্রাণেই জগতের লয় ;—হে মহাপ্রাণ, তোমাকে নমস্কার ॥৯॥

আমাদের মনের মন তুমি, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বার খোলা রাখিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ রাখিয়াছ, তাই আমরা তোমার এই শোভাসুখ-পূর্ণ পৃথিবীকে জানিতেছি, উপভোগ করিতেছি। শরীরের সহিত আমাদের প্রাণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, আবার প্রাণের সহিত মনের আরও সূক্ষ্মতর সম্পর্ক, তুমি এই তিনের মিলনে মানবসমাজের সকল ঘটনা রচনা করিতেছ, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। প্রাণরক্ষার দায়ে যত জীবজন্তুর চেষ্টা, প্রাণ-উপভোগ করিবার জন্য তাহাদের যত হাসিখেলা, আবার এই প্রাণের সংস্পর্শেই বহির্জগতের ও অন্যান্য প্রাণীর সহিত পরিচয়। জীবনীশক্তির চালনা হইতেই চৈতন্যের—জ্ঞানভাব ইচ্ছাময় মনের অভিব্যক্তি। বর্ণ গন্ধ শব্দ রস স্পর্শ হইতে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের মন ইহাদের বিচিত্র-মিশ্রণে যত বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করে; আবার ধারণা স্মৃতি, কল্পনা-অনুমান প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় লোকের সন্ধান

লয়। মানুষ সমাজের সহযোগীতায় ভাষার উন্নতি করে, চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান করে, আপনার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করে। কত সুখদুঃখ, আশা ভয়, হিংসা প্রেম, সহানুভূতি অহঙ্কার মানুষের মনোময় জীবনে প্রতিযোগীতা করে। কত আকাঙ্ক্ষা, কত কামনা, কত বাসনা তাহাকে ইন্দ্রিয়ের অধীন করে, আবার ইন্দ্রিয়ের অধিপতি করে—এই জ্ঞানভাব ইচ্ছার মূলে মনোময় ব্রহ্ম তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥১০॥

বিজ্ঞানময় পুরুষ তুমি, বাক্যমনের অতীত জ্যোতির্ম্ময়লোকে মানুষের বিজ্ঞানাত্মাতে তোমার নিত্য প্রকাশ। অন্ন প্রাণ ও মন লইয়া যাহারা সন্তুষ্ট তাহারা সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহারা শরীরের অভাব হইতে উর্দ্ধে, জীবনের উপভোগ হইতে উচ্চে, মনের সুখদুঃখ বিকাশের অতীত রাজ্যে আত্মচৈতন্যে সকল সময় স্থিতি করেন, এক বিজ্ঞানাত্মার অধীনে সকল চিন্তা, সকল ভাব, সকল ইচ্ছা, বাক্য ও কার্য্যকে নিয়মিত করেন, তাঁহারা তোমার সাক্ষাৎ স্বরূপ জানিতে পারেন, তোমার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন। তাঁহাদের নিকট তোমার উন্নত সত্য প্রকাশিত হয়, প্রকৃতির অন্তঃস্থলে ও মানবসমাজের অন্তরালে তোমার যেসকল জ্ঞানময় মঙ্গলময় শক্তি ও নিয়ম কাজ করিতেছে তাহার সহিত তাঁহারা পরিচিত হন ও তোমার এই সৃষ্টি রক্ষাও স্বর্গরাজ্য গঠনে তাঁহারা সহযোগী হন। আত্মা কি বস্তু, আধ্যাত্মিক জীবনের কি নিগূঢ় রহস্য এ সকল তত্ত্ব তাঁহাদের দিব্য

চক্ষে প্রকাশিত হয়, তাঁহারা মানুষের পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ধ্রুবতারার মত সময়ের আকাশে নানাশাস্ত্র ও উপদেশের উজ্জ্বল আলোক রাখিয়া যান। সেজনা আমরা তাহাদিগকে ঋষি বলিয়া পূজা করি। যুগে যুগে তুমি এরূপ যোগীঋষিদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া তোমার বিজ্ঞানাত্মার প্রকাশ দেখাও।—মানুষের দর্শন বিজ্ঞান নীতি ধর্ম্ম ও শিল্পকলা তোমার পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করে। বিজ্ঞানরূপী পরমাত্মা—তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

সকল সাধনা সকল তপস্যার চরমসীমায় ভক্তেরা যেখানে তোমার সহিত মিলিত হন তাহাকে সকল শাস্ত্রে আনন্দলোক বলা হয়। সেখানে তোমার পরিপূর্ণ আনন্দের ধারা উথলিয়া পড়িতেছে; আর সকল অমর দেবতারা তাহা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছেন। মানুষ সুখসুখ করিয়া পাগলের মত ছুটিতেছে কিন্তু প্রকৃত সুখের উৎস কোথায় জানে না। দুঃখ কষ্ট না থাকিলে কেহ নিজকে সুখী মনে করে;—সুখ তাহার কাছে অভাবাত্মক। আবার ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসনা চরিতার্থ হইলেই কেহ কেহ সুখের শেষসীমায় উপস্থিত হন; তাহাদের সুখ সাময়িক প্রবৃত্তির ক্ষণিক আমোদের সমষ্টি-মাত্র। এই সুখের সঙ্গে দুঃখযন্ত্রণা রোগমৃত্যু অবিচ্ছেদ্য রূপে জড়িত। ইহার উপরে যে বিজ্ঞানাতীত আনন্দ, পরিপূর্ণজ্ঞান ও শক্তির বিকাশ হইতে যে স্বতঃ স্ফূর্ত্তজীবনের আনন্দ—সেই আনন্দই তোমার নিত্যধামের অবস্থা—তাহার সহিত কোন কাম কোন বাসনার

সংস্পর্শ নাই, কোন অভাব কোন অশান্তি, কোন উদ্বেগ, কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন দুঃখ কোন নিরাশা সেখানে পৌছিতে পারে না! সে আনন্দ কেবল আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া, মানবের সেবায় জীবন নিয়োজিত করিয়াই সার্থক হয়। এমনতর বিশুদ্ধ নির্মল নির্ভয় অক্ষয় অমর আনন্দ হইতেই তুমি জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, পালন করিতেছ। মানবসমাজের সকল প্রেম ও প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য এই আনন্দেরই ছায়া, হে আনন্দময় তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

তোমারই ফুল তোমারই সূতা দিয়া মালা গাঁথিয়া তোমার চরণে উপহার দিই। তোমারই আলোকে, তোমারই চক্ষুর সাহায্যে, তোমাকে দেখি; তোমারই বায়ু-শব্দের তরঙ্গ বহন করিয়া তোমারই প্রদত্ত কর্ণে আঘাত করে, তবে আমি শুনি; তোমারই ভাব তোমারই ভাষা তোমারই প্রদত্ত জিহ্বা যন্ত্র আশ্রয় করিয়া আমার বাক্য রচনা করে; তোমারই প্রদত্ত মস্তিষ্ক তোমারই স্নায়ু তোমারই প্রদত্ত মাংসপেশীর সমবায়ে আমি হস্ত পদ সঞ্চালন করি; তুমি প্রাণরূপে ধমনীতে রক্ত চালনা কর, পাকস্থলীতে খাদ্য জীর্ণ কর; মস্তিষ্ক ও মনের মধ্যে তুমিই সংযোগ স্থাপন কর; তবে ত আমি বাঁচি, তবে ত আমি চিন্তা করি। তুমি আমার চক্ষুর জ্যোতি, কর্ণের শ্রুতি, কণ্ঠের বাণী, দেহের শক্তি, মনের চৈতন্য; তোমাকে ছাড়িয়া আমি জড় পদার্থ—অস্থি-মাংস-পিণ্ড বৈ কিছুই নই। ক্ষুদ্র মানুষ আমরা কোন্ শক্তির উপর দাঁড়াইয়া তোমাকে অস্বীকার করিব? কোন্ সম্বল লইয়া "আমি" "আমার"

বলিয়া মোহের ঘোরে তোমাকে ভুলিয়া থাকিব ? তুমি যে অন্ধকে দেখাও, বধিরকে শুনাও, বোবাকে বলাও, খঞ্জকে চালাও— একি শুধু কবির কল্পনা ? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যে তোমার মহিমায় অসম্ভব সম্ভব হইতেছে, আমাদের জীবন ত তাহার জলন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে। ইহা যে অতি সত্য যে তোমা ভিন্ন আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির, মুখ থাকিতেও বোবা, আর হস্ত পদ থাকিতেও বিকলাঙ্গ। তুমি ত আমাদের জীবনের উপাদান,—জল বায়ু আলোক মৃত্তিকা,—তোমার ইচ্ছার অধীন রাখিয়াছই, আমাদের দেহের সংরক্ষণ, রক্ত সঞ্চালন, খাদ্য পরিপাক, শ্বাস প্রশ্বাস— এ সকলও তোমার হাতে রহিয়াছে; আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সকল মূল—ঈথরের তরঙ্গ, বায়ুর আন্দোলন, স্নায়বিক ক্রিয়া, মস্তিষ্কের কর্তৃত্ব—এ সকলও তোমার কৌশলেই নিয়মিত হইতেছে; আর প্রাকৃতিক জগতের, জড় জীবন চেতনের যাবতীয় ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মও

তোমারই বিধান—আমাদের আছে কি?
হে আদি কারণ, হে ভূমা, হে বিশ্ব নিয়ন্তা
আমাদের সকলি ত তোমার হাতে—
তুমি একটু ক্ষুদ্র সীমার ভিতরে আমাদিগকে
আবদ্ধ রাখিয়া চলা ফেরার স্বাধীনতা দিয়াছ
—আর ইহাতেই আমরা এত আস্পর্দ্ধা করি,
ইহাতেই আমরা তোমাকে অবিশ্বাস করিয়া
এই জগতকে অন্ধ জড় শক্তির খেলা মনে করি,
কি লজ্জার কথা—আমাদের একি বিড়ম্বনা!
তুমি পনর আনা নিজের হাতে রাখিয়া এক
আনা আমাদের হাতে দিয়াছ, তবু আমরা
তোমার কথা ভাবি না, তোমাকে পূজা করি
না! পশ্চাতে মহা অন্ধকার—অতীতে কি
ছিলাম জানি না; সম্মুখে মহা অন্ধকার,
ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না; বর্ত্তমানের
এই দুদিনের মানব জীবন, তার উপরে
আমাদের এত আস্থা, এত অহঙ্কার আমাদের
এই অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১৩ ॥

তোমাকে দেখিবার জন্য ত দূরদেশে তীর্থযাত্রা করিতে হয় না, তোমার পূজার জন্য ত কোন পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় না—তুমি যে সকল দেশ সকল কাল পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। যেমন প্রকৃতির শোভায় তুমি সত্য, তেমনি মানব সমাজের সকল মঙ্গল চেষ্টায় তুমিই প্রকাশিত। কেবল কি সমুদ্রের তরঙ্গায়িত উপকূলে অথবা পর্ব্বতের গভীর নীরবতায় তোমাকে দেখিব? কেবল কি উৎসবের আনন্দে অথবা মৃত্যুর করাল ছায়ায় তোমাকে স্মরণ করিব? তুমি যে প্রতিদিন আমাদের গৃহে পরিবারে সকল হাসি গানে, সকল আমোদ-আহ্লাদে তোমার ভালবাসা নিঃশেষে দান করিতেছ সেখানে তোমাকে দেখিব না? তুমি যে প্রতিদিন আলোকে বাতাসে, অন্নে জলে, তোমার নিজের হাতে আমাদের জীবনকে রক্ষা করিতেছ তাহার মধ্যে তোমাকে দেখিব না? সংসারের এত আনন্দ, এত কাব্য নাটক উপন্যাসের সৃষ্টি কোথা হইতে হয়! পরিবারের এত প্রেম এত শান্তি এত মাধুর্য্য

কোথা হইতে আসে !—তুমি যে সকল আনন্দ সকল প্রীতির নির্ঝর। তোমারই স্বর্গীয় উৎস হইতে পৃথিবীতে এত বর্ণ এত গন্ধ এত স্বাদ এত গীতের স্রোত প্রবাহিত হয়, তোমারই মধুর উৎসবের কোলাহলে জগৎ মুখরিত, তুমি মঙ্গলময় বলিয়াই জগতে এত শুভানুষ্ঠান। এত দয়া, এত সহানুভূতি তুমি মানুষের প্রাণে দিয়াছ! পৃথিবীতে দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ যন্ত্রণা, পাপ প্রলোভন প্রভৃতি কত অমঙ্গল আছে, কিন্তু তোমার স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণায় মানুষ কত অনাথাশ্রম, আতুরাশ্রম, কত শিল্পশালা, রুগ্নশালা প্রতিষ্ঠা করিতেছে, ব্যথিতের প্রাণে সান্ত্বনা দিবার জন্য, রোগীর শুশ্রূষার জন্য, পাপী তাপীকে আশা ও বল দিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর করিবার জন্য কত মঙ্গল আয়োজন চলিতেছে। জগতের ধর্ম্মবিধান সকল তোমার বিশ্বজনীন প্রেমের আদর্শ লইয়া সকল মানুষকে এক পরিবারে পরিণত করিবার জন্য, জাতিধর্ম্ম ভাষা ভূষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক ভ্রাতৃত্বের সূত্রে সকলকে বন্ধন করিবার জন্য চেষ্টা

করিতেছে—ইহার মধ্যে তোমারই মঙ্গল রূপ দেখি ॥১৪॥

তুমি একমাত্র সত্তা, এই জগৎ তোমারই প্রকাশ, যেমন জড়ে, তেমন চেতনে, যেমন উদ্ভিদজগতে তেমন প্রাণীজগতে তোমারই রূপের অভিব্যক্তি। চক্ষু মেলিয়া তোমারই দর্শন পাই, আলোকে আকাশে তুমি বর্ত্তমান, আবার আমার চক্ষুগোলকে ও মনের চৈতন্যেও তুমি বর্ত্তমান। তুমি আমার অন্তরে, তুমিই আমার বাহিরে—সকল কাল সকল স্থান পূর্ণ করিয়া তুমি, আর কোন দ্বিতীয় সত্তা নাই। যেমন অতীতে তেমনি বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, যেমন এই পৃথিবীতে তেমনি অনন্ত সৌরজগতে ও ব্রহ্মাণ্ডলোকে, ইহ ও পরলোকে—তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং। আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ক্রিয়ায় তোমাকেই জানিতেছি, আমাদের সকল বাক্য চিন্তা ও কার্য্য তোমারই সত্তার পরিচয় দিতেছে, আমাদের জীবনটাই তোমার অস্তিত্বের, তোমার জ্ঞানের, তোমার শক্তির ও তোমার প্রেমপুণ্য মঙ্গল ভাবের অব্যর্থ প্রমাণ। আমাদের শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু, লোম-কূপের প্রতি স্বেদকণা, শ্বাস-প্রশ্বাসের

প্রত্যেক বায়ু চালনা, জাগ্রত জীবনের প্রত্যেক চিন্তা তোমাকে স্বীকার করিতেছে ; আমরা মুখে বলি বা না বলি—আমাদের অন্তরের সকল আকাঙ্ক্ষা অনন্ত তোমার দিকে ছুটিতেছে ; এজন্যই আমাদের অল্পে সুখ নাই, এজন্যই আমরা সান্তে তৃপ্ত হই না। জানিয়া বা না জানিয়া আমরা তোমারই পূর্ণতর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য, তোমার সহিত আধ্যাত্মিক যোগ লাভের জন্য, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, মৃত্যু হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত অনন্তকাল চেষ্টা করিতেছি। ॥১৫॥

তুমি জ্ঞানময় দেবতা, তোমার জ্ঞানে জগৎ সত্তাবান্—তুমি চিন্তা করিতেছ আর জগতের সকল ঘটনা ঘটিতেছে—তোমার জ্ঞান সৃষ্টির কারণ, তোমার জ্ঞানে সৃষ্টবস্তুর স্থিতি ও তোমার জ্ঞানেই সকল বস্তু লয় পাইতেছে। সর্ব্বত্র তোমার জ্ঞানের বিস্তার, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে তুমি আছ—বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যে তোমার জ্ঞানেই একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রকৃতির নিয়মে তোমার জ্ঞান, মানবাত্মার চিন্তায় তোমার জ্ঞান; কত গণিত বিজ্ঞান তোমার অনন্ত জ্ঞানের পরিমাণ করিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছে। ইতিহাসের আদিযুগ হইতে দার্শনিকগণ তোমার তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কত মত কত যুক্তির আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু তুমি যেমন অজ্ঞাত ছিলে তেমনি অজ্ঞাত রহিয়াছ। বিন্দু বিন্দু করিয়া সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া যেমন সমুদ্রের জল শেষ করা যায় না, তেমনি মানুষ যুগে যুগে সকল শাস্ত্র ও সকল স্মৃতি শ্রুতির সাহায্যে তোমাকে একটু একটু জানিয়াও কোন কূল-কিনারা পাইতেছে না।

অনন্ত তোমার জ্ঞান—একটি ক্ষুদ্র বালু-
কণার মধ্যে তোমার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছবি
লুকাইয়া রাখিয়াছ, প্রত্যেক মানুষের
আত্মাতে তোমার বিশ্বচৈতন্যের বীজরোপণ
করিয়াছ, আমরা যদি একটি অঙ্কুর ও সকল
তথ্য জানিতে চাই তবে সমুদয় জগতের
বিশাল তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হয় ॥১৩॥

সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে তুমি এক অপরিবর্ত্তনীয়। দিনের পর দিন আসে; সপ্তাহ যায় সপ্তাহ আসে, পক্ষ মাস ঋতু বর্ষ পর্যায় পৃথিবীর বক্ষে কত পরিবর্ত্তন রাখিয়া যাইতেছে, তুমি মহাকালরূপে অতীত বর্ত্ত-মান ভবিষ্যতের মূলে থাকিয়া নির্ব্বিকার ভাবে সকল দেখিতেছ জানিতেছ। সকল ঘটনা তোমারই স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়ার পরিচয় দেয়, সকল প্রকৃতিতে সকল সমাজে তোমারই লীলা প্রকাশিত হয়। মানুষের মনে চিন্তার স্রোত চলিয়াছে—এই মুহুর্ত্তে যে ভাবের আন্দোলনে ইতস্ততঃ দোলায়মান হইতেছে, পর মুহূর্ত্তে তাহা অদৃশ্য হইয়া, মনকে শান্ত সমাহিত করিতেছে, আজ যে ক্ষুদ্র চিন্তা-টুকুর বীজ বপন করিতেছি কাল তাহা অঙ্কু-রিত হইয়া ভবিষ্যতে ফলবান পুষ্পবান বৃক্ষ-রূপে সমুদয় জীবনে ব্যাপ্ত হইতেছে। এই মানসিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে তুমি আত্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐক্য বিধান করিতেছ। শিশু যুবা হয়, যুবা বৃদ্ধ হয়, কিন্তু মানুষ একই থাকে—শরীরের রক্তমাংস ত কতবার নূতন

হইতেছে, মানুষ পুরাতনই থাকিয়া যায়। আমরা যেখানে বিচ্ছিন্নতা দেখি, তুমি সেখানেও কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে যোগ রাখিয়াছ। বাষ্প হইতে জল হয়—জল হইতে মাটি হয়—মাটি হইতে শস্য হয়—শস্য হইতে প্রাণ হয়—প্রাণের অভিব্যক্তিতে মন হয়—তাপে আলোকে তাড়িতে পরস্পর আদান প্রদান চলিতেছে, শরীরের সহিত মন, ব্যক্তির সহিত সমাজ, পৃথিবীর সহিত চন্দ্রসূর্য্য, জাতির সহিত জাতি,—সকল ব্রহ্মাণ্ডে একসূত্রে গ্রথিত—তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, নিত্য এবং সত্য ॥১৭॥

অন্তহীন দেবতা, তোমার জ্ঞান তোমার শক্তি এই বিচিত্র জগতের মূলে বলিয়াই এই জগৎ এমন সুন্দর রহস্যময়। কি অদ্ভুত ইহার রচনা কৌশল—অনন্ত আকাশে অনাদিকালে ইহার বিস্তার! এত বর্ণ এত গন্ধ, এত স্বাদ এত সঙ্গীতে ইহাকে পূর্ণ রাখিয়াছ—একি বিস্ময়-কর সৃষ্টি তোমার, ভগবান! শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে, অত্যুচ্চ তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, উত্তালতরঙ্গ নিনাদিত সমুদ্রে তোমার কি গাম্ভীর্য্য কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতির যে দিকে চাই সর্ব্বত্রই তোমার মহিমা। প্রতি-দিন যাহা দেখি, অভ্যাসের জন্য যাহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে ও তোমার কত জ্ঞান কৌশলের পরিচয় পাই—এই প্রভাতের আলোক, বাতাস, নীল আকাশ, জল অগ্নি খাদ্যবস্ত্র—যাহা না হইলে আমাদের জীবন চলে না,—এত অফুরন্ত ভাবে প্রকৃতির ভাণ্ডারে রাখিয়াছে, কোন কৃপণতা না করিয়া সকলের জন্য যোগাইতেছে। একি প্রভো,—বিজ্ঞান দর্শন কিছু বলিতে

পারে না—উপরে মেঘের টুকরাগুলি আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, কত বজ্র বিদ্যুৎ আমাদের ভয় জন্মায়, এত তাপ এত তাড়িতের শক্তি, অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র যাহা এত-দূরে যে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে বড় হইয়াও ক্ষুদ্র প্রদীপের ন্যায় মিটি মিটি জ্বলে ; একি ওগো একি অদ্ভুত জগতে আমরা বাস করি, কিরূপে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হইতেছে, অসংখ্য জীবের বিনাশ হইতেছে—কোথা হইতে আমাদের প্রাণ আসে দুদিন পরে কোথায়াই চলিয়া যায় —কিরূপে শরীরের সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ পরস্পরের সহযোগীতা করে—শ্বাসপ্রশ্বাস রক্তচালনা খাদ্যপরিপাক কি রহস্যময় নিয়মে সহজেই চলিতেছে, নিদ্রার সময় আমাদের চৈতন্য কোথায় থাকে, আবার জাগ্রত অবস্থায়ই বা কিরূপে ফিরিয়া আসে, চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বকের ইন্দ্রিয়ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতেছে, আমাদের জ্ঞানকে উন্মেষিত করিবার জন্য কত আলোকের রশ্মি, বায়ুর আন্দোলন, ও

ইথরের ঢেউ প্রাকৃতিক জগতে প্রবাহিত হইতেছে—আমাদের শরীর তোমার অসীম জ্ঞানের প্রমাণ, আমাদের শরীর তোমার পবিত্র মন্দির। আবার মনের জগতে আরও কত রহস্যময় ব্যাপার চলিতেছে, কত চিন্তা কত কল্পনা কত বুদ্ধি কত যুক্তি, কত ভাব কত তাপ, কত আকাঙ্ক্ষা কত কামনা, সুখ দুঃখ, আশা ভয়, ধর্ম্মনীতি মনের রাজ্যে তোমাকে পাইবার জন্য ছুটিতেছে। আমরা এত ক্ষুদ্র, দেহ-পিঞ্জরে বন্দী থাকিয়াও মুক্ত আকাশে প্রকৃতির সহিত যোগ স্থাপন করিতেছি, আমাদের শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য কত রাজনীতি, সমাজসংস্কার, শিল্প-বিজ্ঞান সাহিত্য বিকাশ করিতেছি। মৃত্যু কিরূপে আমাদের শরীরের সকল ক্রিয়া বন্ধ ও চৈতন্য লোপ করিয়া দেয়, মৃত্যুর পরে আমরা কোথায় যাই, কিছুই জানি না। আমরা এত ক্ষুদ্র, এত অজ্ঞ, কিন্তু তুমি এত মহান্, এত জ্ঞানময়! আমরা তোমার সন্তান তাই আমরা ভয় করি না, তাই আমাদের কোন উদ্বেগ অশান্তি নাই—কারণ তুমি

আমাদের প্রেমময়ী মাতা। আকাশের তারাকে যে নিয়মে তুমি নিজের পথে চালাইতেছ আমাদের জীবনকে তুমি সেই নিয়মে চালাইবে। বনের ছোট ফুলটি আজ আছে কাল নাই—মুহূর্ত্তকাল পরে যাহা মাটিতে ঝরিয়া পড়িবে—সেই ফুলটিতে তুমি এত গন্ধ এত শোভা দিয়াছ, আর আমাদের জীবন,—যাহা অনন্তকাল তোমার সঙ্গে বাস করিবে—তাহাকে তুমি ফুটাইয়া তুলিবে না? প্রজাপতির পাখাকে এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছ, তাদের দুইদিনব্যাপী জীবনে এত আনন্দ দিতেছ, তাহাদের খাদ্য যোগাইতেছ—আর আমাদের আত্মাকে তুমি জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে ভূষিত করিবে না? আমাদের আত্মার অন্নজল তুমি বিধান করিবে না, ইহা কি সম্ভবপর হইতে পারে? আমরা যখন যথার্থ ব্যাকুলতার সহিত সরল-ভাবে প্রার্থনা করি তখন কি তুমি উদাসীন থাকিতে পার? ন্যায়বান পরমেশ্বর, তুমি পাপ-পুণ্যের বিচার কর। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা জান—তুমি আমাদের জীবনের পূজা

গ্রহণ কর, আমাদের হৃদয়ে তোমার আসন চিরকালের জন্য পাত। আমরা সংসারের সকল কর্ম্মে তোমার সেবার আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হই ॥ ১৮ ॥

তুমি কেমন কিরূপে জানিব—তুমি অসীম মহান্ পুরুষ, আমরা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানুষ। আমাদের জ্ঞান কতটুকু যাইতে পারে—আমাদের বাক্য ও চিন্তা তোমাকে ভাবিতেই পারে না, তোমাকে প্রকাশ করা ত দূরের কথা। কোথায় তোমার আদি, কোথায় তোমার অন্ত—এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল ব্যাপার দেখিতেছ জানিতেছ—এই সৃষ্টি ক্রিয়া চালাইতেছ, এত জীবজন্তুকে অন্নজল যোগাইয়া পালিতেছ, মানবসমাজের সকল অনুষ্ঠান মঙ্গলনিয়মে শাসন করিতেছ, মানব হৃদয়ের নিভৃত চিন্তা নীরব অশ্রুজল ও গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস গণনা করিতেছ—প্রকৃতির সকল ঘটনা নিজের হাতে উৎপাদন করিতেছ ; —সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, আদি কারণ, তোমার রহস্য জানিতে পারি আমাদের কি সাধ্য। ঘটনার শৃঙ্খল ধরিয়া ইতিহাসের সোপান অতিক্রম করিয়া অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া দেখি সকল জগৎ অদৃশ্য হইয়া যায়—দেশ-কাল তোমাতে লয় পাইয়া যায়, কেবল এক জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ তুমি বর্ত্তমান থাক।

কেমন করিয়া তুমি মহান্ শূন্যমাঝে এত গ্রহ নক্ষত্র রচনা করিলে, কি জ্ঞান কৌশলে এই জল-স্থল-বায়ুময় পৃথিবীর বিকাশ করিয়া পশু পক্ষী মনুষ্যের বাসস্থান করিলে, কি মহাধ্যানে বসিয়া কি মঙ্গল-ইচ্ছায় এই সৃষ্টিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছ, ভবিষ্যতের গর্ভেই বা কোথায় প্রকৃতি ও মানবাত্মার পরিণতির সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছ, ভাবিতে কল্পনা পরাস্ত হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥

তোমার দয়ার কথা কি বলিব—তুমি ত আমাদের জন্ম হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছ—প্রতিদিনের আলোকে বাতাসে, পানাহারে, বিশ্রামে, নিদ্রায়, কর্ম্মে ও উৎসবে তোমারি প্রেমের স্রোতে আমরা ভাসিতেছি। রাত্রিতে যখন আমরা ঘুমের ঘোরে অচেতন থাকি, তখন কি সঙ্কেতে তুমি আমাদের রক্তমাংসঅস্থিস্নায়ু প্রভৃতি দেহ যন্ত্রের অংশগুলিকে মেরামত করিয়া দাও, কি কৌশলে আমাদের হৃদয়ের ফুলগুলিকে ফুটাইয়া তোমার পূজার উপযোগী করিয়া দাও। আমরা যখন সুন্দর প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠি তখন তুমি নূতন রবির তরুণ আলোকেও প্রভাতের বিমল বায়ুর স্পর্শে আমাদের প্রাণে কি এক নূতন জীবনের নূতন উৎসাহ, বল, আশা, বিশ্বাসের প্রেরণা দাও, আমাদের হৃদয়ের তারে কি এক স্বর্গীয় আনন্দ বাজাও, আমরা তোমার বাঁশীর সুরে আত্মহারা হইয়া সংসারের সকল ঘটনাকে মধুময় দেখি। এ সকল দৈব আশীর্ব্বাদের জন্য তুমি ধন্য, তুমিই ধন্য ॥ ২০ ॥

তোমার প্রকাশ সর্ব্বত্র, যেমন আকাশের গ্রহতারকায়, বিদ্যুতের ছটায়, মেঘের গর্জ্জনে বায়ুর শন্‌শনে, তেমনি পৃথিবীর তৃণে, গুল্মে, বৃক্ষলতায়, পত্রে পুষ্পে। তুমি প্রাণরূপী দেবতা, স্থাবরজঙ্গমে যত প্রাণ তোমার মহা-প্রাণ সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে ভাসি-তেছে ; পশুপক্ষীর শারীরিক চেষ্টায়, মানুষের জন্মমৃত্যুতে, উদ্ভিদের বিকাশ ও পরিণতিতে তোমারই লীলা প্রকটিত হইতেছে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য প্রকাশ আমাদের চৈতন্যরূপী আত্মাতে—যেখানে তুমি স্পষ্টতর, পূর্ণতর, শুদ্ধতর ভাবে বিদ্যমান। মানুষ অতি প্রাচীন-কাল হইতেই তোমার প্রকাশ দেখিবার জন্য কোন-না-কোন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়াছে, বুদ্ধ, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য তোমারই অবতার, তুমিই তাঁহাদের মুখে সত্য প্রচার করিয়াছ, তাঁহারা দিব্যচক্ষে তোমার সত্য দর্শন করিয়া ঋষিবাক্যের অভ্রান্ত প্রভাবের সহিত চিরন্তনকাল মানব-সমাজকে শাসন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অতি সৌভাগ্য যে আমরা তোমাকে আর

সুদূর অতীতের দেবতা বলিয়া মনে করি না, কিম্বা তোমাব প্রকাশিত মহাধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে তোমার সত্যজ্যোতি আবদ্ধ রাখি না। আমরা প্রতিদিনের জীবনে, সংসারের বিচিত্র প্রেমে, আনন্দে, কর্ত্তব্যে, প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যে, গন্ধে, স্বাদে, সঙ্গীতে তোমার স্বর্গীয় প্রকাশ দেখিবার অধিকারী হইয়াছি। আমাদের হৃদয় যখন পবিত্র থাকে, আমরা যখন ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়া সরলভাবে তোমার কাছে অন্তরের দরজা খুলিয়া দেই, তখন তুমি একি সৌন্দর্য্য লইয়া আমাদের মনের মন্দিরে আবির্ভূত হও! তোমার একি অলৌকিক রূপের ছটা আমাদের মুখে প্রতিফলিত হয়! তোমারে একি নূতন আলোক আমাদের সকল পাপ দুঃখ অজ্ঞতা ও মোহের অন্ধকার দূর করিয়া সংসারকে নূতন প্রেমে আনন্দে পবিত্রতায় পূর্ণ করিয়া তুলে! তখন একি অজানা সত্য অনন্ত জ্ঞানের প্রভাবে আমাকে মাতাইয়া তুলে, আমি কি এক অতীন্দ্রিয় শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া অসমসাহসিক কর্ম্মে উৎ-

সাহের সহিত স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দেই। প্রত্যেক সাধকের জীবনে এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রতিদিন তোমার প্রকাশকে সত্য করিয়া তুলিতেছে, কোনও বিজ্ঞান কোনও দর্শন এই প্রত্যক্ষ অব্যর্থ প্রমাণকে অস্বীকার করিতে পারে না। তোমার অনুপ্রাণনা, তোমার স্বতঃ প্রকাশ ত কেবল অতীতের অন্ধকারেই শেষ হইয়া যায় নাই, কিম্বা ভবিষ্যতের স্বর্ণ-যুগের জন্য রক্ষিত হয় নাই। প্রতিদিন প্রতি-মুহূর্ত্তে তোমার প্রকাশ, তোমার অনুপ্রাণনা সত্য হইতেছে, মানুষের আত্মাকে জ্ঞানে উন্নত, প্রেমে সরস ও মঙ্গলকার্য্যে শক্তিশালী করিতেছে। আমরা ত মৃতধর্ম্মের মৃত আচরণ নিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, আমরা কেবল কাঠ-পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া চির প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার অনুযায়ী ব্রত-পার্ব্বন অনুষ্ঠান ও ভোগ-নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া স্বর্গের অধি কারী হইতে পারি না। তুমি যে জীবন্ত দেবতা,—জীবন্ত বর্ত্তমানে আমাদের হৃদয়মন দেহপ্রাণের বিশুদ্ধতাই তোমার পূজার ধূপচন্দন, আমাদের ভক্তিই তোমার

পূজার ফুল, আমাদের স্বার্থ অহঙ্কার ও রিপুকুলের সংহারই তোমার যজ্ঞের আহুতি ও বলিদান। আমাদের অন্তরে তোমার চির-প্রকাশ, চিরবসতি ও মঙ্গলকর্ম্মে তোমার চির অনুপ্রাণনা, সকলজীবে প্রেমের সঞ্চার ও বিকাশই তোমার পূজার বর, আশীর্ব্বাদ ও সফলতা। কবি শিল্পী চিত্রকর গায়ক তোমার এক প্রকাশ দেখিতেছেন, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক তোমার অপর প্রকাশ দেখিতেছেন, ভক্ত প্রেমিক সাধক একরূপে মাতোয়ারা, কর্ম্মী ও নীতিজ্ঞ অন্যরূপে আত্মহারা—এই-রূপে নানাদিকে নানামতে মানবাত্মা তোমার সহিত পরিচিত হইতেছে, তোমার বিশ্বরূপ সম্ভোগ করিতেছে।—কিন্তু প্রত্যেকের কাছে তুমি পূজার উপকরণ ও বলি চাও; বিনা আয়াসে বিনা সাধনায় কেহ তোমার সত্য প্রকাশ দেখিতে পান না। ফাঁকি দিয়া সংসারে মানুষ নানা পার্থিব সুখের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু অন্তরের স্বর্গরাজ্যে যে জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার বিমল আনন্দ, তাহা পাইতে হইলে

তোমার সাক্ষাৎ প্রকাশ চাই, তোমার অনু-প্রাণনা চাই। তুমি ধন্য যে তোমার অনন্ত প্রেম আমাদের নিকট ধর্ম্মকে সহজ করিয়া দেয় নাই, তুমি ধন্য যে তোমার অনন্তজ্ঞান আমাদের নিকট মুক্তিকে দার্শনিক চিন্তা সাপেক্ষ করিয়া রাখে নাই, তোমার অনন্ত ন্যায়পরতা আমাদের অসংখ্য পাপের জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে নাই। তুমি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেমন আজও তেমন পবিত্র অন্তরে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছ, আজও তুমি পাপীর কাণে মুক্তির বাণী শুনাইতেছ। জীবন্ত দেবতা, আমরা যেন আর মিথ্যাবাক্যজাল, কূটতর্ক ও বাহ্যিক আচার ও অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মকে জটিল করি না, তোমার সত্যতা প্রমাণের বৃথা চেষ্টা করি না, আমাদের জীবনে তোমার প্রকাশই তোমার সত্যতার অব্যর্থ প্রমাণ ॥ ২১ ॥

মানবাত্মা যেদিন পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, কৌশল, প্রেম, আনন্দের কথা ভাবিয়া বিস্ময়ে ভক্তিতে তোমার চরণে নত হইয়াছিল সে-দিন জগতের শুভদিন ছিল। হাজার বছর চলিয়া গেল, পৃথিবী কত পুরাতন, মানব-জাতি কত পুরাতন হইল, কিন্তু তোমার চন্দ্র-সূর্য্য, তোমার গাছের পাতা, বনের ফুল, মাঠের ঘাস আজও নিত্য নূতন জীবনে পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিতেছে। আজ একটি সামান্য প্রজাপতির পাখার মধ্যে বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ দেখিয়া বৈজ্ঞানিক অভিভূত হইতে-ছেন। বিস্ময়, প্রশংসা, শ্রদ্ধা মানুষের হৃদয় হইতে যতদিন না দূর হইবে, যতদিন না মানুষ পশুত্বের স্তরে নামিয়া আহার নিদ্রাগত জীবনে সন্তুষ্ট থাকিবে, ততদিন তোমার পূজা উপাসনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান মানবসমাজে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ পদে পদে পরাভব পাইবে। ইতিহাসের প্রতিছত্রে প্রতিপৃষ্ঠায় প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, তোমার মঙ্গলনিয়ম মুদ্রিত রহিয়াছে, তোমার ন্যায়বিধান লঙ্ঘন করিয়া

কেহ কখনও অব্যাহতি পায় নাই। তুমি অন্তরে ধ্রুবজ্যোতি, তোমার আলোকেই তোমাকে জানি, আপনার সহিত পরিচয় হয় নাই বলিয়াই তুমিও দূরে ॥ ২২ ॥

আমরা তোমাকে চাই আর নাই চাই, তুমি যে আমাদের চাও এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা মলিনতা তোমাকে যতটা লজ্জা দেয় আমাদিগকে ততটা দেয় না; আমাদের ঘৃণা অপ্রেম, অহঙ্কার অভিমান তোমাকে যেমন কষ্ট দেয় এমন আর কাহাকেও দেয় না; আমাদের অভাব ও দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তুমি যেমন ব্যস্ত আর কেহ তেমন নয়। আমাদের কোথায় কোন্ দাগ আছে, কোথায় কোন্ অন্ধকারে আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুজল ফেলি, আমাদের আত্মার গভীর প্রদেশ হইতে কোন্ প্রার্থনার ধ্বনি নীরবে উত্থিত হয় তাহা তুমি জান, তুমি দেখ; এমন কি আমরা যখন এত নীচে নামিয়া যাই যে নিজের অপূর্ণতা-ত্রুটী দুর্ব্বলতা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না, মোহের ঘোরে যখন অসত্যকে অশুভকেই পদে পদে বরণ করি, যখন ক্ষণিক সুখ ও ছদ্মবেশী প্রেয়কে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করি, তখনও তুমি আমাদের জন্য কত যত্নের সহিত চেষ্টা কর যাতে উন্নত হই,

যাতে আমাদের চৈতন্য হয় তার জন্য ব্যস্ত থাক। কেন তোমার এত ব্যগ্রতা? ক্ষুদ্র মানবের পশ্চাতে তুমি এমন ভাবে দিন রাত ছুটিতেছ, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, তার প্রয়োজনের অন্নজল যোগাইতেছ, তার অপ্রয়োজনের এত হাসিগান, প্রেমানন্দ বিতরণ করিতেছ, তার শত পাপ অপরাধেও কিছুমাত্র নিরাশ হইতেছ না, মানুষ তোমাকে অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে, তবু তুমি অসহিষ্ণু ও পরাজিত হও না। তবু তুমি তার দ্বারে দীন-হীন ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়া থাক, তাঁহার হৃদয়টুকু অধিকার করিবার জন্য তোমার এত প্রতীক্ষা, এত অধ্যবসায়! হে রাজ-রাজেশ্বর হে অনন্ত শক্তিময়, এতজ্ঞান এত পুণ্য লইয়া তুমি অজ্ঞ পাপী মানুষের কাছে প্রতিদিন উপেক্ষিত অনাদৃত হইয়াও ফিরিয়া যাও না—তোমার কিসের অভাব, কিসের প্রয়োজন, কিসের বাধ্যতা? বুঝিয়াছি, প্রেমময় পিতা, এ যে তোমার প্রেমের বাধ্যতা, আমরা তোমার সন্তান, আমাদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তির যোগ্য অধি-

কারী করিবার জন্য, তোমার সন্তানের উপযোগী জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও মঙ্গল-ভাবের শিক্ষা দিবার জন্যই বুঝি তোমার এত চেষ্টা, এত ব্যস্ততা। ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য আমরা! ॥ ২৩ ॥

আজ তোমাকে প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে, বৃক্ষের পত্রে পুষ্পে, পূর্ণভাবে পাইতেছি, মানবসমাজের সকল প্রেমপুণ্য আনন্দের মধ্যেও তোমাকে পূর্ণ করিয়া দেখিতেছি। তোমার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিবার জন্য প্রকৃতির আকস্মিক ও ভয়াবহ ঘটনার অন্বেষণ করিব না, অথবা ইতিহাসের জটিল সমস্যার মঙ্গলফল প্রমাণ করিতে চাইব না। তুমি যে প্রকৃতির নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রতিদিন স্বাধীনভাবে প্রাণকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিতেছ—তোমার প্রকৃতির ভাণ্ডারে আমাদের অন্নবস্ত্রের উপকরণ অফুরন্তভাবে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ,—প্রতিবৎসরই কত ফুল ফল, কত নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করিয়া আমাদের সকল বিজ্ঞানের আস্পর্দ্ধাকে লজ্জা দিতেছ, ইহা হইতে তোমার অলৌকিক শক্তির আর কি পরিচয় হইতে পারে? আমাদের ক্ষুদ্র গণিত-বিজ্ঞান তোমার আশ্চর্য্য রচনা-কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হয়; কি অলৌকিক রহস্যে আকাশের গ্রহগুলিকে জ্যোতির্ম্ময় পথে চালাইতেছ, ভাবিয়া আপনার

ক্ষুদ্রতা অনুভব করে। আমরা এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে জন্মিয়াছি বলিয়া কত জ্ঞানের অভিমান করি, কিন্তু আমরা তোমার মাঠের একটি ঘাস, বনের একটি কীটপতঙ্গও ত সৃজন করিতে পারি না, তোমার রাসায়-ণিক প্রক্রিয়ার অতি সামান্য কৌশলই এ পর্য্যন্ত আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে! কি রহস্যময় তোমার জগৎ॥ ২৪ ॥

সকল সত্যের পরমসত্য তুমি, জড়-জগতে শক্তিরূপে, জীবজগতে প্রাণরূপে তুমি সত্য। অনাদিকাল, অনন্তগগন তোমার সত্তায় পূর্ণ রহিয়াছে। তুমি একমাত্র নিত্য, অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনীয়, নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প। আবার দৃশ্যজগতে যাহা কিছু চলিতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, বিনাশ পাইতেছে, বিকার পাইতেছে, তাহার মধ্যেও তুমিই প্রকাশিত। প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তোমার জ্ঞানে চন্দ্রসূর্য্য আলো দেয়, তোমার নিয়মে বায়ু বহে, অগ্নি জ্বলে। তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না, তুমি আপনার মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ, তবে কেন এই জগৎ-সৃষ্টি করিলে, কেন এই যুগযুগান্তর ধরিয়া জলস্থলবায়ুময় পৃথিবীকে বিকাশ করিলে, কেন এখানে এত প্রাণিপুঞ্জের আবাস ও অন্নজলের সংস্থান করিলে? তুমি ত অভাবের দ্বারা প্রেরিত হও নাই; তুমি আপনার আনন্দে এই সৃষ্টিলীলার বৈচিত্র্যের মধ্যে, বহুর মধ্যে, সীমার মধ্যে আপনাকে খণ্ডিত করিয়াছ। তোমার সৃষ্টিতে কত গাছপালা

কত মূক পশুপক্ষী স্বচ্ছন্দে মনের সুখে জীবন ধারণ করিতেছে, তাহাদের কাছে ত তুমি নিজকে গোপন রাখিয়াছ, তবে কেন মানুষের আত্মাতে এত জ্ঞান, এত প্রেম, এত পুণ্য দিয়া তাহার চৈতন্যের মধ্যে তুমি পরমাত্মা-রূপে প্রকাশিত হইলে, মানুষ কেন অল্প লইয়া থাকিতে চায় না, মানুষ কেন তোমার অনন্তভাবের পশ্চাতে ছুটিতে চায়, পাপের জন্য কাঁদে, নিজের খাওয়া পরা, গল্প-আমোদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না? কেন অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য এত বিজ্ঞানদর্শনের আলোচনা করে, এত শিল্পকলার অনুশীলন করে?

তুমি আপনার ছাঁচেই মানুষকে গঠন করিয়াছ, আপনার প্রেম জ্ঞান ও মঙ্গলভাবের একটু কণা তাহার আত্মাতে বপন করিয়াছ, তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া মানুষের ধর্ম্ম, নীতি, সমাজকে মঙ্গলের দিকে পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই জন্যই মানুষ বিশ্ব-জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "পিতানোঽসি, পিতনোবোধি", তুমি আমা-

দের পিতা। পিতা হইয়া আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দেও, এজন্যই পৃথিবীর সকল বিপদ মঙ্গলের মধ্যে, সকল মৃত্যু, রোগ, শোক, পাপ, দারিদ্র্য ও উৎপীড়নের মধ্যে মানুষ অমঙ্গলের হস্ত খুঁজে। আমরা যে তোমাকে পিতা বলিয়া প্রেমময় মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, ইহা কি আমাদের কম সৌভাগ্য? প্রাকৃতিকজগতে কত ভীষণ শক্তির খেলা চলিতেছে, তাপ আলোক, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝাবাত, বন্যা, ভূমিকম্প, হিংস্রজন্তু, পর্ব্বতের উচ্চতা, সমুদ্রের গভীরতা—যে দিকে চাই কেবলি ত ভীষণ বিরাট শক্তি দেখি, ইহার মধ্যে মানুষের কি মূল্য আছে? এক-এক সময় মনে হয় তোমার ব্রহ্মাণ্ডটি বিরাট যন্ত্রের মত অসীম বেগে অসীম চক্রের সহিত ঘুরিতেছে, মানুষ ক্ষুদ্র পিপীলিকার মত ইহার তলে নিষ্পেষিত হইতেছে, আমাদের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া তোমার জগৎব্যাপার নিয়মের কক্ষে চলিতেছে। কত পুত্র-কন্যাকে অনাথ করিয়া পিতা মাতা মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে, কত রোগ,

কত তাপ এখানে নরকের যন্ত্রণা দিতেছে, এখানে তোমাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা কত বড় সাহসের কথা, কি অসীম উৎসাহ, সাহস ও আশার কথা! তুমি প্রেমময় মঙ্গলময় পিতা বলিয়াই ত আমরা এখানে নির্ভয়ে আনন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি, সকল দুঃখশোকের মধ্যেও তোমার চরণে বিশ্বাস রাখিয়া অটল থাকিতে পারি। তোমার প্রেমই নানাবর্ণে, নানাগন্ধে, নানাগীতে, নানাছন্দে, সকল স্বাদে রসে, ফুলে ফলে, আলোকে বাতাসে, অন্নে বস্ত্রে, তোমারি প্রেম পিতামাতার স্নেহে, বন্ধুর ভালবাসায়, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলায় অজস্রধারে বর্ষিত হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিতেছে, আমাদের জন্য পুণ্য ও আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার মুক্ত রাখিয়াছে। তোমার শক্তিকে আমরা স্পর্দ্ধার সহিত অমান্য করিতে পারি, তোমার নিয়মকে আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি এই স্বাধীনতা তুমিই দিয়াছ; কিন্তু তোমার প্রেমের কাছে আমরা বন্দী হইয়া ধরা দিয়াছি। তুমি বিশ্বভুবনের অধিপতি

হইয়া তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করিয়া যখন ভিখারীর বেশে আমাদের কাছে প্রেম চাহিতে আস তখন কি আমাদের উদ্ধত ভাব বিনীত না হইয়া পারে? আমাদের আত্মার মন্দিরে তুমি একমাত্র দেবতা। একেকেই ত আমরা সকল চিন্তায় সকল কার্য্যে চাহিতেছি। বিজ্ঞানসকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মূলে, বিচিত্র শক্তিপুঞ্জের পশ্চাতে তোমার এক রূপকেই অন্বেষণ করিতেছে। আমাদের সকল বাসনা প্রবৃত্তি আশাভয় সুখদুঃখের বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্যে এক তোমার মঙ্গল নিয়মকেই খুঁজিতেছি। তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মিলাইয়া লইবার জন্যই আমাদের যত শিক্ষা, সাধনা, সংযম, যত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আমাদের সকলের চেয়ে আপনার তুমি। আমরা তোমার সন্তান ইহাই আমাদের সত্য পরিচয়। আমাদের ধনমান,বংশমর্য্যাদা, পদগৌরব পাণ্ডিত্যের অভিমান, ধর্ম্মের অভিমান আমাদিগকে ক্ষুদ্রকরে, সংকীর্ণ করে, বিচ্ছিন্ন করে, বিশ্বের সহিত আমাদের যে হৃদয়ের

যোগ তাহা ছিন্ন করিয়া দেয়, আমরা নিজে-
দের আমিত্বের প্রাচীর দিয়া ছোট ছোট
গণ্ডী করিয়া তাহার মধ্যে বাস করি। এই
জন্য জগতে যত কলহ যত সংগ্রাম, ভাইএর
রক্তে ভাইকে কলঙ্কিত করিতেছে, এ জন্যই
হিন্দু ও ম্লেচ্ছ, খৃষ্টান ও হিদেন, য়িহুদী ও
জেণ্টাইল, ইস্‌লাম ও কাফের বলিয়া বিভাগের
রেখা টানিয়া আমরা তোমার পরিবারে
গৃহবিচ্ছেদের আগুণ চিরকাল জ্বালাইয়া
রাখিতেছি, এজন্যই এতজাতি বর্ণ ও দেশের
বাহ্যিক পার্থক্য আমাদের আন্তরিক আত্মীয়-
তার পথে বাঁধা দিতেছে। তুমি যে আমা-
দের সকলেরই পিতা, তুমি যে আমাদের
পরমাত্মা, এই পরিচয় যখন আমাদের লাভ
হয় তখনই সকলের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া
আমরা সকলকেই আলিঙ্গন করিতে পারি।
তখন আর আমাদের স্বার্থ তোমার মঙ্গল
নিয়মকে বাঁধা দেয় না, তখন আর আমাদের
নিজের সুবিধার জন্য আর কাহাকেও পথ
ছাড়িয়া দিতে বলিবার সাহস হয় না। তুমি
আমাদের সেই চক্ষু খুলিয়া দাও যাহাতে

আমরা তোমার সুরের সঙ্গে হৃদয়ের সবগুলি তার মিলাইয়া তোমার পায়ের নীচে মাথা নত করিয়া প্রেম পুণ্য শান্তি আনন্দের স্বর্গীয় আস্বাদ পাইতে পারি ॥ ২৫ ॥

কোথায় তোমার আরম্ভ, কোথায় তোমার শেষ, কিছুই জানি না। অনাদি অনন্ত তুমি, আমাদের ক্ষুদ্র মনে তোমার মহিমা কিরূপে ধারণ করিব; একমুখে তোমার স্তুতিবন্দনা কিরূপে করিব? অনন্তদেশে অনন্তকালে তোমার সিংহাসন প্রসারিত, বিশ্বভূমণ্ডলের একমাত্র অধিপতি,—প্রকৃতিরাজ্যে ও মানব-মনে তোমার ন্যায়ের শাসন, তোমার মঙ্গল-নিয়ম প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছ। তোমার নিয়মের বাহিরে একচুলও সরিবার কাহারও সাধ্য নাই—জ্বলন্ত জাগ্রত চক্ষুতে সকল আকাশ দেখিতেছ; প্রতি অণু-পরমাণুর গতি ও স্থিতি পরিচালনা করিতেছ, মানবাত্মার প্রত্যেক চিন্তা, প্রতি আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুজল গণনা করিতেছ। ইতিহাসের সোপান ধরিয়া অতীতের অন্ধকারে ঘটনা-শৃঙ্খলের আদি রহস্য খুঁজিতে যাই, যুগ-যুগান্তরের গর্ভে পৃথিবীর সকল বস্তু সকল প্রাণী অদৃশ্য হইয়া যায়, কেবল তোমার জ্যোতিই—অনির্ব্বাণ অচঞ্চল ধ্রুবজ্যোতি—প্রকাশিত থাকে। জলস্থলবায়ুময় এই

পৃথিবীর জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল অবস্থা দেখিয়াছ, কত পাহাড়ের মাটি গলিয়া ঝরিয়া সমতল হইল, কত গভীর সমুদ্রের জল ভেদ করিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বত মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তুমি তাহার সাক্ষী। আপনার জ্ঞানে, আপনার প্রেমে, আপনার আনন্দে, এই বিস্ময়কর সৃষ্টিকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া মঙ্গলভাবে অনুরঞ্জিত করিতেছ। আবার একা একা এই সুন্দর জগতকে দেখিয়া জানিয়া তৃপ্তি হইল না, তাই বুঝি তোমার মানবসন্তানগণকে তোমার জ্ঞানের একটু অংশ দিলে, তাই বুঝি তাদের প্রাণে তোমার অমৃত প্রেমের এক বিন্দু দিলে— যাহাতে আমরাও এই জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, ইহার রহস্য জানিয়া তোমার আনন্দের আস্বাদ পাই, যাহাতে তোমার সহকর্ম্মী হইয়া এই বিচিত্র জগতের বিকাশের সহায়তা করি। এজন্যই ত মানবসমাজে এত ব্যস্ততা, এত প্রতিযোগীতা, কে আগে তোমার ডাক শুনিতে পারে, কে আগে তোমার সত্য জানিতে পারে, কে আগে

তোমার অনন্তস্বরূপের কতটুকু মর্ম্মভেদ করিতে পারে। এজন্যই ত এত শিল্পবিজ্ঞান-দর্শনসাহিত্য, এত সামাজিক কল্যাণের আয়োজন,—এজন্যই ত বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা! প্রকৃতি ও মানবাত্মায় মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইব। তোমার পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ প্রেম ও পরিপূর্ণ মঙ্গলের জ্যোতি বিস্তার করিব—এজন্যই—তোমার এই বিরাট মহান্ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই—আমাদের জীবন, এজন্যই আমাদের শ্রেষ্ঠতা। হে অনন্ত, তুমি আমাদিগকে এই জীবনের, এই শ্রেষ্ঠতার যোগ্য অধিকারী কর। এই গৌরবের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া যেন আমরা তোমারই চরণে সতত আশা ভক্তি বিশ্বাস ও বিনয়ের সহিত মস্তক নত রাখি ॥২৬॥

পুরাতন বৎসর চলিয়া যায়, নূতন বৎসর আসে,—সময়ের বালুকাতটে তোমারই পদ-চিহ্ন থাকিয়া যায়। তোমারই অঙ্গুলি নানা ঘটনাপর্য্যায়ের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবন রচনা করে ও তাহাদের সমবায়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ইতিহাস গঠন করে। তুমি এক পুরাতন পুরুষ—জগতের আদি হইতে সকল বিবরণ জান, সকল অবস্থা দেখ। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-সাক্ষী পুরাণ—অজর অমর অবিনাশী, তুমি কত সমুদ্রের বক্ষ হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গকে অতি ধীরে ধীরে তুলিয়াছ. আবার কত সমৃদ্ধ জনপদকে অতি ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন করিয়াছ। কত গ্রহতারকার জন্ম ও হ্রাস-বৃদ্ধি তোমার সম্মুখে হইতেছে, মানুষের ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, সমাজ ও রাজ্যশাসন কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে তোমার খাতায় তাহা সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখা হইতেছে। শিশুকে যুবা, যুবাকে প্রৌঢ়, প্রৌঢ়কে বৃদ্ধ করিয়া পুরাতন-এর দিকে লইয়া যাইতেছ। অথচ তুমি

চিরনূতন, চিরসুন্দর, চিরআনন্দময়—প্রতি-দিন নূতন সূর্য্য আসিয়া প্রাচীন অন্ধকারকে দূর করিতেছে, আবার নূতন চন্দ্র তারকা দিনের প্রাচীনতা বিনাশ করিতেছে—পুরাতন সপ্তাহকে বিদায় দিয়া নূতন সপ্তাহ আসিতেছে —কৃষ্ণপক্ষকে তাড়াইয়া শুক্লপক্ষ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। মাস পুরাতন হইলে আবার নূতন মাস আনিতেছ, এইরূপে বৎসরের লীলা শেষ করিয়া আবার নূতন বৎসরের সৃষ্টি আরম্ভ করিতেছ। লীলাময় তোমার এই বিচিত্র অভিনয়ের মধ্যে পুনরুক্তি আছে অথচ বিরক্তি নাই। প্রতিদিন স্নান আহার নিদ্রা, কার্য্য ও বিশ্রাম একই ভাবে চলিতেছে, অথচ ইহারই মধ্যে কত স্নেহ কত ভালবাসা জীবনকে মধুময় করিতেছে—কত শান্তি, কত সান্ত্বনার ধারা বর্ষিত হইতেছে, কত নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া জগতের আনন্দকে অক্ষয় অটুট রাখিতেছে। কত ফুল ফুটে, কত তারা হাসে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিঃশেষ হয় না, কত উৎসব আমোদ, হাসি তামাসা পুনঃপুনঃ মানব-

সমাজকে সম্পদশালী করিতেছে। এত কাব্য এত নাটক এত উপন্যাস রচনা হইল, কিন্তু সংসারের ঘটনাবৈচিত্র্যের শতাংশের একাংশও প্রকাশিত হইল না ; এত ইতিহাস, এত রাজ-নীতি, এত সমাজবিজ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া ক্লান্ত হইল, কিন্তু দুর্জ্ঞেয় মানবমনের রহস্য কিছুই পরিস্ফুট হইল না—প্রতিদিন নূতন সত্য অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছে, নূতন সমস্যার উদয় হইতেছে—নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইতেছে—নূতন ঘটনার সমাবেশ হইতেছে। যখন জীবনের খেলা শেষ হইয়া যায় তখন পুরাতন মানুষকে আবার নূতন করিবার জন্য মৃত্যুর দ্বার খুলিয়া তাহাকে নূতন দেশে নূতন জীবনে লইয়া যাও—একি আশ্চর্য্য বিধান ! অনন্ত অথচ অমৃত, পুরাতন হইয়াও নূতন ॥২৭ ॥

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তুমি, অনন্তদেশে অনন্তকালে তোমার সিংহাসন অচল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বিরাট সংসার তুমি কত দিন ধরিয়া রচনা করিয়াছ তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়,—তোমার সৃষ্ট এই বিচিত্র জগতের আদি-রহস্য অন্বেষণ করিতে গিয়া মানুষের বুদ্ধি পরাস্ত হইয়াছে—কত ভূতত্ত্ববিদ, প্রত্ন-তত্ত্ববিদ, শতাব্দীর পর শতাব্দী পশ্চাতে গিয়াও আদি মানবের কুলকিনারা পাইতেছেন না—কি অসীম তোমার মহিমা দেবাদিদেব পরমেশ্বর! একটু জ্ঞানের আলোক মানুষের আত্মাতে দিয়াছ—এই আলোকের জ্যোতি-তেই আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়—তোমার অনন্ত জ্ঞানের ধারণা করিব কেমন করিয়া? বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের নিকট তুমি যেটুকু আত্মপ্রকাশ করিয়াছ তাহাতেই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। যখন ভাবি কোন্ যুগযুগান্তর পূর্ব্বে অতীতের অন্ধকারে তোমার ইচ্ছায় এই কোটি কোটি সৌরজগত অনন্ত আকাশের পথে জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পগোলকের আকারে দ্রুতবেগে ধাবিত

হইয়া গণিতের জটিল নিয়মের অধীন কক্ষচক্র-সকল রচনা করিয়াছিল, আজিও তাহারা সেই পথে সেই নিয়মে অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, যখন ভাবি কিরূপে তুমি এই জ্বলন্ত বাষ্পীয় পিণ্ডসকল হইতে ভিন্ন ভিন্ন গতিশীল গ্রহ ও স্থিতিশীল নক্ষত্রসকলের সৃজন করিয়া নিজ নিজ মণ্ডলে স্থাপন করিলে; যখন ভাবি কিরূপে এই ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্ক নিকরের তাপবিকীরণের ফলে এই জলস্থলবায়ুময় পৃথিবীসকলের উৎপত্তি হইল, আবার বহুকাল পরে ইহারা নানাজাতীয় উদ্ভিদ ও জীবজন্তুতে পূর্ণ হইল; যখন ভাবি কিরূপে নানাশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে পৃথিবীবক্ষে কোথাও সুগভীর সমুদ্র, কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, কোনস্থানে বা শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সমতল, কোন স্থানে বা নীরস বালুকাময় মরুরাজ্য—কত নদী, কত হ্রদ, কত দ্বীপ, কত-আগ্নেয়গিরি, কত উপত্যকা-অধিত্যকার সম্মিলনে এই বিচিত্র শোভার ভাণ্ডার মানুষের ক্রীড়াক্ষেত্র প্রস্তুত হইল; আবার যখন ভাবি কিরূপে নানা প্রাণিপুঞ্জের ক্রমিক বিবর্ত্তনের

ফলে এই মানবজাতির অভ্যুদয় হইয়া, জগতের উপর আত্মার ও আত্মার উপর জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে লাগিল—যখন ভাবি কিরূপে তোমার মানবসন্তান-গণের মধ্যে বিচিত্র বেশ, বিচিত্র ভাষা, বিভিন্ন আহার, বিভিন্ন আবাস, বিবিধ ধর্ম্ম, বিবিধ জাতির অভিব্যক্তি হইয়া বর্ত্তমান জগতের শিল্পবিজ্ঞান সাহিত্যদর্শনসেবিত সভ্য-তার উদয় হইল—যখন ভাবি কোটি কোটি পৃথিবীর সৃজন পালন ও প্রলয়কর্ত্তা তুমি আপনার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই অনন্ত কালব্যাপী বিরাট রহস্যময় লীলার অভিনয় করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছ, তখন হে মহান, হে অসীম জ্ঞানময় পরমেশ্বর, তখন বিস্ময়ে ভক্তিতে মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া তোমার চরণে লুণ্ঠিত হয়, তখন নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যে আত্ম-গোপন করিবারও স্থান পাই না; তখন মনে হয় মর্ত্ত্যের ধূলি, কীটাণু-কীট আমি কে যে তোমার সম্মুখে এই মলিন বেশে আসিতে সাহস পাই; তখন বলি হে

দেবতা, হে রাজাধিরাজ, তোমার

বিশ্বরূপ সম্বরণ কর, আমি যে তুচ্ছ মানুষ, আমার এমন কি ক্ষমতা, এমন কি যোগ্যতা আছে যে তোমার বিরাট সত্তার ধারণা করিতে পারি। তোমার সভাতে কত অসংখ্য চন্দ্রতপন দিব্য জ্যোতির কিরণ বিস্তার করিতেছে, আমি কিরূপে আমার ক্ষুদ্র মৃণ্ময় দেহের জীবন প্রদীপ লইয়া তোমার কাছে যাইব? তোমার মন্দিরে কত দেবতা, কত পুণ্যাত্মা সাধুভক্ত অযুতস্বরে স্তুতিগীতি বন্দনা করিতেছেন, আমি সেখানে ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর লইয়া কিরূপে উপস্থিত হইব? আজ এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে পৃথিবীর নানা-স্থানে কত গির্জ্জা কত মসজিদ কত দেবালয় হইতে ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর কাতর প্রার্থনা তোমার চরণে উত্থিত হইতেছে, প্রভো পরমেশ্বর আমিও এই মহানগরীর এক প্রান্তে নীরব নির্জ্জন কক্ষ হইতে দীন সেবকের ভক্তির উপহার পাঠাইতেছি। তোমার অপার কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই ধর্ম্মমণ্ডলী-সকলের সমবেত উপাসনায় আমার দুর্ব্বল আত্মার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য মিলাইয়া

দিতেছি,—তুমি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর।

হরি ওঁ ॥২৮॥

জ্ঞানময়, যত জানি যত শিখি ততই তোমার অসীমতা বাড়ে, ততই আমার ক্ষুদ্রতা ও অজ্ঞতার পরিমাণ বুঝিতে পারি। কি মহারহস্যময় তোমার জগৎ, ইহার প্রতি অণুপরমাণুতে কি দুর্জ্ঞেয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছ—কত শক্তি, কত গতি, কত তরঙ্গ, কত কম্পন, কত আকর্ষণ, কত বিকর্ষন, এক জড় জগতেই প্রকাশ পাইতেছে—মানুষ এই সকল নিয়ম আলোচনা করিতে গিয়া কত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—রসায়নশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, জ্যোতিবিজ্ঞান সৃষ্টি করিতেছে! আমি ইহার কিছুই জানিলাম না. যাঁহারা জানিলেন তাঁহারাও বলিতেছেন এখনও বালুকাতীরে উপল খণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছেন। তোমার জ্ঞানের সমুদ্র যেমন বিশাল তেমনি গভীর, আমরা কি বুঝিব, কি জানিব? প্রাণস্বরূপ, তোমার ইচ্ছায় ত প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর সমাবেশ হইতেছে, কত বিচিত্র তাহাদের আয়তনও আকার, কত বিচিত্র তাহাদের প্রকৃতি ও বিকাশ, প্রত্যেকের জীবন তুমি পালন করিতেছ, প্রত্যেকের জীবনে তুমি

আনন্দ দিতেছ। আমাদের জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, শরীর বিজ্ঞান তাহার কি কোন কূলকিনারা পাইতেছে? আবার মানুষের মনকে স্বাধীন করিয়া অন্য সকল প্রাণী হইতে উন্নত করিয়া তুমি জগতের কত পরিবর্ত্তন কত বৈচিত্র্যের আয়োজন করিয়াছ ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। জ্ঞানরাজ্যের নূতন নূতন বিভাগ তুমি মানুষের মনের নিকট খুলিয়া দিতেছ, মানুষ তৃষিত চাতকের মত তোমার এই জ্ঞানামৃত পান করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত না হইয়া নিজের মনেরই অগম্যতা স্বীকার করিতেছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া মানুষ আপনার অতীতের ছবি দেখিতে যায়, কত বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া তুমি অন্ধকার যুগ হইতে পশুত্ব ও বর্ব্বরতার অবস্থা হইতে, মানুষকে বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চভূমিতে লইয়া আসিয়াছ, তাহার একটু আভাস পাইয়া মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছে। সমাজকে প্রথমে পরিবার, পরে গোত্র ও বংশ, ক্রমে জাতিতে পরিবর্দ্ধিত করিয়া কিরূপে প্রথা ও

দেশাচার, আইন ও কর্ম্মবিধির শাসনের ভিতর দিয়া চৈতন্যময়বিবেক ও আত্মজ্ঞানের অধীনে আনিয়াছ—মানুষের সমাজ বিজ্ঞান, ব্যবস্থা শাস্ত্র, তাহার আলোচনা করিতেছে। মানব মনের মধ্যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার সম্মিলনে কিরূপ এক অখণ্ড আত্মবস্তুর উপলব্ধি হইতেছে তাহার বিচার করিবার জন্য মনোবিজ্ঞান, আবার মানবজীবনের লক্ষ্য কি, আমাদের চিন্তার মধ্যে সত্য মিথ্যা, কার্য্যের মধ্যে ন্যায়ান্যায়, ইচ্ছার মধ্যে শুভাশুভ, ভাবের মধ্যে সুন্দর ও কুৎসিত বিচার করিবার উপায় কি, রাজ্যশাসনের প্রণালী, বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ের আদর্শ কিরূপ, ধর্ম্মজগতে মানবাত্মার অভিব্যক্তির নিয়ম কি—ইত্যাদি প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গিয়া নীতিবিজ্ঞান, যুক্তিশাস্ত্র, সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্মবিজ্ঞান ও সর্ব্বোপরি দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এত আলোচনা, এত অধ্যয়নের পরেও তুমি যে অগম্য অপার তাহাই রহিয়া গেলে। তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারিয়া কত বৈজ্ঞানিক, কত

দার্শনিক তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন। কেহ বা তোমাকে অজ্ঞেয় বলিয়া মানুষকে তোমার অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন, কেহ বা তোমার বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তোমাকে সংসারের সকল ব্যাপার হইতে সরাইয়া যাহা নিশ্চিত, যাহা প্রামাণ্য, যাহা দৃশ্যমান, যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কেবল তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে-ছেন। হে অসীম, আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্য-গণ, ভারতের পূজনীয় ঋষিগণ এইজন্যই বলিয়াছেন, তোমাকে জানি এমন নহে, তোমাকে জানি না এমনও নহে, তোমাকে জানি অথচ জানি না এই তত্ত্ব যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে যথার্থ জানিয়া-ছেন। তাঁহারাই ত বলিয়াছেন ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এ সকলই অপরাবিদ্যা, অক্ষর তোমাকে যে বিদ্যাতে জানা যায় তাহাই পরাবিদ্যা। হে গুরু, আজ সেই ব্রহ্মবাদিগণের পদানুসরণ করিয়া তোমাকে জানিতে চাই, তুমি আমাকে সেই

জ্ঞান শিক্ষা দাও, যে জ্ঞানে তোমাকে জানা যায়; তুমি আমাকে বুঝিতে দাও যে বর্ত্তমান সভ্যতার সকল বিজ্ঞান ও সকল দর্শনের সার, সকল বিদ্যার চরম বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র সাধনীয় ॥ ২৯ ॥

সত্য দেবতা, তুমি ত সকল আকাশ-সকল কাল পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ, জড় জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে তুমি, চেতনরাজ্যের প্রতি প্রাণে তুমি, অন্তর জগতের প্রতি চিন্তায় তুমি, সকল ইন্দ্রিয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের ভিতর দিয়া তোমারই জ্ঞান প্রকাশিত করিতেছে, আমাদের স্মৃতি কল্পনা, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি তোমাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে। তুমি অসীম, অগম্য, অপার, আমরা সসীম মানুষ সংকীর্ণ জ্ঞানের ভিতর দিয়া তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আংশিক ভাবে জানিতেছি, আমাদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদের জীবনের কার্য্যকলাপ আমাদের সুখ দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট, আমাদের স্বার্থ সুবিধার মধ্য দিয়া তোমাকে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ধরিতে পারি না। আমাদের নিজের মনকেই ভালরূপে জানি না, নিজের অন্তরে কত আকাঙ্ক্ষা কত আশা, কত সংগ্রাম, কত প্রেম, কত রহস্য উঠিতেছে ডুবিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে তার তত্ত্বই সম্পূর্ণ-রূপে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের কাছে পরিষ্কার

হয় না, আর তোমাকে,—অনন্ত তোমার সত্তাকে কিরূপে বুঝিব? এই সসীমতা হই- তেই ত আমাদের এত মায়া এত মোহ, এত অজ্ঞতা, এত অবিদ্যা, এত বিরোধ এত বৈষম্য, এজন্যই ত দর্শনে বিজ্ঞানে তোমার স্বরূপ লইয়া এত দ্বন্দ্ব, এত কোলাহল। কেহ বলেন তোমাকে জানা যায় না, তুমি অজ্ঞেয়, অথচ তুমি আমাদের সকল জ্ঞানের ভিত্তি, কেহ বলেন তোমাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যেরূপে উপলব্ধি করি তুমি সেরূপই, তোমার অন্য কোন অতীন্দ্রিয় স্বরূপ নাই, কেহ বলেন জড় পদার্থেই তোমার প্রকৃত চরমসত্তা, চেতন ও প্রাণে জড়েরই বিকাশ ও পূর্ণতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকাশ পায়; কেহ বলেন মনেই তোমার যথার্থ অভিব্যক্তি যাহা কিছু জড় নামে পরিচিত তাহা বাস্তবিক মনের রূপান্তর ও ইন্দ্রিয়ের অনুভব সাপেক্ষ। কেহ বলিতেছেন তুমি এক, প্রকৃতি ও মানবাত্মা তোমার বিভিন্ন দিক; কেহ বলিতেছেন তুমি দ্বৈতভাবাপন্ন; শরীর ও মন—জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগত তোমার দুই

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রকাশ ; কেহ বলেন তুমি বহু, জড় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা—প্রত্যেকেই মূল সত্য। এই সকল তর্কবিতর্কের মধ্যে তুমি স্থির, তুমি আবাঙ্মনসগোচর, অনন্তদেহে সকল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া এক নিয়মে এক শৃঙ্খলায় চালাইতেছ, অনন্তমনে সকল চিন্তা,সকল জ্ঞান একত্রিত করিয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছ ; আমাদের আপাত বিরোধী কার্য্যসকল, দৃশ্যতঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তা সকল, ও পরস্পর বিযুক্ত প্রীতি সকল তোমার বিশ্বজীবনে মিলিত হইয়া এই বিচিত্র, সুন্দর উন্নতিশীল জগতের ইতিহাস রচনা করিতেছে, তুমি সকল আত্মার পরমাত্মা, সকল সত্যের সার সত্য ॥ ৩০ ॥

অনন্ত তোমার জ্ঞান, অনন্ত তোমার প্রেম, অনন্ত তোমার শক্তি। সকল আকাশ ব্যাপিয়া সকল কালকে আলিঙ্গন করিয়া আছ। কোটি কোটি মাইল দূরে কোথায় কোন নক্ষত্র স্থিতি করিতেছে, কোথায় কোন গ্রহ দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, তাহার তত্ত্ব তুমি রাখ, তাহাদের প্রত্যেক অণু পরমাণু তুমি শাসন কর, আবার এখানেও পৃথিবীর সকল প্রাকৃতিক ও মানবীর শক্তির মুলে তুমি। সর্ব্বত্র প্রসারিত বাহু, সর্ব্বদর্শী চক্ষু,—তুমি জগতের সকল ঘটনারমূলে,তোমার জ্ঞান প্রকৃতিতে মুদ্রিত, তোমার জ্ঞান মানবাত্মাতে জাগ্রত। অনন্তকালের প্রতি মুহূর্ত্তের ইতিহাস তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে একত্রিত করিয়া তুমি জানিতেছ, সহস্র বৎসর পরে কি হইবে তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই করিয়া রাখিতেছ। আমাদের চিন্তা কল্পনা পরাস্ত হইয়া যায়। আমরা একখানি পুস্তকের সকল কথা মনে রাখিতে পারি না, সকল চিন্তা আয়ত্ত করিতে পারি না, আর তুমি কিনা সকল শাস্ত্র, সকল জ্ঞান

তোমার মনের মধ্যে ধারণ করিতেছ, চক্ষের এক পলকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা—অতীত ও বর্ত্তমান—অধ্যয়ন করিতেছ। আমরা ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে প্রেম বিস্তার করিতে পারি না, একজনের কথা ভাবিলে হৃদয়ের কোমল তারটি করুণস্বরে বাজিয়া উঠে—অন্য দশজনের জন্য প্রাণে কোন চিন্তাই আসে না, আর তুমি কিনা সমুদয় মানবজাতিকে মায়ের সমান স্নেহে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছ, সকলের অভাবপূরণ করিতেছ—সকলকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিতেছ; তোমার প্রেমই ধন্য। তোমার শক্তির কথা ভাবিলে বিস্ময়ে নীরব হইতে হয়। কত বড় পৃথিবীগুলিকে শূন্যপথে চালাইতেছ—কত বড় পর্ব্বতগুলিকে সমুদ্রের নীচে ডুবাইতেছ! কত বড় সমুদ্রের মাঝে প্রবালদ্বীপ রচনা করিতেছ! মানুষের এই ক্ষুদ্র দেহে তুমি কি শক্তির ভাণ্ডার নিহিত করিয়াছ যাহার বলে মানুষ সকল প্রাণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছে—বন্য হস্তী ব্যাঘ্র ও সিংহকে পরাজয় করিতেছে—প্রাকৃতিক শক্তি

ও ভৌতিক উপাদানগুলিকে আপনার ইচ্ছানু-রূপ কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে। মানুষের এই ক্ষুদ্র চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তির সীমা সংকীর্ণ, কিন্তু ইহার অভাবপূরণের জন্য কত অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের সৃষ্টি করিতেছে; কর্ণের পরি-মিত শ্রবণশক্তিকে দূরদেশে বিস্তৃত করিবার জন্য কত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁর উদ্ভাবনা হইতেছে। মানুষের গমনশক্তির বাধা জন্মা-ইতেছে বলিয়া পর্ব্বতের বক্ষচ্ছেদ করিয়া দ্রুত-গামী গাড়ী চলিতেছে, সমুদ্রের তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া বাষ্পীয় জাহাজ ভাসিতেছে। এই রূপে তুমি দূরকে নিকট করিতেছ, প্রেমের মহিমায় সকল মানবজাতিকে এক করিতেছ। এক প্রাণ, এক হৃদয় তোমার সকল সন্তানকে বাঁধিতেছে, দুঃখ শোকে সুখে সম্পদে—পরস্প-রের সহানুভূতির বিকাশ করিতেছ। তোমার এই বরণীয় জ্ঞান ও প্রেম ও শক্তিকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥

তুমি সত্য, আর যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহারা তোমার সত্তায় সত্তাবান; তুমি প্রত্যেক জড় পদার্থের অণুতে ও প্রত্যেক জীব জন্তুর প্রাণে বর্ত্তমান থাকিয়া জগতের সৃজন পালন ও সংহার ক্রিয়ার বিধান করিতেছ। যেমন পাখী আপনার ডানার ভিতর ছানাকে ঢাকিয়া রাখে, তেমনি তুমি জগতের জননী হইয়া এই বিশ্বসংসারকে তোমার প্রেমে আচ্ছাদিত করিয়াছ। মাছ জলে থাকে অথচ জলের অস্তিত্ব অনুভব করে না, মানুষ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়াও বায়ুকে জানে না, তেমনি এই জলস্থল বায়ুময় জগৎ পূর্ণ করিয়া তুমি রহিয়াছ, অথচ জড়জীবচেতন কেহই তোমাকে জানে না। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে তুমি একমাত্র নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ও পশ্চাতে তোমার অতীন্দ্রিয় সত্তা; বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া ধ্যান করিলে জ্ঞানের সাহায্যে তোমাকে জানা যায়। বিজ্ঞানাত্মাতেই তুমি স্বতঃপ্রকাশিত হও। তুমি সকলের কারণ ও অনাদি পুরুষ,, তুমি সকলি

জ্ঞান, অথচ তোমাকে কেহ জানে না, তুমি সকলি দেখ, তোমাকে কেহ দেখে না। তুমি অতি পুরাণ, অথচ প্রতিদিনই নূতন। তুমি সংসার-সাগরে তরণী, সর্ব্বলোকের আশ্রয়; নির্ব্বিকল্প নিরাকার, অথচ সকল পরিবর্ত্তন ও রূপাত্মক দৃশ্যজগৎ তোমারই প্রকাশ। তুমিই আমাদের একমাত্র শরণীয়, তুমিই আমাদের একমাত্র বরণীয়। তুমি আমাদের মঙ্গল বিধাতা, ন্যায়বান্ বিচারপতি, সকল শুভ-সংকল্পে তুমি সহায় ও সিদ্ধিদাতা। তোমাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

অনন্তদেবতা, তোমার লীলা আমরা কিরূপে বুঝিব? অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তোমার আধিপত্য, কি মহান্ শক্তি, কি অসীম জ্ঞান, কি গৌরবান্বিত মহিমায় তুমি এই জগৎ-ব্যাপার চালাইতেছ, আমরা তাহার কি জানি? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ইতিহাসই আমরা ভাল করিয়া জানি না, পিপীলিকার মত বংশপরম্পরামানুষ আসে যায়—মানুষের কি সাধ্য তোমার সমগ্র ঐশ্বরিকতা উপলব্ধি করে তুমি কৃপা করিয়া একটু নিজকে প্রকাশিত করিয়াছ, তাই আমরা তোমাকে জানি। আমরা চোখে যাহা দেখি, কাণে যাহা শুনি তাহা কেবল অসংবদ্ধ, ছিন্ন-ভিন্ন, তুমি আমাদের চৈতন্যরূপে আছ বলিয়াই আমরা দেশকালের অতীত ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্য জানিতে পারি। আমাদের স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা কিরূপে বিকাশ পাইয়াছে, কিরূপে আমরা সমগ্র জগৎ, স্থায়ী আত্মা ও তাহাদের সংযোজক পরমব্রহ্ম তোমাকে ধারণা করিতে পারিতেছি, কিরূপে প্রকৃতিতে ও মানব-সমাজে নিয়মের অভিব্যক্তি ও মঙ্গলের

প্রতিষ্ঠা চলিতেছে, এ সব কথা যখন ভাবি তখন বিস্ময়ে, ভক্তিতে তোমার চরণে আপনি মস্তক অবনত হয় ॥ ৩৩ ॥ *

মঙ্গলময় পিতা, সন্তানের মঙ্গলের জন্য তুমি কত রকম বিধান করিতেছ। কোন্‌টা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয় এই জ্ঞান আমাদের মনে দিয়াছ, আবার ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়া আমাদের পাপ-পুণ্য দুইই সম্ভব করিয়াছ। আমাদের অন্তরে থাকিয়া অভ্রান্ত নৈতিক আদেশ প্রচার করিয়া অশুভ কার্য্য হইতে বিরত রাখিতেছ ও শুভকার্য্যে প্রেরণা দিতেছ। আমরা বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয়ের সহিত তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য যত সাধনা করি, ততই তুমি উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ আমাদের নিকট প্রকাশিত কর। আমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য, প্রেম বিকশিত করিবার জন্য তুমি কত ঘটনা কত অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগের জীবনকে লইয়া যাইতেছ; মানবসমাজে তোমার সত্য, ন্যায়, মঙ্গল, শান্তি, পবিত্রতার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তুমি ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে নিয়মিত করিতেছ। কত প্রথা কত আইন, কত নীতি কত ধর্ম্ম কত বিজ্ঞান কত দর্শন

তোমার মঙ্গলনিয়মকে মানবসমাজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে। আবার তুমি মহাপুরুষদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের ভিতর দিয়া তোমার আধ্যাত্মিক সত্যসকল প্রচারিত করিতেছ। তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে কোটি কোটি নরনারীকে তোমার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতেছ। জগতের সাধুভক্তগণ তোমার মঙ্গলইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার প্রীতির জন্য মানবসমাজের সেবা করিয়া উন্নত জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যের ভিতর দিয়া তোমার জ্বলন্ত সত্য নিঃসৃত হইয়াছে— তাঁহাদের প্রভাবে মানবসমাজের নীতি ও ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনে তোমার করুণাব সাক্ষ্য দিয়া তুমি আমাদিগকে আশা ও উৎসাহে বলীয়ান করিতেছ। আকাশের চন্দ্রতারাকে যেমন তুমি সৃষ্টি করিয়া তোমার জ্ঞানে তাহাদের নির্দ্দিষ্টপথে চালাইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণসাধন করিতেছ, তেমনি আমাদের আত্মাকেও তুমিই সৃষ্টি করিয়া তুমিই মঙ্গলের দিকে চালাইয়া পরিণামে পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রেম

ও আনন্দ দিবে, ইহা স্থির জানিয়া আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব ॥ ৩৪ ॥

তুমি এক, অথচ বহুধা বিভক্ত হইয়া বিচিত্র বর্ণে প্রকাশিত আছ, সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন তোমার একমেবাদ্বিতীয়ং রূপকে অন্বেষণ করিতেছে; মানুষ দ্বৈত নিয়া সন্তুষ্ট থাকে না, মানুষ সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্যের মূলে মিলনের ভিত্তি, ঐক্যের ধারা দেখিতে চায়। পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে তুমি একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয়, বিকারের পশ্চাতে তুমি নির্ব্বিকার; সময়ের পশ্চাতে তুমি সময়াতীত, ক্ষণিকের মধ্যে তুমি নিত্য, নূতনের মধ্যে তুমি পুরাতন, মৃত্যুর মধ্যে তুমি অমৃত, বিনাশের মধ্যে তুমি অবিনাশী। সকল দিকেই তুমি পরস্পর বিরোধীভাবের সমন্বয় ভূমি। তুমি ত কেবল নাম-রূপ-উপাধিহীন নিরবচ্ছিন্ন সত্তা নও, তুমি যে চৈতন্যময় পুরুষ, এ জন্যই ত সকল নাম-রূপ-উপাধি তোমাকে প্রয়োগ করা যায়। তুমি যেমন প্রাকৃতিক জগতের তাপ আলোক তাড়িতের ক্রিয়ার মধ্যে একই শক্তি, তেমনি কঠিন তরল বায়বীয়, শীত গ্রীষ্ম, আলোক অন্ধকার প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের মূলেও তোমা-

রই শক্তি, আর মনের জগতে সুখদুঃখ, আশাভয়, পাপপুণ্য প্রেমঘৃণা, এ সকলের মূলেও তোমারই মঙ্গলইচ্ছা, আমরা যে উচ্চনীচ, ভালমন্দ, ন্যায়অন্যায় ও সত্য-অসত্যের বিচার করি তাহা তোমারই প্রকাশ। কিছুই পরিত্যাজ্য নয়, কিছুই নিন্দনীয় নয়, যখন তোমার অসীমের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া দেশকালের অতীত রাজ্যে থাকি ॥ ৩৫ ॥

তুমি সত্য, বাহিরের দৃশ্যজগতে তুমি আছ, অন্তরের অদৃশ্যলোকে তুমি আছ, বাস্তবজগতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তোমাকে দেখি, আবার আদর্শজগতে আত্মার চক্ষুতে তুমি প্রকাশিত। স্বাদে গন্ধে বর্ণে গানে তাপে আলোকে আকাশে জলে তুমি আছ, আবার ন্যায় সত্য দয়াধর্ম্ম, প্রেমপুণ্য সৌন্দর্য্য আনন্দরূপে তুমি আছ। শক্তির জগতে যেমন শান্তির ক্ষেত্রেও তেমনি—নানারূপে নানাভাবে অনন্ত হইয়াই আছ। কেবল যে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রযুক্ত অসীম আকাশে তুমি অনন্ত তাহা নয়, কেবল যে স্মরণাতীত অনাদি যুগ হইতে কল্পনাতীত ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত —মানব ইতিহাসের ও প্রকৃতির বিকাশের মধ্যে তুমি অনন্ত তাহা নয়—তুমি এই মুহূর্ত্তে এই স্থানে অনন্ত হইয়া আছ—প্রত্যেক বস্তুকে পূর্ণ করিয়া, প্রত্যেক অণুপরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া, তোমার অনন্ত শক্তি বিরাজ করিতেছে ;—একটি সামান্য বালুকণার তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে কার্য্যকারণের শৃঙ্খল ধরিয়া তোমার সমুদয় সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন

করিতে হয়। এই যে আলোকের স্রোতে জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে,—যে আলোক কোন্ সুদূরের সূর্য্যলোক হইতে বাহির হইয়া কত ইথরের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া আমাদের ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহার সঙ্গে এই মুহুর্ত্তে পৃথিবীর সমুদয় জগৎ বাঁধা,—ইহা আমাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি দিয়াছে, কত বীজকে অঙ্কুর, অঙ্কুরকে ফুল, ও ফুলকে ফল করিয়াছে। তুমি আলোকের দেবতা হইয়া তাপের দেবতা হইয়া শস্যক্ষেত্রে মানুষের অন্নবস্ত্রের উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছ। আমরা যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলি তাহা ত তোমারি ইচ্ছার প্রকাশ, তোমার মঙ্গলইচ্ছার অধীনেই বায়ু বহিতেছে, অগ্নি তাপ দিতেছে, চাঁদ আলো দিতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে, বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে। তোমার ইচ্ছায়ই জড়জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা, প্রাণীজগতের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু, আমাদের দেহযন্ত্রের কাজ, খাদ্য পরিপাক, রক্তসঞ্চালন নিংশ্বাসপ্রশ্বাস ও জীবনীশক্তি চলিতেছে। আমাদের চর্ম্মচোখে দেখার মধ্যে কত ভুল ভ্রান্তি আছে,—আমাদের জ্ঞানের

চক্ষুতে যখন দেখি তখনি তোমার সত্য জানি ;—চোখে দেখি, সূর্য্য আকাশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জ্বলন্ত গোলকের মত শোভা পায়, কিন্তু জ্ঞানে জানি, ইহা পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বড় ; – চোখে দেখি এই মুহূর্ত্তে পৃথিবী স্থির নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু জ্ঞানে জানি ইহা তীরের মত শূন্যপথে অবিরাম ঘুরিতেছে,—তেমনি আমরা চোখে দেখি ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট গাড়ীঘোড়া, কলকারখানা,—কত কোলাহল, কত বিরোধ, কত দুঃখ, কত শোক, কিন্তু জ্ঞানে জানি ইহার মধ্যে তোমার সত্যশিবসুন্দররূপ প্রকাশিত। আমাদের আত্মার চোখ যখন ফুটে তখন আমরা তোমাকে নিত্যপুরাতন, শান্তদেবতা ও প্রেমময় পিতারূপে সকলের মূলে দেখিয়া বীতরাগ, বীতশোক ও নির্ভয় হই। তোমার অনন্ত ভাব যেমন প্রকৃতিতে তেমনি আমাদের আত্মাতে। মানুষের মধ্যে কি এক অনন্তের ছাপ রাখিয়া দিয়াছ, যে জন্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে মঙ্গলভাবে তোমার মত পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য কেবলি ছুটিতেছে। পশু-

পক্ষীর মত কেবল আহারনিদ্রা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, বিশ্রাম ও আরাম নিয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। স্বার্থের ও প্রয়োজনের খাতিরে ত মানুষ চলে না—তার বাহিরে আর একটা দিক আছে যাহা দেবত্বের জন্য, স্বর্গের অমৃতের জন্য তাহাকে লালায়িত করে! এজন্যই মানুষ এত জ্ঞানলিপ্সু। চোখের দেখা সংকীর্ণ কিন্তু মানুষ অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছে, টেলিগ্রাফ টেলিফো দিয়া শ্রবণশক্তি বাড়াইতেছে—আবার বাণিজ্যব্যবসায় শিল্পবিজ্ঞান ও আর্থিক সম্বন্ধে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। মানুষ জানিয়া বা না জানিয়া অনন্তের দিকে চলিতেছে, ইহাই তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গলভাবের প্রমাণ। ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তিতে আত্মার তৃপ্তি নাই। আমরা ইহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া পৌত্তলিকতার উপাসনা করিতেছি। তোমাকে পিতা বলিয়া যখন তোমার বিশ্ব-জীবনের সহিত আমাদের যোগস্বীকার করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি তখনই আমাদের চরম সার্থকতা, তুমি প্রেমময়

আনন্দময় দেবতা, তোমার সৌন্দর্য্য ও প্রেম প্রকৃতির মুক্তপ্রান্তরে, আকাশের নীলিমায় তৃণের শ্যামলতায়, ফুলের কোমলতায়, সকল গীতে গন্ধে আমরা সম্ভোগ করিতেছি; গৃহে পরিবারে বিদ্যালয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার প্রেম, নানা হাসি খেলায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে তোমার আনন্দ। তুমি এক হইয়াও বহু, পুরাতন হইয়াও চিরনূতন। একই পৃথিবী মানবসমাজের শৈশবে ও বর্ত্তমান বিংশ-শতাব্দীতে আমাদের ধারণা করিতেছে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান তার কত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, একই আকাশ আলোক বাতাস কত অর্থ কত ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছে। আমাদের বাল্যকালের পৃথিবী ও এখনকার পৃথিবীর জ্ঞানে কত প্রভেদ। প্রেমের বৈচিত্র্যে তোমার অনন্তরূপের অভিব্যক্তি ॥ ৩৬ ॥

হে অজ্ঞেয়, রহস্যময় দেবতা, তুমি কেন এত সযত্নে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতেছ? যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছে, কত ভক্ত কত ঋষি তোমার স্তুতি বন্দনা করিতেছেন, কত বৈজ্ঞানিক কত দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে তোমাকে ধরিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছেন; কত কবি কত চিত্রকর কল্পনার তুলিকায় তোমার সৌন্দর্য্যকে বাস্তবজগতে প্রকাশিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তুমি যে অগম্য অপার অনন্ত অসীম তাহাই রহিয়া গেলে। আমাদের ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ জ্ঞান, প্রেম, ও ইচ্ছা কিরূপে তোমার অসীম ভাবকে ধারণ করিবে? কত ধর্ম্মপিপাসু তোমার বিরাট মূর্ত্তির ধ্যান করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাকে ছোট করিয়া কাঠ পাথরের মধ্যে তাহাদের মনের মত ছবি দেখিতেছেন, ও স্বপ্নযোগে তোমার সুন্দর বা ভীষণরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের প্রবোধ দিতেছেন, কেহ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিকে অজ্ঞ কুসংস্কারগ্রস্ত শিশুদের খেলা ভাবিয়া ও

তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বুদ্ধিচাতু-
রীর পরিচয় দিতেছেন। তুমি এই নানা তর্ক,
নানা মতবাদের মধ্যে, আপনার মহিমায়
প্রশান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ, ও ভক্তদের
অন্তরে আপনার স্বর্গরাজ্য প্রকটিত করিয়া
সমুদয় মানবসমাজকে উন্নত করিতেছ। আর
মানুষ তোমাকে না দেখিয়াও তোমার সত্তায়
বিশ্বাস করিয়া আনন্দ পাইতেছে॥ ৩৭॥

তুমি জগতের কারণ, বিশ্বপ্রাণ, তোমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে, তোমার বিশ্বজীবনের অনুভূতির মধ্যে আকাশের চন্দ্রতারা হইতে মাটির ধূলিকণা পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তু বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তোমারই পবিত্র নিঃশ্বাস সকল জীবের শ্বাসনলীতে সমীরিত হইতেছে, তোমার প্রাণসমুদ্রই তরঙ্গিত হইয়া বিশ্বের জীবনমৃত্যুপ্রবাহ সৃজন করিতেছে। তোমার অনন্তচৈতন্য, অসীম প্রেমই মানবসমাজের সকল জ্ঞান, সকল স্নেহভালবাসা, সকল আনন্দের উৎস। আমরা যেমন তোমার সৃজনের অংশ, তেমনি তোমার স্রষ্টৃত্বের কণা পাইয়া কত শিল্পকলা, কত সাহিত্যদর্শন সৃজন করিতেছি। দৃশ্য জগতে যত ঘরবাড়ী, গাড়ীজাহাজ, অন্নবস্ত্র, সাজসরঞ্জাম দেখি, এ সকলি ত মানুষের অন্তরে যে অদৃশ্যলোক, আত্মার জগৎ রহিয়াছে তাহার প্রমাণ, আমাদের জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাই ত মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতেছে, তোমার মর্ত্ত্য-উপাদানকে আদর্শ-অনুরূপ আকার দিতেছে, ও মানব-

সমাজের কল্যাণকর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে। তেমনি প্রকৃতির মধ্যে যত কিছু পরিবর্ত্তন চলিতেছে তাহা মানবীয় শক্তির অতীত, অথচ তোমার মঙ্গল ইচ্ছারই প্রকাশ জানিয়া মানুষ সকল দুঃখে বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিতেছে, আর মানুষের মধ্যে যে সকল অতীন্দ্রিয় সত্তার পরিচয় তাহার মূলেও তোমার পরম চৈতন্যের আভাস পাইয়া ধন্য হইতেছে ॥৩৮॥ ~

তুমি পরম সত্য, জড় জগতে শক্তিরূপে, জীবজগতে প্রাণরূপে, মনোজগতে চৈতন্য-রূপে তুমি সত্য, তোমার সত্তায় আর সকলি সত্তাবান্, তোমারি সৃষ্টিতে এই বিশ্বভুবনের উৎপত্তি, তোমারই আশ্রয়ে ইহার স্থিতি। তুমি প্রজাগণের পালক হইয়া যাহার যাহা প্রয়োজন বিধান করিতেছ। তুমি আকাশে আলোকে বাতাসে জলে পর্ব্বতে সমুদ্রে বৃক্ষে তৃণে নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছ ও আমাদের জীবন পুষ্ট করিতেছ। তুমি মানবসমাজে পিতামাতার যত্নে, ভাই-ভগিনীর স্নেহে, বন্ধু ও পত্নীর প্রেমে, সকল হাসি ও আনন্দে অজস্রভাবে নিজকে ঢালিয়া দিতেছ। সমুদয় বহির্জগৎ পূর্ণ করিয়া তুমি, আমার অন্তরের অন্তরতম স্থলেও তুমি। তুমি অতীন্দ্রিয় অগম্য অপার হইয়াও আমা-দের এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দৃশ্য জগতে দেশে কালে খণ্ডিত হইয়া আমাদের নিকট ধরা দিতেছ, আমাদের আত্মাতে তোমার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছ। আমরা সসীম সান্ত হইয়াও তোমার অসীম অনন্তভাবের আভাস

পাইতেছি। তোমার জ্ঞানে গ্রহতারকা শূন্য-পথে বিধৃত হইয়া আছে, তোমার জ্ঞানে মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া পৃথিবীর ভূমি উর্ব্বরা করিতেছে, তোমার জ্ঞানে সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হইতেছে, তোমার জ্ঞানে চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র স্ফীত হওয়ায় জোয়ার ভাটার খেলা চলিতেছে, তোমার জ্ঞানে অহোরাত্র, পক্ষমাস, ঋতুসম্বৎসর পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া পৃথিবীকে বিচিত্র শোভায় সাজাইতেছে।

তোমার জ্ঞানে বনে ফুল ফুটে, গাছে ফল পাকে; তোমার জ্ঞানে আমাদের অন্নবস্ত্রের উপাদান প্রস্তুত হয়, তোমার জ্ঞানে আমাদের খাদ্যাহার সম্পন্ন হয়, তোমার জ্ঞানে আমাদের শরীরের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্য-পরিপাক ও রক্তচলাচল অজ্ঞাতসারে হইতেছে। তোমার জ্ঞানে আমাদের মনের রাজ্যে এত অনুভব বেদনা চেতনা, এত জ্ঞান প্রেম, ভাবভক্তি আশাভয় বিশ্বাসসন্দেহ, এত সুখদুঃখ, উদ্বেগঅশান্তি, এত প্রবৃত্তি-কামনা বাসনাআকাঙ্ক্ষা কি সঙ্কেতে উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে। সমুদ্রের

উত্তাল তরঙ্গ যেমন উপরিভাগকেই বিক্ষুব্ধ করে, কিন্তু তলদেশের প্রশান্ত ভাব নষ্ট করিতে পারে না, তেমনি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সকল প্রাকৃতিক অবস্থা-বিপর্য্যয় ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে তুমি শান্ত মঙ্গলরূপে বিরাজ করিতেছ। অনন্ত তোমার জ্ঞান, অনন্ত তোমার প্রেম, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার কি বুঝিবে; আমাদের ক্ষুদ্র ভাষা তাহার কি বর্ণনা করিবে! আমাদের চিন্তা কল্পনা পরাস্ত হইয়া যায়, কে তুমি হে মহান্ পরমেশ্বর! আমরা কে যে তোমার অনন্ত স্বরূপ ধ্যান করিব, আমরা কে যে তোমার অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে নিঃশেষে মর্ত্ত্য সংসারে প্রকাশ করিব? তুমি কৃপা করিয়া স্বয়ং আমাদের নিকট প্রকাশিত হও, তোমারি আলোকে তোমারি চক্ষু দিয়া তোমাকে দেখি ॥৩৯॥

তোমার মত জ্ঞানী কে? অন্তহীন তোমার শক্তি, অসীম তোমার জ্ঞান। কি আশ্চর্য্য কৌশলে গ্রহতারকাগুলিকে শূন্য-পথে ঘুরাইতেছ, কি সূক্ষ্ম গণিতের নিয়মে প্রত্যেক বস্তুর গতি, স্থিতি, সংঘাত প্রতিঘাতকে চালাইতেছ, কি মহা সতর্কতার সহিত জড়জগতে ও জীবজগতে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছ, ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির বিকাশ করিতেছ। তোমার মত এমন যাদুকর কে আছে? মাটির সঙ্গে একটি বীজের কণা মিশাইয়া কি প্রকাণ্ড গাছ, কি সুন্দর ফুল, কি সুরসাল ফল প্রস্তুত করিতেছ? কি দুর্জ্ঞেয় রাসায়ণিক প্রক্রিয়াতে মাটির ধান, মাটির ডাইল ও মাটির তরকারী আমাদের রক্তমাংসে পরিণত হইতেছে ও এই সুকোমল শরীর গঠন করিতেছে! কি আশ্চর্য্য একটি ফুল, এমন কোমল, এমন সুখ স্পর্শ! কেমন করিয়া তুমি নিঃশব্দে নিরাড়ম্বরে ইহাকে মাটি হইতে উৎপন্ন ও বিকশিত করিলে! কি সুন্দর একটি তৃণ, কি মনোহর একটি প্রজাপতির পাখা! মানুষ কত শিল্প বিজ্ঞানের বলে আজও এমন

কল তৈয়ার করিতে পারে নাই, যাহা জীব-দেহের মত, বৃক্ষলতার মত এমন সজীব, এমন কৌশল পূর্ণ, এমন কোমল, অথচ স্থায়ী ও স্বাভাবিক। আমরা ধর্মের সত্যতার জন্য একটা কিছু অলৌকিক দেখিতে চাই, কোন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাই,—হায়! অজ্ঞ মানুষ চোখ খুলিয়া দেখে না যে এই বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রতিদিন অসংখ্য যাদুখেলা, অসংখ্য মেজিক, অসংখ্য মিরাক্‌ল্ সম্পাদিত হইতেছে। মানুষের মনে যে এত হাসি এত কান্না, এত ভাব, এত ইচ্ছা, এত জ্ঞান—এ কোথা হইতে আসে? মানুষের জীবনে কি তোমার অদ্ভুত লীলা প্রতিদিন দেখি না? প্রতিদিন যে তুমি অন্ধকে চক্ষু দিতেছ, খঞ্জকে চলিবার শক্তি দিতেছ, বধিরকে শুনাইতেছ বোবাকে কথা বলাইতেছ। তোমার কৃপার স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া কত লৌহকে সোনা করিতেছ, কত পাপীকে সাধু করিতেছ, এর চেয়ে বড় মেজিক আর কি আছে? আমরা মলমূত্র বলিয়া যাহা পরিত্যাগ করি তাহার মধ্য হইতেও তুমি স্বাস্থ্যকর, সুখাদ্য সুপেয়

প্রস্তুত করিতেছ। তুমি অনন্ত, তাই অনন্ত ভাবে তোমার প্রকাশ, তাই তোমার কার্য্য-প্রণালী এমন বিচিত্র; একই ঘটনা, একই শক্তি অসংখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে—একই পথে দূষিত বর্জ্জন ও জীবনের অভিবাদন চলিতেছে ॥৪০॥

পুরুষরূপী পরমেশ্বর, আজ সমুদয় বিশ্বে তোমার চৈতন্যের অভিব্যক্তি দেখিব, আজ আর জড়শক্তি আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিবে না, আজ আর ইট পাথরের দেয়াল আমার চোখের সম্মুখে আবরণ ফেলিবে না, আজ তুমি জ্ঞানময়, ইচ্ছাময় প্রেমময় পিতা হইয়া আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছ। আকাশের বিচিত্র বর্ণ আমাদের জন্য তোমার প্রেমের দান, প্রভাতের সূর্য্যকিরণ তোমার প্রেম-মুখের হাসি, বিহঙ্গের কাকলী ও শিশুর সঙ্গীত তোমার সুমধুর ধ্বনি, মৃদুমন্দ সমীরণের প্রবাহে তোমার সুকোমল স্পর্শ। আজ গ্রহনক্ষত্র হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত, মানুষ হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তোমার প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা। প্রকৃতির সকল ঘটনায়, মানবসমাজের সকল অবস্থায়, তোমার সুদূর প্রসারিত, অনন্তজ্ঞানের ক্রিয়া, তোমার সকলজয়ী মঙ্গলের শাসন; কোথাও অজ্ঞানতা, অন্ধতা, জড়তা নাই; কোথাও ন্যায় বিধানের চুল মাত্র ব্যত্যয় নাই। আমরা যাহাকে অচেতন জড়শক্তি বলি, তাহার

মধ্যে তুমি মহাপ্রাণ, পরম চৈতন্য ; আমরা যে জগতে অমঙ্গল, অপূর্ণতা দেখি তাহা আমাদেরই অজ্ঞতা ও ইচ্ছাকৃত। মানবাত্মার জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, স্মৃতিতে, কল্পনায়, বিচিত্র-ভাবে ও বিবিধ কর্ম্মে তোমারই বিশ্বচৈতন্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের সুখদুঃখ জয়পরাজয়, উত্থানপতন, আশানিরাশা, জীবনমৃত্যুর ভিতর দিয়া তুমিই লীলা করিতেছ। আমাদের সকল আঘাত, সকল বেদনা তোমার বিশ্ব-জীবনকে আহত করে, ব্যথিত করে, আমাদের কর্ত্তব্যপালন ও মহৎ অনুষ্ঠান তোমাকে গৌরবান্বিত করে। আমাদের আনন্দ তোমাব হৃদয়ে শতগুণ আনন্দের সঞ্চার করে। মানবের ইতিহাসের সোপান ধরিয়া যতই অতীতের অন্ধকারে অগ্রসর হই, ততই দেখি যুগে যুগে তোমারি হস্তের, তোমারি অঙ্গুলির ছাপ রহিয়াছে। যেখানে সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়াছে, যেখানে নৃশংসের অবিচারে নর-শোণিত পাতিত হইয়াছে, যেখানে অন্যায় ও পশুবল ন্যায়ের উপর রাজত্ব করিয়াছে ;

যেখানে স্বাধীন মানবাত্মা বাক্যে চিন্তায় ও কর্ম্মে সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে অন্নাভাবে অনাহারে, রোগে শোকে মানব-হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে, সেখানে, হে সকল-সহা, সকলবহা বিশ্বদেবতা, তোমার জীবন ছিন্নভিন্ন মলিন হইয়াছে, তোমার কোমল হৃদয় মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তুমি সেখানে, যেখানে চাষীভাই গ্রীষ্মের প্রখর সৌরতাপ ও বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারার মধ্যে ক্ষেত্রে লাঙ্গল টানিতেছে, তুমি সেখানে, যেখানে, কুলিভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খনিতে পাথর কাটিয়া কয়লা উঠাইতেছে, মাটি কাটিয়া রাস্তা গড়িতেছে, তুমি সেখানে, যেখানে তাঁতিভাই কাপড় বুনিতেছে। তুমি কখন ছিন্ন-বস্ত্র, জীর্ণ-দেহ, পক্ককেশ ভিক্ষুকের বেশে, কখন লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, পতিতা পরিত্যক্তা, অসহায়া ব্যভিচারিণী রমণীরূপে মানবসমাজের দুঃখ বহন করিতেছ ॥২১॥

তুমি একদিকে সর্ব্বগত, সর্ব্বান্তর্যামী, নিহিতং গুহায়াং আর একদিকে সর্ব্বাতীত, অদৃশ্য, অজ্ঞাত, অতীন্দ্রিয়। তোমার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব বা তোমার রাম-কৃষ্ণরূপী অবতারের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, তুমি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি। এই মুহূর্ত্তে যদি তোমার করুণায় দিব্যচক্ষু পাই তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমার দেহরূপে, তোমাকে বিশ্বের আত্মারূপে দেখিতে পাই। চন্দ্রসূর্য্য তোমার চক্ষু, পৃথিবী তোমার পদতল, আকাশ তোমার বক্ষ, পর্ব্বত তোমার পায়ের আঙ্গুল, সমুদ্র তোমার পায়ের নখ, নদী তোমার পায়ের স্বেদকণা, বৃক্ষলতা তোমার পায়ের লোম, পশুপক্ষী তোমার পায়ের রক্তমাংস, মানুষ তোমার দেহের জীবাণু, অগ্নি তোমার দেহের তাপ, বায়ু তোমার নিঃশ্বাস, মৃত্তিকা তোমার অস্থি। সকল চক্ষুতে তুমি দেখিতেছ, সকল কাণে তুমি শুনিতেছ, সকল হস্তে তুমি গ্রহণ করিতেছ, সকল রসনায় তুমি আস্বাদন করিতেছ সকল বাক্যে তুমি অর্থ প্রকাশ

করিতেছ, সকল স্পর্শে তুমি আলিঙ্গন করিতেছ, সকল অন্তরে তুমি সাক্ষীরূপে নিয়ন্তারূপে বিদ্যমান, সকল তুমি, সকল তুমি, সকলি ত তুমি। আমি বলিতে যদি কিছু থাকে তবে তাহা তোমারই সত্তাবোধ, তোমারই নিজের স্বরূপ-অনুভূতি। আমার পাপপুণ্য তোমারই পাপপুণ্য। মানুষ নিজে যে পাপাচরণ করে, তোমার গায়ে তার মলিনতা লাগে, তোমার হৃদয়ে তাহা শতগুণে কালিমার দাগ রাখে, তোমার প্রাণে তাহা সহস্র বেদনা দেয়। মানুষ পুণ্যানুষ্ঠানে যে আনন্দ পায় তোমার চিত্তে তাহার সহস্রগুণ আনন্দ উথলিয়া উঠে। এইরূপে তুমি সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা হইয়া বিশ্বের সকল পরিবর্ত্তনের ঘাত-প্রতিঘাত সহিতেছ, মানবসমাজের সকল সুখদুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল, বিরোধ-মিলন, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখ, ও হাসি-প্রেম-উৎসব-রমণের আনন্দ তোমার চিত্তে তরঙ্গিত হইতেছে। অথচ তুমি সর্ব্বাতীত, অতিপ্রাকৃতিক ও অলৌকিকরূপে নির্লিপ্ত শান্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। সকল পরিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধে, সকল ক্ষয়ের-

পশ্চাতে সকল মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, সকল জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলের মূলে অপরিবর্ত্তনীয় অক্ষয়, অমর, অজ্ঞেয়, নির্গুণ, নিরাকার, নিরুপাধি, নিরবয়ব, অনাসক্ত, নিরাময়, অশ্রুত অদৃষ্ট, অগম্য, রহস্যময়, ভূমা, মহান্। নেতিনেতি রূপেই তুমি একমাত্র প্রকাশনীয়, "অস্তি" 'তুমি আছ' এই বাণী একমাত্র তোমার প্রমাণ। দেশকালের অতীত হইয়া তুমি দেশকালকে ধারণ করিতেছে। মানুষের আত্মা তোমার জ্যোতির একটি কণা, অথচ এই আত্মার জ্যোতিতেই মানুষ তোমার জ্যোতি দেখিতে পাবে ॥৪২॥

প্রাণারাম তুমি, তোমার প্রেম কি মধুর! যখন তোমার স্বর্গীয় প্রেমে ডুবিয়া থাকি, তখন কোন ভয়ভাবনা, দুঃখযন্ত্রণা থাকে না, তখন কি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করি! তোমার প্রেমের আলোকে যখন সংসারের দিকে তাকাই, তখন সংসার কি সুন্দর দেখায়! তোমার সহিত যুক্ত হইয়া সংসারের সকল প্রিয় ব্যক্তিকে আরো প্রিয় মনে হয়—বন্ধুগণের প্রেম আরো মিষ্ট হয়। তুমি আত্মার আনন্দ ধাম—অবিরত অজস্রধারে প্রতিনিয়ত তোমার প্রেমের স্রোত আত্মার নিভৃত অন্তঃপুরে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিতেছে। মানুষ ক্ষণিক অনিত্য সুখে মত্ত হইয়া যখন তোমাকে ছাড়িয়া যায়, তখন ক্ষণকালের জন্য নিকৃষ্ট আমোদকে প্রিয় মনে করে—কিন্তু পরক্ষণেই তোমার পবিত্র জ্যোতির প্রকাশে তাহার সকল সুখ মলিন হইয়া যায়—মানবাত্মা অনুতাপের বিষ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তোমার চরণে ছুটিয়া আসে। এইরূপে কত পাপী তোমার শীতল চরণে মাথা রাখিয়া তাপিত

প্রাণ জুড়াইয়াছে। এই রোগ, মৃত্যু, দারিদ্র্য-পূর্ণ সংসারে মানুষ কত কষ্টই না পায়, কত প্রাণপ্রিয়জন অকালে আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমাদের প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ করে, আমরা কত অভাবনীয় বিপদজালে জড়িত হইয়া এক-এক সময় পৃথিবী অন্ধকার দেখি; কিন্তু শোক-ভয়হারী তুমি, তোমার ভক্ত সন্তানগণ ত তোমার নামের জয় গাহিয়া, তোমার মঙ্গলবিধানে নির্ভর করিয়া, সকল উদ্বেগ সকল অশান্তি হইতে মুক্ত থাকেনই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তোমার করুণা! যাহারা তোমার কথা ভাবে না, তোমার নাম মুখেও লয় না, তাদের প্রাণেও তুমি সান্ত্বনা দাও, তাহারাও দুদিন পরে সকল জ্বালা ভুলিয়া যায়, আবার হাসি-মুখে সংসারের কর্ত্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করে। তুমি আনন্দময় বলিয়াই ত তোমার নাম এত মিষ্ট, তোমার নাম স্মরণ করিবা-মাত্রই ত সকল দুঃখ সকল মানসিক সংগ্রাম নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায় ॥৪৩॥

প্রভো, সংসারের সকল অনিত্যতার মধ্যে তুমি একমাত্র নিত্যবস্তু; সকল পরিবর্ত্তন সকল বিনাশের মধ্যে তুমিই কেবল অপরিবর্ত্তনীয় অবিনাশী দেবতা। কত লোকের সহিত বন্ধুত্ব হয়, দুদিন পরে তাহারা একাকী ফেলিয়া চলিয়া যায়, কত আশা কত কল্পনা দুদিন পরেই ছায়ার মতন মিলাইয়া যায়। কত সুখ, কত দুঃখ, কত সুখ্যাতি, কত অপমান, কত শোক কত বিপদ জীবনের উপর দিয়া চলিয়া যায়, এখানে শান্তির আশা কোথায়? কত আত্মীয় আজ আসে কাল চলিয়া যায়, দুদিনের আমোদপ্রমোদ, দুদিনের উৎসব, দুদিনের প্রেমোচ্ছাস, তার পরেই বিরহবিচ্ছেদ, ভুলে যাওয়া—খালি হা হুতাশ, শূন্যঘর পড়িয়াথাকে—এই চঞ্চল ঘটনা-স্রোতের মধ্যে স্থিরভূমি কোথায়? যাদের চাহিয়া তোমাকে ছাড়ি তারা ত জিজ্ঞাসাও করে না, সংসার-বৃক্ষের যে ডালে বাসা বাঁধিতে যাই সেই ডালই ত ভাঙ্গিয়া পড়ে—এই মৃত্যু-মায়াময় সংসারের কোথাও ত কূল-কিনারা পাই না। হে নিত্য, হে সত্য, হে

সারাৎসার, হে অমৃত, এজন্যই ত আমরা তোমাকে আশ্রয় করি, তোমার সত্তার মধ্যে যে আমাদের সকল হারান ধন পাই, তোমার অমৃত ক্রোড়ে যে আমরা সকল ভুলে যাওয়া প্রিয়জনের সহিত মিলিত হই— তুমি যে আমাদের স্থিরভূমি, তুমি যে আমাদের ধ্রুবজ্যোতি, তোমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকল বিপদে আমরা জীবনতরী নিরাপদে চালাইতে পারি; কোন ঝড়-তুফান আমাদের ডুবাইতে পারে না। তোমার উপরে দাড়াইয়া আমরা সকল ভয়ভাবনা, বিরহবিচ্ছেদ, শোকদুঃখ জয় করিতে পারি। তুমি আমাদের শান্তিদাতা, ভয়ত্রাতা, উদ্ধারকর্ত্তা। সংসারের পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া তোমার চরণে আসিয়া হৃদয় শীতল করি। বিষয়বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া তোমার নাম-সুধা-পানে তৃপ্ত হই। তুমি দেশকালের অতীত থাকিয়া আমাদের দূরকে নিকট করিতেছ, অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের জীবন্ত বক্ষে একত্র করিতেছ। তুমি অনন্ত বলিয়াই আমাদের সকল আশা

সকল আকাঙ্ক্ষা তোমাতে গিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিতেছে। এখানে যাহা অপূর্ণ, অতৃপ্ত অসম্পন্ন রহিয়া গেল, তাহাকে পূর্ণতা দিবার জন্য তুমি আমাদিগকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করিয়াছ। প্রভো, তোমার নিত্য সত্তা হইতে যেন আমরা দূরে না যাই। তোমার মঙ্গলরূপ ভুলিয়া যেন দুঃখসাগরে না ভাসি ॥ ৪৪ ॥

অগম্য অপার তুমি, তোমার কি বুঝিব? তুমি একটু ক্ষীণ আলোকের মত জ্ঞান দিয়াছ, তাই একটু তোমাকে জানি—অথচ তোমার যে অনন্ত স্বরূপ জানি না। তাহার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া কত যুগ ধরিয়া তোমাকে খুঁজিতেছি। তোমাকে আমাদের জীবনের প্রতি-ঘটনায় প্রতিমুহূর্ত্তে পাইতেছি—তুমি না হইলে আমাদের কিছুই থাকে না, আমাদের প্রাণমন সকলি তুমি, সকল আনন্দ সকল মঙ্গল তোমার দান, তুমি নিঃশেষে আপনাকে আমাদের নিকট ধরা দিতেছ; অথচ তোমাকে চাই, অথচ তোমাকে পাই নাই বলিয়াই আমাদের যত অভাব যত মলিনতা, যত দৈন্য যত অতৃপ্তি! একি রহস্য তোমার? হে ভূমা, হে বাক্যমনের অতীত পুরুষ, তোমাকে জানি অথচ জানি না, তোমাকে পাই অথচ পাই না। তুমি প্রতিজনের চোখে চোখে রহিয়াছ, অথচ চোখে তোমাকে দেখি না, হৃদয়ে হৃদয়ে রহিয়াছ অথচ হৃদয়ে তোমাকে পাই না। আমরা কবে তোমাকে

এমন ভাবে জানিব, যে জানার পরে আর আমাদের অপূর্ণতা থাকিবে না? আমরা কবে তোমাকে এমন ভাবে পাইব, যে আর আমাদের কোন কিছুর অভাব থাকিবে না? যে ভাবে তোমার ভক্ত মহাজনগণ, জগতের ধর্ম্মপ্রচারকগণ তোমাকে পাইয়াছিলেন, যে ভাবে বুদ্ধ, যিশু, নিমাই, নানক, তোমাকে ধরিয়াছিলেন—আমরা তোমাকে সে ভাবে পাইতে চাই, সেরূপে ধরিতে চাই। তুমি আমাদের শক্তিদাও, প্রেরণা দাও—তুমি আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হও—নূতন সত্য লইয়া, নূতন প্রেম লইয়া, নূতন আনন্দ লইয়া তুমি প্রাণে এস। আমরা তোমারই আদেশ শিরে ধরিয়া তোমারই আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইয়া তোমার পুত্রকন্যাগণের সেবা করিতে চাই। তুমি আমাদের সকল দৈন্য সকল অশুচি তোমার কৃপার স্রোতে ভাসাইয়া নেও। তোমার পরিপূর্ণতার মধ্যে ডুবিয়া আমরা স্বর্গীয় অমৃ প্রাণনার অধিকারী হইব। তুমি আমাদিগকে অনন্তের উপাসনা শিখাইয়াছ, অনন্তের ধারণা

করিবার জন্য ডাকিয়াছ, আর আমরা সান্তে তৃপ্ত হইতে পারি না—আমাদিগকে অসীম জ্ঞান, অফুরন্ত প্রেম, অনাবিল আকাঙ্ক্ষা দিয়া তোমার অনন্ত ভাবের সহিত এক করিতে হইবে। আমাদের এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার জন্য যত দুঃখ, যত আঘাত, যত ত্যাগ, যত বৈরাগ্য সহিতে হয় তাহা অম্লান মুখে সহিতে প্রস্তুত আছি। তুমি এই দণ্ড বিধান কর—আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক—আমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া অনন্ত জীবনের অক্ষয় আনন্দ কিনিয়া লইব।। ৪৫ ।।

হে অনন্ত আমরা তোমার সহিত মিলিত হইব এজন্যই ত আমাদের ঊর্দ্ধমুখীন দৃষ্টি, এজন্যই ত আমাদের ঊর্দ্ধপ্রসারিত হস্ত, এজন্যই ত আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও মহৎ কল্পনা। আমরা সান্ত হইয়াও অনন্ত তোমার সহিত যুক্ত, ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্ তোমার ভাবে অনুপ্রাণিত; আমরা যাহা জানি, যাহা বুঝি, যাহা ধরি, যাহা পাই, তাহা সসীম, তাহা ক্ষুদ্র, কিন্তু যাহা জানিতে চাই, যাহা বুঝিতে চাই, যাহা ধরিতে চাই, যাহা পাইতে চাই, তাহা ত অসীম, তাহা ত মহান্। আমাদের প্রেম সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে; কিন্তু আমাদের হৃদয় ত আদর্শ জগতের, উদার নীলাম্বরের তলে সমুদয় জীবে প্রসারিত হইতেছে। সেখানে ত আমরা বিশ্ব-প্রেমিক, সমুদয় মানবজাতিতে, সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে তোমার অধিষ্ঠান দেখিয়া, তোমার প্রীতিতে বিশ্ব-ভুবনকে আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল। আমাদের জীবন কলুষিত, আমাদের বাক্য চিন্তা ও কার্য্য নিতান্তই সীমাবদ্ধ, পঙ্গুর মত বিকল,

কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা ত তোমার দিকে; আমাদের ইচ্ছা ত প্রার্থনা ও উপাসনার মুহূর্ত্তে তোমারই মঙ্গলজ্যোতিতে আলোকিত হয়। আমরা সান্ত অথচ অনন্ত, ক্ষুদ্র অথচ মহান্, অজ্ঞ অথচ ভবিষ্যতে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী আমরা অপ্রেমিক অথচ বিশ্বজনীন মৈত্রীর বীজ হৃদয়ে ধারণ করি, আমরা পাপী অথচ পবিত্রতাপিপাসু, দুর্ব্বল অথচ সকল প্রকার শুভানুষ্ঠানের আন্তরিক সহায় ও সহ মর্ম্মী। কি রহস্যময় এই মানবজীবন! আমরা সকল সুখদুঃখে চঞ্চল হইতেছি, অথচ আত্মার নিভৃত স্থলে অবিরাম শান্তির ধারা প্রবাহিত; নিজের ত্রুটিদোষ, অভাব ও অপূর্ণতার জন্য কাঁদি, অথচ নির্ম্মল সুন্দর, অজর-অক্ষয় তোমার সহিত পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করি। তুমি অনন্ত বলিয়াই ত আমরা যত তোমাকে জানি, তত জানি না, যত তোমাকে পাই, ততই আরো যাচি, এজন্যই ত আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না, আত্মার ক্রন্দন থামে না। আমাদের ক্রন্দন ত কেবল পাপের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের জন্য নয়, আমাদের ক্রন্দন ত কেবল ভুলভ্রান্তির অপমান-বহনের, জন্য নয়, আমাদের ক্রন্দন ত কেবল অপ্রেম ও বিদ্বেষের তাড়নার জন্য নয়, ইহার মূল যে তোমার সিংহাসনের সহিত জড়িত; তুমি অনন্ত পুণ্য, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের জন্য আমাদের প্রলুব্ধ করিতেছে, তোমার দেবত্ব, তোমার ঐশ্বর্য্যই আমাদের কামনার বস্তু, ইহা লাভ না করিলে আমাদের স্থায়ী শান্তি, নিত্য সুখ নাই ॥৪৬॥

সুন্দর দেবতা, তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য কি পর্ব্বতের নিম্নে বা সমুদ্রের পারে দাঁড়াইতে হইবে? তুমি কি কেবল বসন্তের নূতন পল্লবে, সুবাসিত পুষ্পে ও শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রেই তোমার সৌন্দর্য্যকে আবদ্ধ রাখিয়াছ? তোমার সুমধুর রাগিনী শুনিবার জন্য কি তরুলতার আড়ালে বা উদ্যানের নিকুঞ্জে বসিয়া বিহঙ্গের কলধ্বনির অপেক্ষা করিতে হয়? তোমার অমৃত পান করিবার জন্য কি কেবল পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণ সম্ভোগ করিতে হয়? কেবল কি প্রকৃতিতেই তুমি জীবন্ত হইয়া তোমার সকল সম্পদ প্রকাশ করিতেছ? তা ত নয়, তোমার দেখা পাইবার জন্য যদি প্রাকৃতিক জগতের উপরই নির্ভর করিতে হইত, তাহলে ত আমরা সহরবাসী, সামাজিক জীবসকল রুদ্ধশ্বাস হইয়া পিপাসায় মৃতপ্রাণ হইতাম। তুমি অনন্ত প্রেমময় পিতা, তাই সকল সন্তানের জন্যই সকল স্থানে সকল অবস্থায়ই আপনাকে প্রকাশ করিতেছ। ভক্তের ভগবান্, ভক্তিভরে যে তোমাকে ডাকে, তোমাকে দেখিবার জন্য

যে ব্যাকুল হয়, তাহার প্রাণেই তুমি অবতীর্ণ হও। বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে না ঘুরিয়া কেবল অন্তরেই সত্যশিবসুন্দরস্বরূপ ধ্যান করিতে পারা যায়। তোমার প্রতি যার ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সে ত পাহাড়েপর্ব্বতে নদী-সমুদ্রে, গ্রহনক্ষত্রে, আকাশে আলোকে কেবল জড়শক্তিই দেখে—চৈতন্যময় ঐশী সৌন্দর্য্য ত তাহার কাছে প্রকাশিত হয় না। তুমি ত যুগে যুগে মহাপুরুষদের মুখে এই সত্য প্রচার করিলে, যে অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়া, অনেক যাগযজ্ঞ করিয়া, বা অনেক মেধার সাহায্যেও তোমাকে পাওয়া যায় না, তোমার করুণায় তুমি যাঁহাকে বরণ কর কেবল তিনিই তোমাকে দেখিতে পান। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মধ্যে এমন মহাত্মাদের পাঠাইয়াছ যাঁহারা তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তোমার অতীন্দ্রিয়রূপে মুগ্ধ হইয়া সংসারের সকল আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন—যেমন প্রকৃতিতে তেমনি মানবসমাজেও তোমার সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন ॥৪৭॥

তুমি যে কেবল বাস্তবজগতেই সত্য হইয়া আছ তাহা নয়, যাহা আদর্শ, যাহা অতীন্দ্রিয় তাহার মধ্যেও তুমিই সত্য। তুমি আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে নূতন সত্য প্রেরণ করিতেছ, যাহাতে আমরা এই ক্ষুদ্র সসীম বর্ত্তমানকে ছাড়াইয়া এক মহান্ অসীম ভবিষ্যৎ রাজ্যে উঠিতে পারি। এজন্যই ত আমাদের নিজ অবস্থায় অতৃপ্তি—এজন্যই ত যত জানি ততই অজ্ঞতা বাড়ে, যত ভালবাসি তত প্রেমের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, এজন্যই ত আমাদের দুঃখ, নিরাশা, ক্রন্দন। আমাদের ভিতর থেকে তুমি সর্ব্বদা বলিতেছ "ওরে উঠ, জাগ, বরণীয় গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ কর"—তুমি আমাদের প্রতি অবস্থায় ও ঘটনায় বুঝাইয়া দিতেছ যে আর একটা জগৎ আছে যেখানে আমাদের যাইতে হইবে, আর একটা সুখ আছে যাহা আমাদের পাইতে হইবে। সেই জগৎ আমাদেরই আত্মাতে, সেই সুখ আমাদেরই সাধনের আয়ত্ত। যেমন প্রত্যেক মানুষের মনের ভিতর একটা স্বর্গরাজ্যের ছবি দিয়াছ—তার নিজের

জীবনের আদর্শটি প্রকাশিত করিতেছ, এবং বিবেকের ভিতর দিয়া এটা উচিত, ওটা অনুচিত, এটা ন্যায়, ওটা অন্যায়, এটা ধর্ম্ম, ওটা অধর্ম্ম, ইত্যাদি বলিয়া পুণ্যের দিকে, কল্যাণের দিকে প্রেরণা দিতেছ ও পাপ অমঙ্গল হইতে নিরস্ত করিতেছ, তেমনি মানবসমাজের একটা আদর্শছবি তুমি যুগে যুগে মহাপুরুষদের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধর, তাঁহারা সেই স্বর্গরাজ্যের দিকে সকল নরনারীকে প্রলুব্ধ করেন, এইরূপে কত ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হয়—যেখানে কত ভগ্ন হৃদয়, তাপিত প্রাণ জুড়ায়, যেখানে নিরাশায় ম্রিয়মান হইয়া মানুষ আশা পায়—যেখানে সংসারের সংগ্রাম ও অশান্তি ভুলিয়া মানুষ শান্তি পায়—যেখানে মৃত্যু ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, রোগ ও দারিদ্র্যের কঠোরতা তোমার অমৃতপানে উপশম হয়। এই স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, এত ভিন্ন ভিন্ন শাসনতন্ত্র, ব্যবস্থা ও রাজনীতি—সকলেরই এক উদ্দেশ্য—মানব সমাজের সকল অমঙ্গল দূষিত ভাব, দূর করিয়া মঙ্গল ভাবও পবিত্রতার

হাওয়া মুক্ত রাখা, তোমার মানবসন্তানগণের শান্তি ও আনন্দ বিধান করিয়া, পরস্পর বিমল প্রেমের বিকাশ করিয়া সকলে ভাই ভাই হওয়া। কি মহান্ আদর্শ আমাদের সম্মুখে, তুমি আমাদের পিতা, আমরা সকলে তোমারই সন্তান। তোমারই প্রেম-পরিবার গঠন করিব, তোমার ঘরেই বাস করিব, তোমার জয়গান করিব, কোন বিরোধ বা দলাদলি থাকিবে না—জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম দূর হইয়া যাইবে, ধর্ম্ম এক, মানব-জাতি এক; কারণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা তুমি মহান্ পরমেশ্বর এক। আমাদের সকলকে এই সত্যে অনুপ্রাণিত কর। যেখানে যত ধর্ম্মমণ্ডলী আছেন সকলকে তুমি এই নূতন ধর্ম্মবিধানের প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত কর। আমরা ব্যক্তিগত সুখস্বার্থ তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া তোমার এই বিশ্বজনীন প্রেমের রাজ্যের প্রজা হইব—তোমার সন্তানগণের সেবা করিয়া আমাদের জীবন ধন্য করিব,—তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর ॥৪৮॥

তুমি সত্য, তুমি জ্ঞানময় গুরু, তুমি জগতের আদি কারণ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর, এই চিন্তাতে আমাদের প্রাণে তেমন সাড়া পাই না, কিন্তু তুমি অতুল আনন্দ শান্তি অমৃতের প্রস্রবণ, তুমি পরমসুন্দর, তুমি মঙ্গলময়, করুণাময়, আমাদের প্রেমময় পিতা, একথা যখন ভাবি তখন বুক কত উচু হইয়া উঠে, তখন মনে কত বল পাই, তখন তোমার চরণ আলিঙ্গন করিয়া শান্তি পাই, আশা পাই, উৎসাহ পাই। তুমি আমাদের পিতা—কি আশার কথা, কি সৌভাগ্যের কথা; তবে আর আমাদের ভয় কি? তবে আর আমাদের চিন্তা কি? তুমিই আমাদের সকল উদ্বেগ অশান্তি দূর করিবে। আমাদের পাপের যন্ত্রণা হইতে তুমিই উদ্ধার করিবে। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয় তুমিই ত তাহার বিধান করিবে। তুমি যেমন আমাদের ভালবাস, এমন আর ভাল বাসিতে পারে কে? তুমি অন্ধকারে আলো দেখাও, বিপদে অভয়বাণী শুনাও। আমরা আর কাহার পানে চাহিব, আমরা আর কাহার

আশ্রয় লইব? সকল অবস্থায় সকল দেশে সকল কালে তুমিই আমাদের প্রেমময় পিতা, তুমি শান্তি দিবে, আনন্দ দিবে, তোমার স্নেহের অমৃতে আমাদিগকে শীতল করিবে। আমরা সকল ভাই ভগিনী মিলিয়া আশা ভক্তি বিশ্বাস বিনয়ের সহিত তোমারই চরণে কর-যোড়ে বার বার প্রণিপাত করি। পিতা, পিতা, পিতা, তুমি আমাদিগকে ভুলিও না, আমরাও যেন তোমাকে না ভুলি॥ ৪৯॥

শান্ত দেবতা, কোন শোক, কোন বিকার, কোন ক্ষয়, কোন বিনাশ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সংসারের পাপ তাপ দুঃখ যন্ত্রণা রোগ মৃত্যু হইতে উর্দ্ধে অনির্ব্বাণ অচঞ্চল ধ্রুবতারা হইয়া তুমি বর্ত্তমান।— আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া জগৎ রচনা করিতেছ, আপনার আনন্দে আপনি সৃষ্টি রক্ষা করিতেছ। অমৃত পুরুষ তুমি, মৃত্যুর পরপারে জ্যোতির্ম্ময় লোকে, ইন্দ্রিয়ের অতীত আধ্যাত্মলোকে তোমার মন্দির। তোমার ভক্ত সন্তানগণও দেবতাগণ সেখানে অনন্তকাল তোমার স্তুতি বন্দনা করেন। তোমাকে দেখিতে হইলে আমাদের সংসারে মরিয়া তোমার নিত্যধামে নূতন জীবন লাভ করিতে হয়, সকল কামনা ও বাসনা সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যকে দমনে রাখিয়া তোমার সেবা-মূলক ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হয়। তুমি আমাদের আত্মার নিভৃত অন্তঃপুরে থাকিয়া আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দিতেছ, সাধু সংকল্পে উৎসাহ ও কল্যাণের পথে প্রেরণা দিতেছ। মঙ্গল বিধানে প্রকৃতির ও সমাজের সকল

ঘটনা নিয়মিত করিয়া মানবাত্মার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার বিকাশসাধনের অনুকূল অবস্থার দিকে লইয়া যাইতেছে। যেমন আদিতে তুমি ছিলে, অন্তিমেও তেমনি তুমিই থাকিবে। লীলারসে মত্ত হইয়া এই বিশ্বব্যাপারে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর আদর্শ অভিব্যক্ত করিতেছ, তুমিই ধন্য ॥৫০॥

অন্তরযামী, তুমি অন্তরে থাকিয়া সকলি দেখিতেছ। জীবনের কোন্ পত্রে কোন্ কাল দাগ আছে, কোন পত্রে কোন উজ্জ্বল রেখা আছে তাহা তুমি জানিতেছ। কত কষ্ট কত যন্ত্রণা, কত নিরাশা কত উদ্বেগ, কত বিরহ, কত শোক, কত পাপ, কত ব্যাধি অন্তরকে দগ্ধ করিয়াছে, তুমি তাহার হিসাব রাখিতেছ। আমাদের প্রত্যেক অপরাধের জন্য তুমি স্থায়ের তুলাদণ্ডে মাপিয়া যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করিতেছ। অথচ প্রেমের, আনন্দের, পুণ্যের, হাওয়াতে আমাদের জীবনকে ধৌত করিয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছ। তুমি আমাদের পরিত্রাণের জন্য কেবল যে অন্তরে বিবেকবাণী ও স্বর্গরাজ্যের আদর্শ প্রকাশ করিতেছ তাহা নয়, এই মাটির পৃথিবীতে আমাদের শৈশবের খেলাধূলার মধ্যে, বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মধ্যে, পরিবারের গুরুজনের মধ্যে, যৌবনের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মধ্যে তুমি আপনাকে প্রকাশ করিতেছ। তুমি প্রতিদিন প্রকৃতিতে ও মানবসমাজে অবতীর্ণ হইতেছ। তোমার

করুণার পরিচয় একমুখে কত বর্ণনা করিব ॥৫১॥

ভগবান, জীবনের রঙ্গমঞ্চে কত লীলারই অভিনয় করাইলে! কত পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে, তোমার মহান্ বিরাট সত্তার ধ্যান করাইলে! কত স্নেহ, প্রীতি, বন্ধুত্ব, দয়ার অমৃতরসে হৃদয়কে অভিষিক্ত করাইলে! কত উৎসব কত অনুষ্ঠানের পুণ্যআনন্দে সংসারকে স্বর্গ বলিয়া অনুভব করাইলে! কত ভাবের উচ্ছ্বাসে স্নাত হইয়া ভাবিয়াছিলাম এরূপ অবস্থা বুঝি চিরকালই থাকিবে, কত প্রিয়-জনের আলিঙ্গনে স্বর্গসুখ লাভ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, এই মিলন বুঝি চিরস্থায়ী হইবে; কতবার আকাশের গ্রহনক্ষত্রে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, সূর্য্যের কিরণে, পশ্চিম গগনের সান্ধ্য রক্তিম ছটায়, বসন্তের পত্রে পুষ্পে, নরনারীর প্রেম লীলায়, বালক-বালিকার সরল হাস্যে, তোমার অযাচিত আশীর্ব্বাদ সম্ভোগ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, আনন্দেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লয়, আনন্দই সৃষ্টির মূল কেন্দ্র; আমার জীবনও বুঝি অনন্তকাল এই

আনন্দের রাগিনীতে সুর মিলাইয়া তোমার অমৃতধামের দিকে চলিবে। আজ কেন মনে হইতেছে জীবনের প্রভাত ও মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অপরাহ্নের নীরবতা যেন সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ করিয়া দিতেছে! কি যেন এক সন্ধ্যার কাল-ছায়া আগন্তুক মৃত্যুদেবতার শুভাগমন ঘোষণা করিয়া মনকে উদাস গম্ভীর করিয়া দিতেছে ॥৫২॥

আমরা স্বীকার করি আর না করি, তুমি আমাদের প্রেমময় পিতা হইয়া আমাদের পালন করিতেছ। 'তুমি আছ' এ কথা বিশ্বাস করি আর না করি আমাদের জীবন তোমার করুণার জলন্ত সাক্ষী হইয়া আমাদের অবিশ্বাসকে লজ্জা দিতেছে। জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নানাকর্ম্মে কোলাহলে ব্যস্ত থাকিয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকি, কিন্তু তুমি ত আমাদের জন্য অবিশ্রাম সকল আবশ্যকীয় উপাদান বিধান করিতেছ। আমাদের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু প্রত্যেক নিঃশ্বাসবায়ু তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। তুমি প্রাণরূপী দেবতা তাই বিশ্বময় প্রাণের তরঙ্গ উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। তুমি একবিন্দু জলে অসংখ্য কীটাণু ধারণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের আহার যোগাইতেছ, তাহাদের শরীরের কোথায় কোন্ যন্ত্রটি আছে তাহা জানিতেছ। সৃষ্টির আদি হইতে তুমি আপনার জ্ঞানে এই ব্রহ্মাণ্ডকে গড়িয়া তুলিতেছ, জলস্থলবায়ুময় পৃথিবীকে তুমি জীবজন্তুর বাসের উপযোগী করিয়াছ,

কত সাগর, কত পর্ব্বত, কত উপত্যকা-অধিত্যকা, অরণ্য মরুভূমি হ্রদ নদীতে পৃথিবীর বক্ষকে সুশোভিত করিয়াছ—মানুষের অন্নবস্ত্র আবাস তুমিই যোগাইতেছে।

প্রকৃতিতে তোমার মঙ্গলনিয়ম স্থাপন করিয়াছ, প্রকৃতি শস্যপূর্ণা হইয়া ফলফুলে সম্পদশালী হইয়া মানুষের সকল অভাব পূরণ করিতেছে। কত মানুষ আসে যায়, কিন্তু তোমার অক্ষয়ভাণ্ডার সকল জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় যোগাইয়াও শেষ হয় না। তুমি এমন প্রেমময়, এমন সুন্দর,এমন আনন্দময়—আমাদের নিকটেই রহিয়াছ, আমাদের ভয় কি ? তুমি সঙ্গে আছ, আমাদের কোন মৃত্যু বিপদ বিচলিত করিতে পারিবে না, কারণ তুমি অন্তরে আছ। আমরা যেখানে যত কিছু ভালবাসা আনন্দ পাইয়াছি, তাহার মধ্যে তুমি আছ, সকল জয়, আশা, বল, উৎসাহ-সাহস তোমার নিকট হইতেই আসিয়াছে। তুমি অমৃতের উৎস। তোমার হাতের মহাদান-রূপে আমরা এই জীবনকে গ্রহণ করিব। যাহার কেহ নাই, যে নিতান্ত অসহায় নিরাশ্রয়

সকলে যাহাকে অবজ্ঞা অনাদর উপেক্ষা অবহেলা করে তার জন্য তুমি আছ। আমরা যখন নিজের দিকে চাই তখন ক্ষুদ্রতা ঢাকিবার স্থান পাই না। কিন্তু তোমার প্রেমে আমরা মহীয়ান্ ॥৫৩॥

আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার উপর নির্ভর করিতেছি। পাখী যেমন হাওয়ার জোরেই আকাশে উড়ে, অথচ হাওয়া কি বস্তু জানে না, মাছ যেমন জলে থাকে, অথচ জলের প্রকৃতি জানে না, আমরাও তেমনি তোমার মধ্যেই আছি, তোমার মধ্যেই জন্মি, তোমার মধ্যেই বাঁচি, তোমার মধ্যেই বৃদ্ধি পাই, তোমার মধ্যেই লয় পাই, অথচ তুমি কেমন জানি না। তুমি প্রাণরূপে আমাদের বায়ু চালনা, রক্ত চালনা, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পরিপাক করিয়া দেহ মনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান কর, তুমি চৈতন্যরূপে মনের সকল শক্তি চালনা কর, স্মৃতি বুদ্ধি কল্পনা চিন্তা ধ্যান তোমারই দয়ায় সম্ভব হইতেছে, আবার নিশার অন্ধকারে নিদ্রার আবরণ টানিয়া তুমি আমাদের চেতনাকে তোমার মধ্যে সংবৃত কর। তুমিই আমাদের সম্বল, তুমি আছ, তাই আমরা আছি। তুমি বিবেকের মধ্যে তোমার আদেশবাণী প্রকাশিত করিয়া তোমার জ্বলন্ত জাগ্রত চক্ষুর, তোমার চিরবর্ত্তমানতার অব্যর্থ প্রমাণ দিতেছ ॥৫৪॥

তুমি কাঙ্গালের ধন, তুমি ত ভোগের সামগ্রী নও, বিলাসীর উপকরণ 'নও। তোমাকে দেখিতে হইলে সমাজের নিম্নস্তরে, অর্থহীন অন্নহীন ভাইবোনদের কাছে যাইতে হয়। রোগী যেখানে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, পুত্রহীনা জননী যেখানে শোকে বিলাপ করিতেছে; সেখানে তুমি সান্ত্বনারূপে করুণা-রূপে অমৃত বর্ষণ করিতেছ। যার কেহ নাই তার তুমি আছ, যার ঘর নাই, তারও আশ্রয় তুমি, যার অন্নবস্ত্র নাই তার জন্য তোমার হৃদয় ব্যথিত। এই বিশ্বজগতের জননী তুমি, সকলসহা, সকলবহা, বিশ্বের যত দুঃখ যত দৈন্য, যত আর্ত্তনাদ, যত ক্রন্দন, যত অনুতাপ যত উদ্বেগ, যত দীর্ঘ নিঃশ্বাস, যত অশান্তি তোমার জীবনকে আঘাত করিতেছে—ইহাই ত তোমার মাতৃস্নেহের গৌরব। ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়া যদি কেবল হাসি, গান, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, ও স্বচ্ছলতার মধ্যেই তোমার সিংহাসন থাকিত, তবে ত লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগ্য সন্তান তোমা হইতে দূরে থাকিত ॥৫৫॥

—— ——

তুমি একমাত্র সত্য—জড়জগতের অণু-পরমাণুতে, প্রাণী জগতের জন্মমৃত্যুর মধ্যে তুমি সত্য। চৈতন্যস্বরূপ, তোমার জ্যোতিতে সূর্য্য আলো দেয়; আমাদের মনের অন্ধকার দূর হয়। অনন্ত তোমার শক্তি, অসীম তোমার জ্ঞান, অফুরন্ত তোমার প্রেম, অপরাজিত তোমার সহিষ্ণুতা। তোমার সৌন্দর্য্য আকাশের নানাবর্ণে পত্রপুষ্পের বৈচিত্র্যে, পর্ব্বতসমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে, মাসপক্ষঋতু-পর্য্যায়ে প্রকাশিত। তোমার আনন্দ পাখীর গানে, ময়ূরের নাচে, মানবসমাজের হাসি-আমোদে উৎসারিত হইতেছে। আমাদের অন্তরে তুমি মঙ্গলরূপে বিরাজ করিতেছ, ন্যায়ের আদর্শ প্রেরণ করিতেছ, জ্ঞানরূপে, চৈতন্যরূপে প্রকৃতির নিয়ম উদ্ঘাটিত করিয়া তোমার গুপ্তশক্তির সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিতেছ। এই বিচিত্র রহস্যময় জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, প্রত্যক্ষ মৃত্যু রোগ শোক ও দুর্ঘটনার বিভীষিকা সত্ত্বেও আমরা তোমাকে পিতা বলিয়া জানিতেছি, ইহা আমাদের কত বড় সৌভাগ্য! জীবনে

তোমার এই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া
তোমার চরণে নমস্কার করি ॥ ৫৬ ॥

সংসারের সকল সুখদুঃখ হাসিকান্না জীবন-মৃত্যু লইয়া তোমার একি খেলা, ভগবান্! কত নগরকে শ্মশানে পরিণত করিতেছ, অরণ্যকে উদ্যান করিতেছ, মরুভূমিকে শস্য-শ্যামল করিতেছ, আবার সোণার সংসার পুড়িয়া ছাই করিতেছ। কত নির্দ্দোষ হত-ভাগ্য অন্যায়বিচারে দণ্ডিত হইতেছে, কত কোমলমতি বালিকা পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুর্বৃত্তের আমোদের উপকরণ হইতেছে, কত প্রেমিকার স্বর্গের ছবি নিরাশার কালিমায় ধূমাচ্ছন্ন হইতেছে। এত বিরহ, এত বিচ্ছেদ এত বিয়োগ, এত বিষাদ তোমার জগতে নিত্য বিরাজ করিতেছে,এত পাপ এত অপ-রাধ নিত্য অভিনীত হইতেছে। এত সতীর সতীত্ব নষ্ট হইতেছে, সাধুর উপর অসাধুর অত্যাচার হইতেছে, প্রবল দুর্ব্বলের যথা-সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছে। এ সব অমঙ্গল চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও তোমার ভক্তগণ বলিয়াছেন "জানি তুমি মঙ্গলময়"। যখন মৃত্যুর দূত আসিয়া প্রিয়জনকে বুক হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়াছে'তখনও তাহারা

বলিয়াছেন "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণা-
ময় স্বামী" ॥ ৫৭ ॥

জীবনদাতা; তোমা হইতেই এ জীবন পাইয়াছি; যখন শিশু ছিলাম, তোমার প্রেমই আমাকে লালনপালন করিয়াছে। আমার পিতামাতার মধ্যে তোমারই অনন্ত প্রেম অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়ত আমাকে স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলে, সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলে, নিদ্রায় জাগরণে আমার সঙ্গী ছিলে, রোগে দুঃখে বুকে লইয়া আমাকে শান্তি দিয়াছিলে। তখন আমি তোমাকে জানিতাম না, কিন্তু আজ বুঝিতেছি পিতা-মাতাকে যে ভালবাসিয়াছি, আমার হাসি-খেলায় তাঁহাদের হৃদয়ে যে আনন্দ দিয়াছি, সেই ভালবাসা, সেই আনন্দ তোমাতে পৌঁছি-য়াছে। আমি না চাহিতে কত করুণার দান তুমি আমাকে দিয়াছ। জন্মিবামাত্রই ধরণী আমায় কোলে করিল, আলোক বাতাস আমাকে আলিঙ্গন করিল, মাতৃস্তন্যের দুগ্ধ আমাকে অমৃতের আস্বাদ দিল। শৈশবে তোমার জগৎ আমার কাছে কত সুন্দর ছিল, কি আনন্দের ধারা ইহার বর্ণে, গন্ধে,

রসে, ইহার পাখীর কলরবে, বৃক্ষের পত্র পুষ্পে ঝরিয়া পড়িত, প্রেমের আলোকে তখন সকলি শোভাময় সুখময় ছিল। সংসারের সকল মানুষই আমার আপন ছিল। পৃথিবী যেন আমাদের পরিবার ও গৃহ ছিল। চারি-দিকে প্রেম ও আনন্দ যেন অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে স্নাত করিত, আজ তাহা ভাবিয়া তোমার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করি ॥ ৫৮ ॥ -

আজ প্রভাতের বিমল আলোকে তোমার প্রেমের আভাস পাইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে। আজ তোমাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার প্রকাশ দেখিতেছি। আজ আর শুষ্কজ্ঞানের চর্চ্চায় তোমার স্বরূপের দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব না। আজ আর কল্পনা দিয়া কেবল ভাষার পল্লবে ভাবকে ঢাকিয়া ফেলিব না। আজ তোমাকে সত্যজগতে সত্যভাবে দেখিব —প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তোমার আনন্দের অভিব্যক্তি দেখিব, মানবের প্রেমে তোমার অনন্ত প্রেমের স্পর্শ পাইব, সমাজের বিচিত্র অনুষ্ঠানে তোমার মঙ্গলরূপ প্রতিষ্ঠিত দেখিব। আজ সকল জীবে সকল ভূতে তোমার লীলা অনুভব করিব। মানুষ আর মানুষ নয়, তোমারই মূর্ত্তিগ্রহণ, তোমারি অবতার; শাস্ত্র-প্রকাশিত সত্য ও প্রকৃতির বাহ্যরূপ মানবীয় বা প্রাকৃতিক নয়, তোমারই অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক 'লোকের প্রকাশ। আজ আর নিজের দুর্ব্বলতা ও ধর্ম্মের অপব্যবহার দেখিয়া তোমার

রসে, ইহার পাখীর কলরবে, বৃক্ষের পত্র পুষ্পে ঝরিয়া পড়িত, প্রেমের আলোকে তখন সকলি শোভাময় সুখময় ছিল। সংসারের সকল মানুষই আমার আপন ছিল। পৃথিবী যেন আমাদের পরিবার ও গৃহ ছিল। চারিদিকে প্রেম ও আনন্দ যেন অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে স্নাত করিত, আজ তাহা ভাবিয়া তোমার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করি ॥ ৫৮ ॥

আজ প্রভাতের বিমল আলোকে তোমার প্রেমের আভাস পাইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে। আজ তোমাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার প্রকাশ দেখিতেছি। আজ আর শুষ্কজ্ঞানের চর্চ্চায় তোমার স্বরূপের দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব না। আজ আর কল্পনা দিয়া কেবল ভাষার পল্লবে ভাবকে ঢাকিয়া ফেলিব না। আজ তোমাকে সত্যজগতে সত্যভাবে দেখিব —প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তোমার আনন্দের অভিব্যক্তি দেখিব, মানবের প্রেমে তোমার অনন্ত প্রেমের স্পর্শ পাইব, সমাজের বিচিত্র অনুষ্ঠানে তোমার মঙ্গলরূপ প্রতিষ্ঠিত দেখিব। আজ সকল জীবে সকল ভূতে তোমার লীলা অনুভব করিব। মানুষ আর মানুষ নয়, তোমারই মূর্ত্তিগ্রহণ, তোমারি অবতার; শাস্ত্র-প্রকাশিত সত্য ও প্রকৃতির বাহ্যরূপ মানবীয় বা প্রাকৃতিক নয়, তোমারই অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক লোকের প্রকাশ। আজ আর নিজের দুর্ব্বলতা ও ধর্ম্মের অপব্যবহার দেখিয়া তোমার

করুণার, তোমার সত্যতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ধর্ম্মের কথা মানবসমাজে শুনাইতে পশ্চাৎপদ হইব না। আজ জীবনকেই তোমার প্রেমের জলন্ত সাক্ষ্যরূপে দেখিব। আমরা যে জীবনধারণ করিতেছি, তাহার মধ্যে কি তোমার মঙ্গল হস্তের ছাপ রাখ নাই? তুমি শুধু অন্নজল বাতাস আলোক দিয়া আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে পুষ্ট করিতেছ এমন নয়, তুমি শুধু শরীরের রক্তচলাচল, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্য পরিপাক, প্রতিদিন নিয়মিত করিতেছ, এমন নয়, তুমি আমাদের জীবনের প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক চিন্তা জানিয়া আমাদের তদনুরূপ ফল বিধান করিতেছ ও তোমার মঙ্গল-রাজ্য-স্থাপনের জন্য আমাদের জীবনকে এক অজ্ঞাত অদৃষ্ট ভবিষ্যতের দিকে লইয়া যাইতেছ।

আমাদের সকল স্বার্থকামনা, যত কলুষিত চিন্তা, যত বিরুদ্ধ ভাব, বৈষম্য বন্ধুরতা, তোমার বিশ্বজাগতিক মঙ্গল ইচ্ছার কাছে একদিন পরাজিত ও পরাহত হইবে। আমাদের চৈতন্য তোমার বিশ্ব-চৈতন্যের

এক কণা মাত্র, আমাদের জ্ঞান তোমার অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের একটি ফেণা মাত্র ; তাই আমাদের অসত্য অন্যায় আচরণ, এই চৈতন্য-ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ, জ্ঞানের পরিধিকে সঙ্কুচিত করে। আমাদের প্রেম, আনন্দ তোমারি বিশ্বব্যাপী প্রেম ও আনন্দের আঘাতে উথলিয়া উঠে, তাই আমরা সৌন্দর্য্যালোকে ও আনন্দের হাওয়ায় বাস করিয়া সুস্থ হই, উন্নত হই। আকাশের গ্রহগুলি যেমন তোমার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, চক্রাকারে অনন্ত আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, বনের ফুল যেমন তোমার অদৃশ্য তুলিকাস্পর্শে রঞ্জিত হইতেছে, তেমনি আমার জীবন তোমার ইচ্ছায় এক প্রেম-পরিবারের দিকে মণ্ডলী গঠন করিয়া ধাবিত হইতেছে ॥৫৯॥

তুমি অন্তরতর অন্তরতম, হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে যে কথাটি গুপ্ত আছে তোমার দিব্যচক্ষুতে তাহাও প্রকাশিত, আমার জীবনের কোথায় কোন্ দাগ আছে তোমার তাহা অজানা নাই। যত আঘাত যত বেদনা আমাকে অভিভূত করিয়াছে, তোমার সকল-সহা, সকল-বহা বিশ্বজীবনে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আমার অন্তরের করুণ রাগিনী তোমার সহস্র কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যত ভালবাসা যত স্নেহ জীবনে উপভোগ করিয়াছি, তাহার মূল উৎস যেমন তুমি, তাহার চরম লয় ও তেমনি তোমাতে ॥৬০॥

পৃথিবীতে তুমি এত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া রাখিয়াছ, এত আনন্দ অজস্রধারে বিতরণ করিতেছ, অথচ আমরা তোমাকে স্বীকার করি না, তোমাকে মনে রাখি না। এখানে কে জীবন ধারণ করিত, কে শরীর চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিত যদি আনন্দ এর মূলে না থাকিত? আনন্দেই জগতের জন্ম, আনন্দেই জগতের স্থিতি, আনন্দেই জগতের পরিণতি। তাই সকল দুঃখ শোক, নিরাশা পরাজয়, রোগ অশান্তির যাওয়া আসা সত্ত্বেও আনন্দের স্রোতই সমাজে স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হয় ও মানুষকে জীবনে অনুরক্ত করে। তুমি যদি কেবল অন্নজল, আলোকবাতাস দিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে, যদি পৃথিবীকে শুধু বিচিত্রশক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র করিয়া রাখিতে, তবে তোমাকে শক্তিমান ও জীবনদাতা বলিয়াই জানিতাম ও ভয়ের সহিত প্রীতি দিতাম, কিন্তু তুমি যে এত সৌন্দর্য্য, এত আনন্দ, এত বর্ণ, এত গন্ধ, এত স্বাদ, এত সঙ্গীত আমাদের জন্য বিধান করিয়াছ ও আমাদের প্রাণে এ সকল উপভোগ

করিবার ও আদর করিবার উপযোগী জ্ঞান ও প্রীতি দিয়াছ, ইহাতেই তোমাকে প্রেমময় পিতা বলিয়া স্বীকার করি, ও আত্মা আপনি প্রেমে ভক্তিতে গলিয়া তোমার চরণে প্রণত হয় ॥৬১॥

তুমি সমগ্র—আমি অংশ, তুমি সূর্য্য—আমি রশ্মি, তুমি অগ্নি—আমি স্ফুলিঙ্গ, তুমি সমুদ্র—আমি তরঙ্গ, তুমি বৃক্ষ,—আমি পত্র। যে দিকে চাই তুমিই আদি, তুমিই মধ্য, তুমিই অন্ত, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমার সত্তা, জীবন, মন ও আত্মা। জন্মের আগে ছিলাম কি না, কি ছিলাম কোথায় ছিলাম, কিছুই জানি না, মৃত্যুর পরে থাকিব কি না, কোথায় থাকিব, কি করিব কিছুই জানি না। এই দুদিনের মানবজন্ম কেন পাইলাম, কতদিন বাঁচিব, কি কাজ করিব তাহাও অন্ধকারে ঢাকা। একমাত্র তোমার অনন্ত জ্ঞানের একটি কণা আমার আত্মাতে আলো দিতেছে, প্রকৃতি ও সমাজের তত্ত্ব উদঘাটন করিতেছে, সত্যপ্রকাশ করিতেছে, মঙ্গলের আদর্শ ও শুভবুদ্ধি দিতেছে। ইহার আলোকেই আমি নিজকে, তোমাকে ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্বকে একটু জানিতেছি— তুমি সমগ্র হইয়াও আমার আত্মাতে ওতপ্রোত হইয়া আছ, আমার জীবনে তোমার পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিতেছ।

প্রতি মুহূর্ত্তে আমার দেহসমুদ্রে তোমার জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য ও আনন্দের জোয়ার প্রেরণ করিয়া আমাকে তোমার ভাবে ভরিয়া তুলিতেছ, আমাকে তোমার স্বরূপের সহিত এক করিবার আয়োজন করিতেছ ॥৬২॥

তুমি সংসার রচনা করিলে কেন? তোমার কি কোন অভাব ছিল, না কোন অপূর্ণতা ছিল, না কোন দুঃখ ছিল, যাহা দূর করিবার জন্য তুমি এত বড় ব্যাপারে হাত দিলে? জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কি তোমার শক্তি কোন অংশে হীন ছিল, যাহা বিকাশ করার জন্য এই সৃষ্টি কার্য্য একান্তই আবশ্যক হইল? তোমাকে কি কোন বাহিরের শক্তি বাধ্য করিয়া এই জ্ঞান-কৌশলময় ব্রহ্মাণ্ড গঠনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল? তুমি ত সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ আনন্দ, অসীম শক্তি ও অসীম প্রেমের একমাত্র আধার। তোমার এই জ্ঞান, এই আনন্দ, এই শক্তি ও এই প্রেমই ত সৃষ্টির হেতু। পরম আনন্দে তুমি এই সংসার রচনা করিয়াছ, পরম আনন্দে তুমি ইহাকে আজও পরিচালনা করিতেছ। হে কবি, না জানি কত আনন্দে বিভোর হইয়া তুমি এমন সুন্দর রাগিণীতে এমন সুন্দর গান গাহিতেছ! হে চিত্রকর, না জানি কোন উচ্চ ভাবের উচ্ছ্বাসে তোমার তুলিকা হইতে এই সুশো-

ভন চিত্রখানি প্রস্তুত হইয়েছে। তুমি যাহা-
দের হাতে তোমার কাজ করিবার ভার দাও,
তাঁহাদিগকে ত এই অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ
করিয়া মাতাইয়া তোল, এজন্যই ত তাঁহারা
সকল দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করিয়া পরম আনন্দে
তোমার জয় গাহিয়া যান। তাঁহারা ত
তোমারই প্রতিমূর্ত্তি ॥ ৬৩ ॥

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে তুমি সত্য-স্থন্দর দেবতা বিরাজ করিতেছ। সমুদ্রের ঢেউগুলি যেমন পায়ের কাছে আসিয়া বালু-চরায় আঘাত করে, তেমনি সংসারের দুঃখ বিপদ শোকতাপ বহির্জগতের শারীরিক জীবনকেই চঞ্চল করে। গভীর সমুদ্রের তলদেশ যেমন প্রশান্ত নিঃস্তব্ধ তেমনি ভক্তের হৃদয় তোমার মঙ্গল ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল অবস্থায় নির্ব্বিকার নিরাময় থাকে। অন্তর্জগতের সহিত যাঁহাদের পরি-চয় হইয়াছে,—আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর সাধনা বলে যাঁহারা আপনার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পদ নিত্যস্থায়ী হয়; তাঁহারা যেখানে যান সেখানেই ভিত-রের শক্তি ও প্রেমের আলোকে বাহিরের সকল বস্তু অনুরঞ্জিত করিয়া তোমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। তাঁহারা যে মানুষের সংস্পর্শে আসেন, যে অবস্থা বা ঘটনার সহিত জড়িত হন, সেই মানুষকে আপনাদের স্বর্গীয় প্রভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন, সেই অবস্থা ও ঘটনা তাঁহাদের কল্যাণের অনুকূল হইয়া

যায়। এজন্যই তোমার পুণ্যবান সন্তানগণের চির আনন্দ। তোমার জগতে যে নিত্য উৎসব চলিতেছে—যেমন প্রকৃতি বৃক্ষলতা ফলফুলের ডালি হাতে তোমার আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতেছে, যেমন চন্দ্রসূর্য্য আকাশে আলোকের আরতি করিয়া তাঁহা-দের আনন্দ জানাইতেছে, তেমনি সাধুভক্তগণ তোমার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নিত্য উৎসব সম্ভোগ করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

তোমার প্রেমে জগৎ এত সুন্দর, তোমার প্রেমে পরিবার এত মধুময়। তোমার প্রেমে সূর্য্য আলোক দেয়, তোমার প্রেমে মেঘ জল দেয়, তোমার প্রেমে চাঁদ হাসে, তোমার প্রেমে ফুল ফুটে। নানা বর্ণে নানা গন্ধে, নানা গীতে, নানা ছন্দে, আমরা তোমারি প্রেমসুধা পান করিয়া আনন্দ পাই। প্রকৃতির হৃদয় হইতে প্রতিদিন আনন্দের রাগিনী উঠিতেছে, প্রকৃতির মুখে বৃক্ষ-লতায় নদী-গিরি-বন-উপবনে, আকাশে সমুদ্রে সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্যের গরিমা দেখা যাইতেছে,—আবার মানবসমাজেও কত হাস্য আমোদ, কত গল্প নাটক, কত কাব্য কত উৎসব এই আনন্দের প্রতিধ্বনি করিতেছে, শিশুর মুখে, মাতার স্নেহে, পত্নীর প্রেমে, ভক্তের সেবায় সকল মহৎ অনুষ্ঠানে ও ধর্ম্মভাবে এই সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইতেছে—ইহার মূলে তোমারই প্রেম। প্রেমময় আনন্দময় তুমি, সকল সুন্দরের পরম সুন্দর তুমি, তোমার রূপ দেখার কথাই নাই, তোমার অমৃতবাণী শোনার ত কথাই নাই তোমার নামের মধ্যেই কত সুধা

কত মধু রহিয়াছে। কি প্রাণারাম তোমার নাম! সকল উদ্দাম প্রবৃত্তি শান্ত হইয়া যায়, সকল পাপতাপ ধৌত হইয়া যায়, সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূরে যায়—হৃদয়ে পুণ্যপ্রেমের বাতাস প্রবাহিত হয়, ভাবের বন্যায় জোয়ার আসে, পরিপূর্ণ আনন্দ, নিরাময় শান্তি, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য—সকলি তোমার নামের মধ্যে লুকান আছে, যাঁহার নামের মধ্যে এত আনন্দ, তাঁহার স্বরূপ কত অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী! তোমার প্রেমে আমাদের নিকট ধরা দিতেছ, তোমার প্রেমই ধন্য ॥ ৬৫ ॥

প্রতিদিন সকালে তোমার মুখের জ্যোতি-তেই পৃথিবী আলোকিত হয়। চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু, আকাশ তোমার ললাট, সূর্য্যের আলোতে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাতে তোমার মুখের হাসির ছটা দেখিতে পাই। বনে কত ফুল ফুটে, পাখীরা কত গান গায়, নদী সমুদ্র তোমার বিরহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; মৃদু মন্দ বায়ু গন্ধ বহন করে, মেঘ দেশে দেশে ঘুরিয়া জল দেয়,—মৃত্তিকা শস্য প্রসব করে, বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল মানুষকে তৃপ্তিদেয়—এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারে তোমারই মাতৃস্নেহ প্রকাশ পায়। তুমি মানবসন্তানকে আনন্দ দিবার জন্য, তোমার সৌন্দর্য্য তাহাদের নিকট প্রকাশিত করিতেছ, তাহাদের লইয়া প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে প্রতিদিন উৎসব করি-তেছ, এজন্যই মানুষ সহর ছাড়িয়া পল্লীতে, সমুদ্রতীরে, পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণের জন্য এত ব্যস্ত। মানবসমাজে আমরা তোমার সৌন্দর্য্য প্রেম ও মঙ্গলভাব দেখিতে পাই না, মানুষের পাপ, অসত্য অন্যায়, দুঃখ দারিদ্র্য সমাজকে কলুষিত করিয়াছে,

এজন্যই প্রকৃতিতে তোমার নির্ম্মল প্রকাশ দেখি ॥ ৬৬ ॥

কে তুমি, ওগো কে তুমি, এমন সুন্দর অথচ ভীষণ, এত প্রেমময় অথচ রুদ্র, এত শান্ত অথচ কর্ম্মশীল। সমুদ্রের তরঙ্গ বুকে করিয়া যখন পালের নৌকা চলে, তখন সুস্নিগ্ধ নাতি প্রবল হাওয়ার তালে তালে কি এক অজানা সঙ্গীত দিগন্তের শূন্যতা ও নীরবতা ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। আবার নির্ম্মল আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র যখন অসংখ্য তারারাজি পরিবৃত হইয়া জোৎস্না ঢালে তখন তোমার কি গম্ভীর শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। তুমি কৃপা করিয়া যখন দিব্য চক্ষু দাও, যখন তোমার আনন্দের রাগিণী শুনাও, তখন জগৎ কি সুন্দর হয়, কি মধুময় হয়, চারিদিকে তখন আনন্দ ও ভালবাসার ছড়াছড়ি দেখি, তখন মানুষের মুখে তোমার দৈব প্রকাশ দেখিয়া ভ্রাতৃত্ব সহজ হয়, তখন প্রিয়জনের মিষ্ট কথা, ব্যবহার ও আলিঙ্গন স্বর্গের মন্দাকিনীরূপে আমাদের প্রাণে শক্তি দেয়, শান্তি দেয়, অমৃতের আস্বাদ দেয়, নূতন জীবনের প্রেরণা দেয়। আবার তুমি যখন আপনাকে ঢাকিয়া রাখ, আমাদের পাপের শাস্তি রূপে যখন অন্তরে বিষাদের

মেঘ ছায়া ফেলে, তখন চারিদিক শূন্য, অন্ধকার, কাল হইয়া যায়, তুমিও তখন ভীষণ, গম্ভীর রুদ্রদেবতারূপে আমাদিগকে শাসিত কর। তোমার লীলা আমরা কি বুঝিব?॥৬৭॥

সুন্দর দেবতা, কি সৌন্দর্য্যে তুমি পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, কি আনন্দের রাগিনীতে আমাদের আত্মাকে পূর্ণ করিয়া দিতেছ। প্রকৃতির মধ্যে তোমার সূর্য্য চন্দ্র-তারা উদয় অস্তের দোলায় দুলিতেছে, তোমার বাতাস ত চিরকাল পাগলের ন্যায় নাচিতেছে, তোমার আকাশ আলোকের ঢেউ বুকে রাখিয়া হাসিতেছে, মেঘের সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ বর্ষণের রাগিনী শ্রাবণের ধারায় ঝম ঝম্ করিয়া বাজিতেছে, পর্ব্বত গুলি মাথা উচু করিয়া মৌনী তপস্বীর মত নীরবে তোমার ধ্যান করিতেছে, আর নির্ঝরিণী ভয়ে ভয়ে তার পদ ধৌত করিয়া অমৃত লইয়া জনসমাজে বিতরণ করিবার জন্য ছুটিয়াছে ; নদী কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া সাগর-তরঙ্গের উত্থান পতনের তালের সঙ্গে আপনার শেষ তানটি মিলাইয়া দিতেছে ; পত্রে পুষ্পে ফলে তোমার প্রেমের রস উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে—একি আনন্দ, একি সৌন্দর্য্য, একি প্রেম তোমার ভগবান ! দিনরাত্রি, পক্ষমাস, ঋতুবর্ষ পর্য্যায় একি বিচিত্র ছন্দে তোমার মহিমা গান করি

তেছে। আমার চিত্ত ও তার সকল সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য, আশা ভয়, জয় পরাজয় লইয়া তোমার অনাদি সঙ্গীতের তালে নাচিতেছে আমার শরীরের রক্ত চলাচল, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চোখের স্পন্দন, এমন কি জীবন মৃত্যু ও কি তোমারি ছন্দের তানে গাঁথা নয়? ॥৬৮॥

যখন প্রেমাস্পদ বন্ধুকে বুকে ধরিয়া বাহু-পাশে বাঁধিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, তখন তোমারি মধুর স্পর্শ আস্বাদ করিয়াছি। যখন প্রিয়তমের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছি,তখন তোমারি স্বর্গীয়বাণী শুনিয়াছি। সকল পার্থিব সৌন্দর্য্যে তোমারই অনুপম রূপ দেখিয়াছি। সকল সুখে সকল আনন্দে, সকল প্রেমে তোমারি ভালবাসা পাইয়াছি, সকল দুঃখে সকল বেদনায়, সকল আঘাতে সকল পরাজয়ে, সকল নিরাশায় সকল অপমানে তোমারি মঙ্গল হস্তের পরিচয় লাভ করিয়াছি। তুমিই সকল অবস্থায় আমার বন্ধু॥৬৯॥

চোখ বুজিয়াই কি শুধু তোমাকে দেখিব? চোখ খুলিলেও ত তোমারি রূপ দেখি। এই যে বিশ্বজগত সম্মুখে প্রকাশিত, এই আকাশ, এই আলোক, এত বিচিত্র বর্ণ, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা, বৃক্ষলতা, ঘর বাড়ী, ইট পাথর—এ সকল ত জড়ের সমষ্টি নয়, অন্ধ শক্তিপুঞ্জের মিলনভূমি অথবা অণু পরমাণুর উন্মাদ-নৃত্য নয়। এ যে তোমার দেহ, তোমার বিশ্ব-জীবনে অনুপ্রাণিত, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তোমার নিঃশ্বাস জগৎকে রক্ষা করিতেছে, তোমার জ্ঞান ইহাকে প্রতিদিন নূতন করিয়া সৃজন করে—তুমিই এই বিশ্বে, এই বিশ্ব তোমাতে॥৭০॥

ব্রহ্মোৎসবের মধ্যে তোমার কৃপাসম্ভোগ করিয়া ধন্য হইলাম। তোমার প্রকাশে আজ জগৎ সুন্দর, জীবন আনন্দে ভরা মনে হইতেছে। আজ তোমার প্রেম সত্যভাবে অনুভব করিতেছি। তোমাকে দেখা, তোমাকে পাওয়া, এখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত— চক্ষুর পলক ফেলার মত সহজ মনে হইতেছে। আর তোমাকে দৃশ্য জগতের অন্তরালে অদৃশ্য শক্তিরূপে, আমার মানসিক জীবনের পশ্চাতে চৈতন্যরূপে দেখিয়া মন সন্তুষ্ট হইতেছে না। এখন তোমাকে সকল বস্তুতে ও সকল বস্তুকে তোমার মধ্যে দেখা সম্ভব হইতেছে। চক্ষে যাহা দেখি, কাণে যাহা শুনি, রসনায় যাহা আস্বাদন করি, হস্তদ্বারা যাহা স্পর্শ করি, নাসিকা দ্বারা যাহা আঘ্রাণ করি সকলি তোমার প্রকাশ, তুমিই সকল জ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তু, তুমিই সকল চিন্তার জ্ঞাতা, সকল অনুভূতির কর্ত্তা। তুমি যেমন অতীন্দ্রিয় জগতে অতীন্দ্রিয় সত্তা, তেমনি এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে, আমাদের সকল চোখে-দেখা হাতে ধরা জিনিসে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রকাশিত। তুমি

অনন্ত বলিয়াই কোন সসীম বস্তুতে তোমাকে সমগ্র ভাবে দেখিতে পারি না। আমাদের সান্ত জ্ঞান এক এক স্থানে এক এক সময়ে তোমার বিশেষ বিশেষ স্বরূপের প্রকাশ দেখে কিন্তু তুমি প্রত্যেক অণু পরমাণুতে সমগ্রভাবে, অনন্তভাবে বর্ত্তমান। আমরা যখন সান্ত বস্তুকে সান্ত করিয়া দেখি, যখনই মনে করি তুমি কোন বিশেষ পুরুষে, বিশেষ শাস্ত্রে বা বিশেষ মূর্ত্তিতে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছ তখনি আমরা পৌত্তলিকতার অন্ধকারে ডুবি। প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু ফুটিলে কেবল তুমিই জড়জীবনের একমাত্র সত্য দেখি। তোমার সত্তায় আর সকল সত্তাবান, তোমার সত্তা সমুদ্রে আর সমস্ত ডুবিয়া রহিয়াছে। আর আমি সপ্তাহে একদিন তোমার নাম গান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব না, কেবল দিনের একটি নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টায় তোমার পূজা করিয়া তৃপ্ত হইব না। আমার সমগ্র জীবন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত এখন তোমার উপাসনা হইবে—যাহা কিছু করি, যাহা কিছু বলি, যাহা কিছু ভাবি তুমিই তাহার লক্ষ্য ও নিয়ামক হইবে—তিল তিল

করিয়া তোমার সেবায়ই আত্মবলিদান করিব।
সকল প্রেমে তোমাকেই সম্ভোগ করিব॥ ৭১॥

তোমার অরূপ সৌন্দর্য্যে সকল পার্থিব সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। তোমার অশ্রুত রাগিনীর মাধুর্য্যে সকল মানবীয় সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়া যায়। একি ব্যাকুলতা তুমি আমাদের আত্মাতে জাগাইয়া তুলিতেছ! একি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, নদী কল কল স্বরে ধাবিত হইতেছে! একি সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িয়া চাঁদের আলো এমন বিমল হইয়াছে, একি স্বর্গীয় সৌরভের সংস্পর্শে আসিয়া ফুলের গন্ধে আমাদের মন মুগ্ধ হইতেছে ॥ ৭২ ॥

জয় দয়াময়, জয় জগদীশ্বর, তোমার নামের তোমার মহিমার জয় হউক। এই পাপতাপে ভারাক্রান্ত সংসারে তোমার জয় গান করিবার চেয়ে মানুষের উচ্চতর সুখ আর কি আছে? পাখীরা বনে তোমার স্তুতি গান করে, গ্রহ তারকা শূন্যে তোমার বন্দনা করিয়া আনন্দে নৃত্য করে, আকাশের মেঘ তোমার প্রতি ভক্তিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, বৃক্ষের পত্রপুষ্প তোমার চরণে অর্ঘ্যদান করে। তোমাতে যখন আমাদের প্রীতি হয় তখন আমরাও প্রকৃতির সহিত মিলিয়া আনন্দে তোমার পূজা করি। তোমার পূজায় প্রাণে প্রেমের জোয়ার আসে, আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠে, পৃথিবী সুন্দর হয়, আত্মা মধুময় হয় ॥ ৭৩ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রার্থনা

তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার অমৃত, তুমি আমার ধর্ম্ম, আমার অর্থ, আমার কাম, আমার মোক্ষ—সকলি তুমি—কেবল মুখের কথায় নয়, কেবল মনের চিন্তায় নয়, কিন্তু জীবনের কার্য্যে যেন তোমার সর্ব্বময়ত্বের পরিচয় দিতে পারি। কেবল নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নয়, কিন্তু সমাজে লোকভয় তুচ্ছ করিয়া তোমাকেই জীবনের একমাত্র স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে যেন কুণ্ঠিত না হই। শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, সম্পদে বিপদে, শ্রমে আরামে তুমিই আমার সঙ্গী, তুমিই হৃদয়ের দেবতা; সকল অবস্থায় তোমার দিকেই চাহিব, লতার মত তোমাকেই জড়াইয়া থাকিব, তোমার কথা শুনিয়া চলিব। তুমি সংসারের সকল আত্মীয় স্বজন, ধনমান ক্ষমতা, সকল বস্তু হইতে প্রিয়; তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই তোমার প্রদত্ত ঐহিক সুখ সম্পদকে ভালবাসি; তুমি নিজের হাতে দান কর বলিয়াই দুঃখ, শোক, বিচ্ছেদ বিয়োগ, রোগ তাপ ও মৃত্যুকেও সাদরে আলিঙ্গন করিতে বিমুখ নই। রোগ শোক ও মৃত্যুর

ভিতর দিয়া তুমি উচ্চতর ও গভীরতর আধ্যাত্মিক জীবনে লইয়া যাও—যে জীবনে চিরশান্তি, যে জীবনে বিশ্ব-জনীন প্রেম, যে জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দ, যে জীবনের পরিসমাপ্তি তোমার সহিত অচ্ছেদ্য মিলনে ॥১॥

প্রেমময়, আমাকে সেই প্রেম দাও যাহাতে সংসারে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। তোমার প্রেম ত আকাশের নানাবর্ণে, জ্যোৎস্নার আলোকে, ফুলের গন্ধে সুমিষ্ট ফলে সুমধুর সঙ্গীতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তোমার প্রেমই ত শিশুর সরল হাসিতে, যুবকের দীপ্ত প্রতিভায়, সতীর পবিত্র জ্যোতিতে, আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য, যেখানে যত ভালবাসা, যেখানে যত মহত্ত্ব, সকলের মধ্যে তোমারই প্রেমের প্রকাশ। আমাদের মধ্যে সেই প্রেমের স্রোত প্রবাহিত কর। আমাদিগকে তোমার প্রেমের আলোকে নিয়া যাও, যাহাতে আমাদের জীবন জ্যোৎস্নার মত, ফুলের মত, হাওয়ার মত, গানের মত, সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। আমাদিগকে তোমার প্রেমের মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর—যাহাতে আমরা শিশুর মত সরল, সিংহের মত তেজীয়ান ও সাধু ভক্তদের ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র হইতে পারি। আমাদিগকে প্রেমের আবেগে মাতোয়ারা করিয়া দাও,—যাহাতে আমরা

তোমার জগতে প্রেম বিলাইতে পারি—সকল নরনারীকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইতে পারি—যাহাতে সংসারের পাপতাপ, দুঃখবিপদ, অত্যাচার অবিচারের ভার লাঘব করিতে পারি; যাহাতে আমরা জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে তোমার সন্তানের উপযুক্ত হইয়া ধরায় স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করিতে পারি ॥২॥

যন্ত্রী, আজ তুমি কোন্ সুরে এই ভগ্ন বীণার ছিন্ন তন্ত্রী বাজাইবে তুমিই জান। আজ আমি নিশ্চল নির্লিপ্ত নিষ্কাম হইয়া তোমার হাতে জীবনখানি সঁপিয়া দিতেছি, তুমি যেরূপে ইচ্ছা ইহাকে চালাও; তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, যে তালে বাজাইবে সেই তালেই নাচিব, যে রাগিণীতে ঝঙ্কার দিবে সেই রাগিণীতেই গাহিব। আমার কোন সত্তা, কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন স্বাধীনতা নাই, তোমার অসামতার মধ্যে আমাকে ডুবাইয়া রাখ; তোমার সসীম প্রকাশ আমার মধ্যে অনুভব করিতে দাও; আমার বাক্য আমার চিন্তা আমার কার্য্য তোমারই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী বিশ্ব-আত্মার অভিব্যক্তি হউক, তোমারই চিন্তা আমার মর্ত্ত্য-মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া জগতে নূতন সত্য প্রকাশ করুক; তোমারই বাক্য আমার ক্ষীণ কণ্ঠের ভিতর দিয়া অক্ষয় ভাষারূপে মূর্ত্তিমান হউক, তোমারই ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে আঘাত করিয়া আমার দেহকে মঙ্গল-কার্য্যে নিয়োজিত রাখুক। আমার জীবন তোমারই বিশ্বপ্রেমের প্রতিবিম্ব, তোমারই বিশ্ব-

জ্ঞানের প্রকাশ মন্দির, তোমারই বিশ্বকর্ম্মের লীলাকেন্দ্র, আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই যন্ত্র—আমার হৃদয়তন্ত্রীতে তোমারই নাম ধ্বনিত হইতেছে—তোমারই সুকোমল স্পর্শে আমার প্রতি ধমনী, প্রতি স্নায়ু স্পন্দিত হইতেছে। আমার ভাঙ্গা-গড়া তোমার হাতে। অব্যবহারে জীর্ণ অপব্যবহারে ছিন্ন এই জীবন-যন্ত্রের সংস্কার ও উন্নতি তুমিই বিধান কর ॥৩॥

তোমার আনন্দের সাগর থেকে বাণ আসিয়াছে, আনন্দের লহরী গগনে গগনে ছুটিতেছে, আনন্দের স্রোতে প্রকৃতি মধুময় হইতেছে, আনন্দের প্রবাহে মানব-সমাজ স্বর্গে পরিণত হইতেছে। এই আনন্দের রাগিণীর সঙ্গে সুর মিলাইবার জন্য আমাকেও ডাকিয়াছ। আমি পাপী, আমি কাপুরুষ, আমি দুর্ব্বল তাই ভয়ে সঙ্কোচে মরিতেছি, আমি ভাবিতেছি আমি কি এই আনন্দের রাজ্যে বাস করিবার যোগ্য? আমি এত মলিন, এত নিরাশ, এত বিষন্ন হৃদয় লইয়া এই স্বভাবের ও সংসারের আনন্দের সঙ্গে কিরূপে যোগ দিব? কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া সকল ভয়-ভাবনা দূর করিয়া দিয়াছ। এখন আমি মাথা রাখিবার জন্য তোমার শান্তিময় কোল পাইয়াছি—তোমার প্রেমমুখ আমার অন্তরে জাগিয়াছে, তাই তোমার আনন্দের আস্বাদ পাইতেছি। এখন আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন এই আনন্দের উচ্চ আধ্যাত্মিক হাওয়া হইতে নিম্ন ভূমিতে নামিতে না হয়, আর যেন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, বাস্তবজীবনের পরীক্ষা, পরাজয়,

নিরাশা, অপ্রেম, আমাকে বিচলিত না করে। আমার অন্তরে এই যে আনন্দময় স্বর্গরাজ্যের ছবি দিয়াছ তাহা যেন বাহিরে, পরিবারে, মানবসমাজে, প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করি। ব্যাকুলাত্মাদিগকে তুমি এই পুণ্য কার্য্যে আহ্বান কর, তাহাদের হৃদয়ের তন্ত্রী এই আনন্দের রাগিণীতে বাজাইয়া দাও; আমাদের সকলের হৃদয়ের আনন্দ মিলিত হইয়া এমন এক প্রেমের বন্যা সৃজন করুক যাহাতে পৃথিবীর পাপতাপ, দুঃখদুর্গতি, ভাসিয়া যায়, যাহাতে প্রেমপুণ্য শান্তি আনন্দের জ্যোতিতে সংসার মধুময় হয়, সকল বিরোধ ও বৈষম্য ঘুচিয়া যাক্—জাতিতে জাতিতে, রাজায় প্রজায়, পুরুষে নারীতে, ধনী দরিদ্রে এই নির্ম্মম সংগ্রাম দূর হইয়া সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও সাধু ইচ্ছার বিকাশ হউক, আমরা পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া চিনি; যাহাদের অন্নাভাব অর্থাভাব তাহাদের জন্য অন্নপূর্ণার ও লক্ষীর ভাণ্ডার মুক্ত হউক, অনাথ শিশুদের জন্য মাতৃক্রোড়ের স্নেহময় গৃহ প্রস্তুত হউক, নিরাশ্রয়া মহিলাদের আশ্রম

পুণ্যতপোবনের আভাস দিক। আমাদিগকে ইহাদের সেবায়, ইহাদের জীবনের বিকাশ ও সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইবার জন্য প্রেম দাও, আশা দাও, আনন্দ দাও। আমাদের অপূর্ণ সসীম জীবনের সকল ত্রুটি অপরাধ এই মহাব্রতের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাক্। তোমার মহিমা, তোমার শক্তি, তোমার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক, তোমার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হউক। ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ ॥৪॥

বুদ্ধি বিচার করিয়া জীবনের মানচিত্র প্রস্তুত করিব এবং তাহা সম্মুখে রাখিয়া ভবিষ্যতের ব্যবহার চালাইব, এমন আমাদের শক্তি কোথায়? আমরা কল্পনার চক্ষুতে কত আশার ঘর বাঁধি, কত সুখের ছবি আঁকি, কিন্তু জগতের ঘটনাচক্র ত আমাদের আশা বা সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলে না—প্রকৃতির অনতিক্রমনীয় শক্তি তোমারই জ্ঞানময় মঙ্গল-ইচ্ছার অধীনে চলিয়া আমাদের জীবনের ন্যায্য সুখ-দুঃখ বিধান করিয়া যায়। তোমার অঙ্গুলির ইঙ্গিতেই মানবসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য ও ব্যবহারের সমবেত ফল আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে নিয়মিত করিতেছে। আজ কত উদ্যম কত উৎসাহ লইয়া জয়লাভের জন্য সংগ্রাম করি, দুদিন পরে হয়ত বিফলতার তিক্ত অভিজ্ঞতা মনকে নিরাশা ও বিষাদের অন্ধকারে ডুবাইয়া দিবে, কিন্তু ইহা স্থির জানি আমাদের জীবনে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তোমার কাজ করিবার জন্য জগতে পাঠাইয়াছ, তোমার কাজের জন্য যতদিন আবশ্যক হয় এখানে রাখিবে।

তোমার কাজ করিবার যোগ্যতা তুমিই দিবে। আমাদের স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাংসারিক আসক্তি চূর্ণ করিবার জন্য যদি পরা- জয়, উপহাস, ঘৃণা, রোগ, বিপদ প্রভৃতি শত বেদনার আঘাত আবশ্যক হয়, তুমি তাহাই দিয়া আমাদিগকে তোমার সেবক করিয়া লও, এবং পূর্ণতার অধিকারী কর ॥৫॥

আমাকে দুঃখ দিয়াছ ভালই করিয়াছ, দুঃখের আঘাত না পাইলে ত তোমার কাছে শান্তি পাইবার জন্য আসিতাম না। আমাকে পাপপ্রলোভনের মধ্যে রাখিয়াছ, ভালই করিয়াছ, পাপের যন্ত্রণা ও প্রলোভনের ভয় না থাকিলেত তোমার চরণে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতাম না। আমাকে কঠোর কর্ত্তব্যের ভার দিয়াছ ভালই করিয়াছ, আমি এই ভারাক্রান্ত শ্রান্ত জীবনের মধ্যে তোমার সঙ্গ আরও মধুর, আরও আরামপ্রদ অনুভব করিব। আমাকে সমাজের কোলাহল হইতে দূরে রাখিয়া এই নির্জ্জন গৃহে একাকী করিয়াছ, ভালই হইয়াছে, আমি তোমার মধ্যে একাধারে পিতা, গুরু ও বন্ধুর নৈকট্য পাইয়াছি। মঙ্গলময় দেবতা, তুমি যখন যে বিধান করিয়াছ তাহা হইতেই মঙ্গলফল পাইয়াছি; তুমি অন্ধকারে ফেলিয়াছ যাহাতে তোমার আলোক আরও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই; তুমি সময়ে সময়ে নিরাশা ও মৃতভাবের শীতলতা দাও, যাহাতে বসন্তকালের বৃক্ষের ন্যায় নূতন আশা নূতন জীবন লইয়া আবার

তোমার মহিমা প্রচার করি। তবে আর কেন অবিশ্বাসী হইব, আর কেন অন্ধকারে, কঠোর শীতের আক্রমণে তোমার দয়ার কথা ভুলিয়া কাপুরুষের মত, অকৃতজ্ঞের মত কাঁদিব। সুখেই রাখ আর দুঃখেই রাখ, আমি কোন অভিযোগ করিব না, কারণ জানি তুমি মঙ্গলময় ॥ ৬ ॥

শীতঋতুর অবসানে বসন্ত আসিল। এখানকার পৃথিবী এখন প্রতিদিন সূর্য্যকিরণে হাস্যময়ী হয়। গাছের ডালে নূতন কচি পাতা আসিতেছে—বাগানে সবুজ ঘাসের মধ্যে কত সুন্দর ফুল ফুটিতেছে। তুমি এই শীতপ্রধান দেশে কিছুদিনের জন্য আনন্দ-উৎসব করিবার জন্য আসিয়াছ। প্রকৃতি নূতন বেশ পরিয়া তোমার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য দিতেছে। শিশু, বৃদ্ধ ও নরনারী সকলে প্রফুল্ল হইয়া অজ্ঞাতসারে তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। এখন আমাদের মনেও স্বর্গীয় বসন্তের হাওয়া লাগুক, আমাদের হৃদয়ে প্রেমের ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করুক। আমাদিগকে নূতন আশা, নূতন উৎসাহের বসন পরাইয়া তোমার নিকটে ডাক; আমাদের আলস্য, স্বার্থ, জড়তা, দুঃখভয়, নিরাশার দীর্ঘশীত দূর হউক। আমরা আনন্দে তোমার এই নব বসন্তে নূতন-ভাবে তোমার প্রিয় কার্য্য করি, তোমার জয় গাই। পুরাতন জীবনের সকল মলিন কামনা ও পাপপ্রলোভনের স্মৃতি লুপ্ত হউক।

কেবল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল নির্ম্মল সুন্দর দিনগুলির দিকেই আমাদের সাগ্রহদৃষ্টি পড়ুক। জীবনের ব্রতগুলি আবার নূতন করিয়া দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করি এবং নূতন আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া জ্ঞানে প্রেমে ও পুণ্যে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হই। তুমি আমাদের সহায় হও ॥ ৭ ॥

মা, আমাকে শিশুর মত করিয়া রাখ? রাস্তায় বাহির হইলেই দেখি কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছে, তাহাদের প্রাণে কত আনন্দ, তাহাদের মুখে কত সৌন্দর্য্য। আমার ইচ্ছা হয় তাহাদের সঙ্গে এক হই, তাহাদের হৃদয়ের সরলতা নির্ভয় নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল ভাব ফিরিয়া পাই। তুমি শিশুদের ভাষা ও শিশুদের ভাব বুঝ, তাহাদের সঙ্গে তুমি খেলা কর, তাহাদের সঙ্গে তোমার কত বন্ধুত্ব ভালাবাসা হয়। আমাকে কি তাহার অংশী করিবে না? আমি কেন শত সাংসারিক কুটিলতা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, কুচিন্তা হইতে মুক্ত হইতে পারি না? আমি কেন শিশুদের মত সরল নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক হইতে পারি না? তাহারা পিতামাতার স্নেহে বিশ্বাস করে, তাঁহাদের উপরে সকল ভাবনা চিন্তার ভার দেয়, আহার নিদ্রা পোষাক পরিচ্ছদের জন্য তাঁহাদের উপরে নির্ভর করে এজন্যই তাহাদের ভয় নাই, দুঃখ নাই, চিন্তা নাই। আমি কেন সেরূপ তোমাতে নির্ভর করিতে পারি না, তোমার হাতে সম্পূর্ণ

জীবনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, আমাকে কেন শত স্বার্থ, মলিনতা, অহঙ্কার নীচের দিকে টানিয়া সংসারের সঙ্গে বাঁধিতে চেষ্টা করে? তুমি এখন আমার হৃদয়কে শিশুর মত সরল করিয়া দাও, আমি কেবল তোমাকেই ডাকিব। শাস্ত্র পড়িয়া জ্ঞানী হইতে চাই না, অনেক পরীক্ষা করিয়া তোমার দয়ার অভ্রান্ত প্রমাণ পাইয়াছি, এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করিয়া শিশুর মত তোমার কোলেই থাকিতে চাই ॥ ৮ ॥

অন্তরতর অন্তরতম দেবতা, হৃদয়ের সকল কথা জানিতেছ, সকল চিন্তা দেখিতেছ, সকল প্রার্থনা শুনিতেছ, সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা গণনা করিতেছ। তোমার কাছে লুকাইবার কি আছে? সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, শয়নে জাগরণে, রোগে স্বাস্থ্যে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই তোমার জাগ্রত দৃষ্টি আমার উপর রহিয়াছে। তোমার চোখের দূরে কেহই নয়। অন্ধকারে তোমার জ্যোতি, আলোকেও তোমার স্থিতি, বাহিরে আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি, অন্তরে চৈতন্যময়রূপে তুমি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনে কোন্ ভাবটী অঙ্কুরিত হইয়া কিরূপে বিকাশ পাইতেছে এবং আমার অজ্ঞাতসারে কি রহস্যময় নিয়মে সেই ভাবটী সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিতেছে বা ফলবতী হইয়া কালের গর্ভে লয় পাইতেছে তাহা তুমি জান। কোন্ অশুভ চিন্তার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করি, কোন্ কঠোর প্রলোভনের নিকট পরাজিত হইয়া নিজের দুর্ব্বলতার জন্য অনুতাপ করি তাহাও তুমি

জ্ঞান। ভয়ে বিপদে অসহায় হইলে কাহার নাম স্মরণ করি, উদ্বেগে অশান্তিতে চঞ্চল হইলে কাহার উপর নির্ভর রাখি তাহাও তুমি দেখ। আবার জীবনের উন্নতির জন্য কতটুকু সাধনা করি, মানবসমাজের সেবার জন্য কতটুকু আকাঙ্ক্ষা করি তাহাও তুমি দেখ। তুমি ন্যায়বান্ বিচারপতি, সকল মঙ্গল বিধাতা, আমার যোগ্যতা অনুসারে আমার জীবনের প্রয়োজন অনুসারে তোমার করুণা বর্ষণ করিও ॥ ৯ ॥

অন্তর-দেবতা, তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি সমাজের সকল ঘটনার চালক, তোমার প্রেম সমাজ-বন্ধনের মূল, তোমার জ্ঞান সমাজের চিন্তাগত উন্নতির লক্ষ্য। তোমাকে আর আমি নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিব না, তোমাকে কেবল উপাসনা-গৃহের দেয়ালের মধ্যে বর্ত্তমান দেখিব না; তোমাকে আমার প্রিয় বন্ধুদের অন্তরের সৌন্দর্য্য, সরলতা ও মহত্ত্বের মধ্যে অন্বেষণ করিব না, তুমি যে এই বিশ্বভুবনময় আপনার জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গলভাব বিস্তার করিতেছ। তুমি যে সমাজের দেবতা। সকল জাতি সকল দেশ নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণে, দার্শনিক আলোচনায়, রাজনৈতিক প্রচেষ্টায়, শিল্প-চর্চ্চায়, নৈতিক ও সামাজিক হিতৈষণায়, ব্যবসাবাণিজ্যে তোমারই অনন্ত স্বরূপকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমারই সত্য জানিতেছে, তোমারই প্রেমে মাতোয়ারা হইতেছে ও তোমারই মঙ্গলইচ্ছা সাধন করিতেছে। কিছুই অবজ্ঞা করিতে পারি না, কাহাকেও ক্ষুদ্র ভাবিতে পারি না,

তোমার স্পর্শে সকলই সুন্দর, তোমা কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া সকলি মহৎ। আমাদিগকে তোমার এই বিশ্বরূপের উপাসক কর, তোমার মানবসন্তানের কল্যাণে নিয়োজিত রাখ। কোন বিশেষ গণ্ডী বা বিশেষ পাত্রে যেন আমাদের হৃদয়ের প্রেম সংকীর্ণতা লাভ না করে। তোমার বিশ্বজীবনের সহিত এক করিয়া তোমার জ্ঞানে তোমার প্রেমে, তোমার মঙ্গলভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদের জীবনকে মানবসমাজের সেবায় ধন্য কর ॥১০॥

সাধনার ধন, হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে গোপনে তোমাকে রাখিব। মানুষ যাহাতে জানিতে না পারে, এমন ভাবে আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করিব। যে উচ্চলোকে উঠিলে তোমার সহিত নিত্যকালের জন্য মিলন হয় আমি তাহার অযোগ্য, কিন্তু তুমি ত প্রেমময়, তোমার দীন ভক্তসন্তানের জন্য তুমি নিম্ন ভূমিতে আমার মলিন পঙ্কিল হৃদয়ের এক কোণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখা দিও, তবেই আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। আমি তোমার জন্য প্রতিদিন সকালে হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্পে মালা গাঁথিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু চন্দনে অর্চ্চিত করিয়া, বিনয়ের মালা লইয়া, আশার প্রদীপ হাতে, বিশ্বাসের ধূপধূনাতে, জীবনের সকলকার্য্য সুরভিযুক্ত করিয়া, তোমার মন্দিরের দ্বারে প্রতীক্ষা করিব। তুমি আমার চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও দীনের এই পূজা 'গ্রহণ করিও, আমি আর কিছু চাই না, তোমার কাছে আর কোন ভিক্ষা করি না, কেবল তোমাকে প্রীতি দিয়া তোমার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিয়া যেন নিজকে ধন্য ও

পবিত্র মনে করি। তুমি যদি ভাল মনে কর তবে এই ভিখারীকে দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে একবার দেখা দিও, আর যদি তোমার ন্যায় ও মঙ্গলনিয়মে আমার ভাগ্যে যোগীজনবাঞ্ছিত পুণ্যদর্শন লাভ না হয়, যদি তোমার মধুরস্পর্শ ও অমৃতরসের আস্বাদ লাভ না হয়, তবেও আমি কোন অভিযোগ করিব না,—কেবল গভীর ভক্তির সহিত তোমার সন্তানগণের সেবায় জীবনপাত করিব ॥১১॥

তোমার কাজ তুমি করিবে, আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র। তোমার মঙ্গলইচ্ছা পূর্ণ হইবে, মানুষের কোন সাধ্য নাই তাহাতে বাধা দেয়। তোমার নিয়মে রবিশশীগ্রহ-তারা চলিতেছে, তোমার নিয়মে জড়ীয়শক্তি-সকল ও প্রাণীজগৎ চালিত হইতেছে—ইহারা না জানিয়াও তোমারই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে। মানুষই কি কেবল তোমার এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের বাহিরে পড়িয়া থাকিবে? মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন বলিয়া কি মানুষ আপনার স্বার্থসাধনেই নিযুক্ত থাকিবে ও তোমার নিয়মের বিরুদ্ধে চলিয়া তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে? তাহাত সম্ভব নয়। তুমি যে মানুষকেও তোমার নিগূঢ় শক্তির অধীন করিয়াছ। মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জানিয়া হউক না জানিয়া হউক, তোমার প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া অথবা তোমার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া, তোমার সহযোগীতার অভিপ্রায়ে অথবা তোমার সহিত প্রতিযোগিতার জন্য নানারূপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তোমারই মঙ্গলইচ্ছা সাধন

করিতেছে। মানুষ যেখানে আপনার স্বার্থ অন্বেষণ করে সেখানেও তুমি সেই স্বার্থপর মানুষকে সমাজহিতের যন্ত্র করিয়া লও। মানুষের অভ্যাসগত, চেতন বা প্রবৃত্তিগত জীবনকে তুমি জড়জগতের বা প্রাণীজগতের সাধারণ নিয়মের অধীনে রাখিয়াছ আবার স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মকেও পরিণামে মঙ্গলের দিকেই প্রেরণ করিতেছ, আমাকে তোমার এই বিশ্বমঙ্গলসাধনের যন্ত্র করিয়া লও ॥১২॥

তোমার প্রেম-সাধন করাই জীবনের ব্রত। তোমার প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যেন সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। যতক্ষণ সমাজে বন্ধুদের মধ্যে থাকি ততক্ষণও যেন তোমার প্রেমে মগ্ন থাকিয়া সকল বাক্য ও ব্যবহার সংযত করি। যখন প্রকৃতিতে বৃক্ষ, লতা, আকাশ, প্রান্তর, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, অরণ্যের শোভা দেখিতে যাই, তখনও তোমার সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া তোমার প্রেমেই যেন সকল জড়জীবজগৎকে আলিঙ্গন করিতে পারি। সকল অহঙ্কার ও উদ্ধত আকাঙ্ক্ষা দূরে যাক, সকল অশান্তি উদ্বেগ, বিরহ বিচ্ছেদ চিরকালের জন্য নিবিয়া যাক্। হৃদয়ে তোমার প্রেমের শীতলধারা প্রবাহিত হউক। তোমার উজ্জ্বল আলোকে সকল অন্ধকার পলায়ন করুক। আশা বিশ্বাস, শান্তি সহিষ্ণুতা, বিনয় ভক্তি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হউক। তোমার আদেশ শুনিবার জন্য, তোমার সংসর্গ লাভ করিবার জন্য প্রাণে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠুক। তোমাতেই সকল অবস্থায় নির্ভর করিয়া তোমার মঙ্গল

ইচ্ছাতে জীবনের সকল দুঃখ বিপদ রোগ শোক সমর্পণ করিয়া, সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাকে যেন অর্চ্চনা করি। সংসারের কোন প্রলোভন কোন পরীক্ষা আর যেন আমাকে বিচলিত না করে। সুখ সম্পদ যাহা কিছু আসে তোমারই করুণার দান বলিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। হে প্রেমময়, হে হৃদয়ের স্বামি, তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও ॥১৩॥

আমার জীবনের ভাব তুমি গ্রহণ কর। তোমার কাজ আমার দ্বারা করাইয়া লও। যদি আমি তোমার সেবার অযোগ্য হইয়া থাকি তবে তোমার ভক্ত নরনারীদের দ্বারা তোমার স্বর্গরাজ্য স্থাপন কর। পৃথিবীর পাপতাপের বোঝা যাহাতে কমে, লোকের দুঃখদুর্গতি যাহাতে দূর হয়, রোগ মৃত্যু জরা যাহাতে সংসারের সুখ শান্তি নষ্ট না করে, আর্ত্ত যাহাতে সাহায্য পায়, শোকী যাহাতে সান্ত্বনা পায়, দরিদ্র যাহাতে অভাব মুক্ত হয়, অনাহার ও মহামারী যাহাতে অমঙ্গলের ছায়াপাত না করে, সকল মানুষের মধ্যে যাহাতে ভ্রাতৃভাব হয় এমন ব্যবস্থা তুমি কর—এই শুভদিন আনিবার জন্য তোমার সন্তানগণের প্রাণে শুভসংকল্প জাগাইয়া দাও। মানুষের মধ্যে যে তোমার দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব, যাহাকে আমরা অজ্ঞ, অধম বলিয়া হেয় জ্ঞান করি তাহার মধ্যেও যে অনন্ত জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গলভাবের বীজ লুক্কায়িত আছে, উপযুক্ত সুবিধা পাইলে, উন্নত সমাজ ও উন্নত শিক্ষার সংস্পর্শে যে

তাহার সকল শক্তি বিকাশিত হইয়া পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারে এই সত্যটি তোমার সকল সেবকের প্রাণে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত কর। ধর্ম্মমণ্ডলীসকল মানুষের দেবভাব সকল ফুটাইয়া পৃথিবীকে দেবলোকে পরিণত করুন। তুমি নিজে ত অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেম লইয়া মঙ্গলনিয়ম রক্ষা করিতেছ, আমাদিগকেও তোমার সহযোগী করিয়া লও ॥১৪॥

তুমি আমার সকল চিন্তা অধিকার করিয়া লও। গোপনে গোপনে মনের কোণে যে সকল কামনা পোষণ করিতেছি, তাহাও তুমি ছিন্ন করিয়া দাও। তোমাকে ফাঁকি দিয়া মিথ্যা আশার কুহকে যে সকল ছদ্মবেশী অমঙ্গলকে এতদিন অভিবাদন করিয়াছি তাহারা তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গলরূপের আলোকে লজ্জা পাইয়া পলায়ন করুক। যেখানে আমি নিজের চেষ্টায় তোমার হইতে পারি নাই, সেখানে তুমি জোর করিয়া আমার সকল কাড়িয়া লও। সুখের আশায় যত কল্পনার ঘর বাঁধি, শ্রেয়কে ছাড়িয়া যত প্রেয়ের সেবা করি, তাহা তুমি ভাঙ্গিয়া দাও। আমার পথ বন্ধ করিয়া তুমি দাঁড়াও। আমি সংসার হইতে মন ফিরাইয়া যাহাতে তোমাকে সকল জীবন অর্পণ করিতে পারি, এজন্য তুমি সংসারের যত রোগ, মৃত্যু, অপমান, পরাজয়ের তিক্ত আস্বাদ দাও। আমাকে তোমার প্রেমের পাশে বাঁধিয়া লও, আমি তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া আর সকলি ভুলিয়া যাই, তোমার প্রেমে বন্দী হইয়া তোমাকেই

জীবনের স্বামী বলিয়া স্বীকার করি, কোন ইন্দ্রিয়ের উপরোধ, কোন বাসনার কোন প্রলোভনের আক্রমণে বিচলিত না হই। আমি তোমার মধ্যে ডুবিয়া নিজকে ভুলিয়া যাই, কোন অহঙ্কার আর আমাকে পতনের দিকে না লইয়া যায়। আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া তুমিত্বের সহিত এক হইয়া যাই। কেবল তোমার প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই সকল কাজ ক'রি, সকল কথা বলি।১৫॥

আমার ভিতরে তোমার অধিষ্ঠান, আমার শরীর তোমার মন্দির, আমার আত্মা তোমারই প্রতিনিধি, আমাকে যে অপমান করে সে তোমারই অবমাননার জন্য দায়ী, তুমি তাহার বিচার করিও। মানুষের প্রতি যখন শ্রদ্ধাসম্মান অর্পণ করি, মানুষের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ আছে তাহার নিকট যখন মস্তক অবনত করি তখন তোমাকেই শ্রদ্ধা সম্মানের সহিত প্রণিপাত করা হয়। আমার বন্ধুদের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব, সরলতা, প্রেম ও সেবার আকাঙ্ক্ষা দেখি তাহাতে তোমারই মঙ্গলভাবের প্রকাশ, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব তোমারই দেবত্বের ছবি—প্রত্যেক মানুষ তোমার অনন্ত ভাবের আংশিক অবতার। মানুষকে যেন মানুষ বলিয়া সম্মান করি, কোন মানুষকে যেন আমার স্বার্থ-সাধনের যন্ত্র না করি। যেখানে অসত্য, অন্যায়, অধর্ম্মের রাজত্ব, যেখানে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, যেখানে সাধুভক্তের উপর পাপীদের বিদ্রূপ, উপেক্ষা ও অপমান, যেখানে তোমার ঐশ্বর্য্যকে

অবমাননা করা হয় সেখানে আমাকে তোমার ন্যায়দণ্ডের প্রতিনিধি করিয়া উদ্যতহস্ত রাখিও। আর আমি যখন অন্যায় পথে চলি, অশুভ কাজ করি, তখন তোমার পূজার অযোগ্য হই, তোমার মন্দিরকে অপবিত্র করি, এই অপরাধের জন্য আমাকে কঠোরতম শাস্তি বিধান করিও। তুমি সর্ব্বদা আমার চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া আমার সকল চিন্তা বাক্য ও কর্ম্মকে শুভপথে প্রেরণা দিও ॥১৬॥

জীবনের সকল কাজে কেন তোমাকে দেখি না? তুমি ত কেবল উপাসনার দেবতা নও, তুমি যে আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি যে আমার জীবনের স্বামী। তোমাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না, তোমার কৃপায় বিদ্যাবুদ্ধি সকলই পাইয়াছি, তবে কেন অনেক সময় তোমাকে ভুলিয়া থাকি, তবে কেন আহারে নিদ্রায়, ভ্রমনে গ্রন্থপাঠে, বন্ধুসমাগমে তোমার নাম স্মরণ করি না, তোমার বর্ত্তমানতা অনুভব করিয়া গাম্ভীর্য্য রাখিতে পারি না? আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য চিত্তকে স্থির করিতে হয়, বাক্য সংযত করিতে হয়, কার্য্য তোমার প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পন্ন করিতে হয়। আমি ত তাহার কিছুই করিতেছি না। তুমি আমার সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল কাজ গ্রহণ করিবে, আমার লৌহময় জীবন তোমার স্পর্শে সোনার হইবে, দিনরাত তুমি আমার সঙ্গে আমার হৃদয়ে বাস করিবে, আমি কেবল তোমার কথা শুনিয়া চলিব, তোমার প্রিয় কাজে দিন কাটাইব, তোমার পূজা

আরাধনা, তোমার ভক্তদের সহবাস, তোমার করুণা ও তোমার মহিমার আলোচনা করিয়া আনন্দে জীবন যাপন করিব, এমন শুভদিন কবে আসিবে। আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় তোমার দিকে চাহিয়া থাকিব। তোমার করুণার স্রোত আমার সকল সাংসারিক কামনা ভাসাইয়া লইয়া যাক্ ॥১৭॥

তোমার মঙ্গলবিধানেই সকল ঘটনা নিয়মিত হয়, একটী গাছের পাতাও তোমার ইচ্ছা ভিন্ন নড়িতে পারে না, একটী পাখীর পালকও তোমার নিয়ম ছাড়া মাটিতে পড়িতে পারে না। সমুদয় জগৎ এই এক নিয়মে বাঁধা, মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজও ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে আপনার ইচ্ছানুরূপ কাজ করি, অথচ সকলের সমবেত কার্য্যের ফল জগতের মঙ্গলের দিকেই চলিতেছে। তোমার মঙ্গলনিয়ম যেমন প্রকৃতিতে তেমনি মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আমি তবে আর বৃথা উদ্বেগ অশান্তি ভোগ করিব না, তোমার ইচ্ছাতে আশা বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করিয়া সকল অবস্থায় সহিষ্ণু থাকিব, তোমার মধ্যে জীবনের শান্তি ও আনন্দ অন্বেষণ করিব। যখন সুখ সম্পদ আসে তখন যেমন তোমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিব, তেমনি দুঃখ বিপদের বোঝাও তোমার হাতের বেদনার দান রূপে অবনত মস্তকে বহন করিব। জীবনের সকলভার

সম্পূর্ণরূপে তোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি—যে পথে গেলে তোমার সেবা করিতে পারিব, যে পথে গেলে তোমার সন্তানগণের কাজে লাগিতে পারিব, সেই পথে তুমি আমাকে লইয়া যাও। আমার স্বার্থমুখীন কামনা-গুলিকে পদে পদে নিষ্পেষিত করিয়া, সকল লুব্ধআশাকে ছিন্ন করিয়া আমাকে তোমার মঙ্গলমন্ত্রের সাধক করিয়া লও, আমি তোমার হাতের যন্ত্র হইয়া যাই ॥১৮॥

কথার সঙ্গে কথা গাঁথিয়া আমরা যে প্রার্থনার মালা প্রস্তুত করি তাহা তোমার চরণে তেমন শোভা পায় না—যখন আমরা জীবন দিয়া তোমার উপাসনা করি তখনই তোমার পূজার উপযোগী সমাহার হয়। আমরা প্রতিদিন নিয়ম রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি, অভ্যাসের দাস হইয়া, আধ্যাত্মিক অর্থ ভুলিয়া কেবল বাহ্যিক ক্রিয়ায় সন্তুষ্ট থাকি, এজন্যই আমাদের হৃদয় শুষ্ক হয়, প্রার্থনা প্রাণহীন হয়, তোমার প্রেরণা ও আদেশ আমরা শুনিতে পাই না। যখন জীবনের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক চিন্তায় তোমাকে স্মরণ করি, তোমার প্রীতির সাধন করি, যখন তোমার সেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া লই, তখনই আমাদের প্রকৃত উপাসনা হয়, তখন তুমি কত নিকটে, তুমি কত আপনার তাহা অনুভব করি, তখন তোমাকে সত্যশিবসুন্দররূপে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তুমি কৃপা করিয়া আমা-দিগকে এই সেবার ধর্ম্ম শিখাও, আমরা যাহাতে জীবন দিয়া তোমার নিত্য উপাসনা

করিতে পারি, এজন্ম ভক্তি দাও, বল দাও ॥১৯॥

জীবন দিয়া কিরূপে তোমার উপাসনা করিব, তোমার মন্দিরের দ্বারে কিরূপে নিজকে দীন সেবকের মত সতত দণ্ডায়মান রাখিব, তোমার পূজার থালিরূপে সকল ইচ্ছা সকল কামনাকে কিরূপে সাজাইব; তোমার সত্তার মধ্যে নিজকে কিরূপে ডুবাইয়া রাখিব, অন্তর বাহির কিরূপে তোমাতে পূর্ণ দেখিব, প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ এমন নয়, তুমি আমার অন্তরেই রহিয়াছ ইহা কিরূপে অনুভব করিব; প্রত্যেক কথার সঙ্গে তোমার সায় পাইব, প্রত্যেক কাজের আরম্ভে, মধ্যে ও শেষে তোমার করুণা ভিক্ষা করিব, তোমাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণিপাত করিব—এই মহা-সাধনা তুমি আমাকে শিখাও, এই পবিত্র ব্রতে আমাকে তুমি সিদ্ধি দাও। আমি কি চিরদিন কেবল মুখের প্রার্থনায়, চিন্তার উপাসনায়ই কাটাইব? আমাকে কি তুমি জীবনের কাজ ও ব্যবহারের মধ্যে তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনের উপাসনা শিখাইবে না? তুমি আমাকে এই সেবার ধর্ম্ম সাধন করিতে

ডাকিয়াছ, আমি যেন তোমার আহ্বানের উপযুক্ত হই ॥২০॥

মন যখন বিষাদে অবসন্ন হয়, চারিদিক যখন নিরাশায় অন্ধকার দেখি, তোমার উপাসনায় যখন প্রেরণা পাই না, তখনও শুষ্ককণ্ঠে তোমার নাম গাহিব। জীবনের কথায় ও কাজে যখন তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাই; অপ্রেম, অভিমান, লঘুতা, স্বার্থপরতা যখন ব্যবহারকে কলঙ্কিত করে, যখন ন্যায্যভাবে বা অন্যায়রূপে সমাজের সর্ব্বত্র উপেক্ষিত ও নিন্দিত হই, তখনও দিনের একটি মুহূর্ত্ত তোমার সম্মুখে বসিয়া সকল দুঃখ সকল অভাব জানাইব, সকল ক্ষুদ্রতার জন্য অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইব, ও সকল বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও বিশ্বাসের সহিত তোমার নিকট বল প্রার্থনা করিব। কার্য্য-গত চিন্তাগত ও বাক্যগত জীবনে কত পতন, কত মলিনতা রহিয়াছে তুমি তাহা জান, কিন্তু তোমার কৃপায় আমি প্রার্থনার সময়ে আকাঙ্ক্ষাগত জীবনটিকে তোমার স্বর্গের আলোকে নির্ম্মল করিয়া লইতে পারিতেছি, এজন্য তোমাকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি ॥২১॥

দীনাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা তোমার নিকট সান্ত্বনা পাইবেন। পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা তোমার দর্শন পাইবেন। আমাদের মনে দীনতা আসুক, আমাদের হৃদয় পবিত্র হউক, যাহাতে আমরা তোমার আরও নিকটে আসিতে পারি ও আমাদের অন্তরে তোমাকেই প্রকাশিত দেখিতে পারি। আমরা অনেক শাস্ত্র পড়িয়া জ্ঞানী হইতে পারি নাই কিন্তু আমরা যে নিজের অজ্ঞতা জানিয়া নিজকে দীন দরিদ্র ভাবিতে পারিয়াছি ইহার জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আমরা এত অজ্ঞ, এত দুর্ব্বল, এত অসহায় বলিয়াই আশা, বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয়ের সহিত তোমার উপরে নির্ভর করিয়া আছি, তোমার হাতে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমরা সুখ শান্তি সন্তোষ চাই না প্রভো, তুমি যে দুঃখ দিয়া আমাদের আত্মাকে তোমার দিকে ফিরাইয়াছ ইহাই আমাদের অক্ষয় সুখ; তুমি যে তোমার অনন্ত প্রেম পুণ্য ও মঙ্গল ভাবের আদর্শ প্রকাশিত করিয়া আমাদের বর্ত্তমান

জীবনের প্রতি অসন্তোষ ও বিরাগ এবং অতীত জীবনের অপরাধের জন্য অনুতাপ ও প্রার্থনা জন্মাইয়াছে তাহাই আমাদের শান্তি ও সন্তোষ। তোমাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি এমন শক্তি ত আমাদের রক্তমাংসের দেহে নাই; তোমার অনন্ত জ্যোতিঃ দেখিতে পারি এমন শক্তি ত আমাদের মর্ত্ত্যচক্ষুতে নাই; তবে কেন মহোচ্চপদ ও অসীম শক্তির জন্য লালায়িত হইয়া বিফলতার তিক্ত আস্বাদ লাভ করিব, তুমি যতটুকু ভাল বুঝ ততটুকু আমাদের নিকট প্রকাশিত করিও এবং আমাদের বাক্য চিন্তা কার্য্য ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক সত্যের ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী করিও। আমরা জানি তুমি মঙ্গলময়, তোমার হাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিলে কোন ভয় উদ্বেগের কারণ নাই, তুমি যথানিয়মে আমাদিগকে সুপথে ও সুসঙ্গে চালাইয়া তোমার কোলে টানিয়া লইবে। কেবল শক্তি চালনা ও শক্তি বিকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া আমরা

আমিত্বকেই স্ফীত করিতেছি, অহঙ্কার ও উদ্ধত ভাব আমাদের শত্রুতা সাধন করিতেছে। এখন তুমি আমাদের হও, আমরা তোমার হই—ক্ষুদ্র আমিত্বকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া জগতের সেবায়, তোমার সেবায় আনন্দ উপভোগ করি। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি সফল কর ॥২২॥

আমাদের শরীরের প্রয়োজনের জন্য যাহা যাহা তুমি বিধান করিয়াছ তাহার জন্য আমাদের কোন প্রয়াস করিতে হয় না, আলোক, বাতাস, জল মুক্তভাবে তুমি সকলের জন্য বিতরণ করিতেছ। বর্ণ গন্ধরস উপভোগ করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় চালনা করিতে হয়, সকল মানুষই সমান ভাবে ইন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কিন্তু তুমি যে আনন্দময় মঙ্গলময়—তুমি যে সুন্দর দেবতা তাহা অনুভব করিবার জন্য আমাদের নিজের সাধনার আবশ্যক হয়, নিজের ইচ্ছাশক্তির সহিত তোমার কৃপার যোগের দরকার হয়। বিশ্বাস ভক্তি না থাকিলে আনন্দরূপে তোমাকে অন্তরে পাওয়া যায় না। আমরা যে তোমার জন্য পিপাসিত; আমাদের চারিদিক অন্ধকার, নিজের সকল শক্তি সাধনা ব্যর্থ হইয়া গেল তুমি ত তাহা দেখিতেছ জানিতেছ। এখন তুমি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট অমৃতরূপে আনন্দরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদের তাপিত তৃষিত হৃদয়কে শীতল কর। তোমার প্রেম ও সৌন্দর্য্য লইয়া আমাদের প্রাণকে সরস কর, আলোকিত কর ॥২৩॥

আজিকার দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে স্মরণ করি। তোমার কৃপায় কল্যকার জীবনে যত প্রীতি ও আনন্দ সম্ভোগ করিলাম তাহার জন্য তোমাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি। রাত্রির অন্ধকারে তুমি আমাকে ভয় বিপদ ও পাপ হইতে রক্ষা করিয়া আমার শরীর ও মনের সকল ক্ষতি পূরণ করিয়াছ, ক্লান্তি দূর করিয়াছ এজন্য তোমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। তুমি আজ সকল বাক্যে, সকল কর্ম্মে সকল চিন্তায় আমার সঙ্গে থাক। আমাকে তোমার প্রেমে সরস ও তোমার আনন্দে সতেজ রাখ। সকল বিষাদ ও নিরাশা চলিয়া যাক্। যেখানে যত ধর্ম্মবন্ধু আছেন সকলের আত্মার সহিত আমার আত্মাকে মিলাইয়া দাও। আমরা পরস্পরের প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের বলে বলীয়ান হই। যেখানে যত দুঃখী তাপী দরিদ্র রোগী শোকী অনাথ আছেন, সকলের জন্য আমাদের সমবেদনার ও করুণার রাগিণী উত্থিত হউক। তাহাদের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া আমরা তাহাদের

জীবনের ভার লাঘব করি। স্বদেশে বিদেশে যত কিছু অশান্তি, অপ্রেম, কলহ, মলিনতা, সমুদয় দূর করিয়া পৃথিবীতে শান্তির হাওয়া, প্রেমের বন্যা প্রবাহিত কর। ॥২৪॥

আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনন্তে ধায়, জীবন ধূলিতে গড়ায়—এজন্যই ত আমাদের এত অতৃপ্তি, এত হাহাকার। এত ক্ষুদ্রতা, এত মলিনতা, এত অজ্ঞতা, এত দুর্ব্বলতা লইয়া কিরূপে নিশ্চিন্তভাবে গল্প আমোদ ও হাসি ঠাট্টায় দিন কাটাইব? তুমি যে আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, তুমি যে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ। আমরা তোমাকে বাহিরে বসাইয়া রাখিয়াছি আর দ্বার বন্ধ করিয়া তোমার আসনে স্বার্থকে, অহঙ্কারকে উদ্ধত আকাঙ্ক্ষাকে বসাইয়া পূজা করিতেছি এ আমাদের কি অপরাধ! তুমি এমন সুন্দর, প্রেমময় মঙ্গলময় পিতা, তোমার সঙ্গে বসিলে হৃদয়মন কত উন্নত হয়, আমরা কত নূতন সত্য পাই; আমাদের প্রাণ প্রেমে সরস হয়, অন্তরে মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা আসে, তবে কেন আমরা ক্ষুদ্র চিন্তা, তুচ্ছ কথা ছাড়িব না? তুমি আমাদের প্রাণে নিজকে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশিত রাখিয়াছ, আমাদের হৃদয়ে তোমার প্রেরিত স্বর্গীয় আদর্শ সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে, আমাদের

এই উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য, ধর্ম্মকে জীবনে আচরণ করিবার জন্য তুমি আমাদের বল দাও ॥২৫॥

প্রেমময় পিতা, জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি—অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই বরং লজ্জা পাইবার, নিজকে ধিক্কার দিবার অনেক আছে। তুমি কত উপরে স্বর্গলোকে আকাশের চেয়ে উর্দ্ধে রহিয়াছ! আমরা একটু জ্ঞান, একটু ভক্তি, একটু কর্ম্মে উন্নত হইলেই গর্ব্বে স্ফীত হই, কিন্তু সম্মুখে কত অনন্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের নিজের ও সমাজের সকলের মুক্তির জন্য, সকল ভাই ভগিনীর আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কত করিবার, কত ভাবিবার, কত জানিবার রহিয়াছে তাহা যখন ভাবি, তখন নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হয় যে মানুষের সকল নিন্দা ঘৃণা, উপেক্ষা অনাদর মাথায় লইলে ও আমাদের ক্ষুদ্রতা ইহার সমান হইবে না। মানুষ যখন আমাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় তখন যেন আমরা এ কথাই ভাবি যে আমরা অতি নীচে পড়িয়া আছি, এত নীচে যে অবজ্ঞাও আমাদের কাছে পৌঁছিতে পারে না। নিজের কোন শক্তি নাই, জ্ঞান নাই, এজন্য দুঃখ করিব কেন? নিজের

অপরাধে যদি অশক্ত ও অজ্ঞ হইয়া থাকি তবে তোমার মঙ্গল বিধানই আমার জীবনে পূর্ণ হইবে ; আর নিজের চেষ্টা সাধনার ফলে যদি তোমার কৃপার অধিকারী হওয়া যায় তবে তুমিই আমাদের আধ্যাত্মিক বল দিবে ॥২৬॥

ব্রহ্মোৎসবের পরে আবার তোমার চরণে নমস্কার করি। অগ্নি-উপাসক যেমন বৎসরের বার মাস, মাসের প্রত্যেক দিন ও দিনের সকল ঘণ্টায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখেন আমরাও তেমনি তোমার উপাসনার অগ্নি প্রত্যেকের ঘরে জ্বালাইয়া রাখিব। প্রতি সপ্তাহে তোমার উপাসনা করিয়া নূতন প্রাণ পাইব। তুমি যে পরম সুন্দর; তোমার রূপ ধ্যান করাতে আনন্দ, তুমি মঙ্গলময় পবিত্র দেবতা, তোমার পশ্চাতে সকল সাধুভক্ত ছুটিয়াছেন, তোমার ইঙ্গিত শুনিয়া কত রত্নাকর বাল্মীকি হইল, কত 'সল' 'পল' হইল, যিনি রাজপুত্র ছিলেন তাহাকে তুমি সন্ন্যাসী করিলে। তোমার স্বর্গীয় প্রভাবে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গেলিলির জীর্ণ কুটিরে যে সূত্রধরের তনয় জন্মিয়াছিলেন তাঁহার চরণে রাজ রাজেশ্বরের মুকুট লুণ্ঠিত হইতেছে। তোমার আধ্যাত্মিক জগতের অজেয় শক্তির কাছে কি কোন পার্থিব ক্ষমতা, ধনমানের প্রলোভন দাঁড়াইতে পারে? তুমি ধর্ম্মবলে কত দীন দরিদ্র দুঃখী তাপী পাপী [illegible] মানুষকে

অনুপ্রাণিত করিয়াছ; যাহার কেহ নাই তাহার তুমি আছ; তোমার হাতে যার সকল ভার, সকল বিশ্বাস, তাহার ত কোন ভয় নাই। জগতের মহাপুরুষগণ যে তোমার অবতার বা প্রতিনিধিরূপে জনসমাজে গৃহীত হইয়াছেন, তোমার পূজার অধিকার পাইয়াছেন, তাহা ত এই আধ্যাত্মিক শক্তিরই পরিচায়ক। আমাদের উচ্চ আদর্শসকল মহাপুরুষদের জীবনে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে; আমাদের আকাঙ্ক্ষা যে সকল মঙ্গলভাবের জন্য লালায়িত, তাঁহারা জীবনে পরিপূর্ণভাবে তাহা আয়ত্ত করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আমরা নিজের হৃদয়ের মহত্ত্ব ও তোমার মুখের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত দেখি। আমরা নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যে মুখ লুকাইবার স্থান পাই না, কিন্তু তোমার ভক্ত সন্তানদের মধ্যে আমাদের প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিণতি ও অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বিকাশ দেখিয়া আশা পাই, উৎসাহ পাই। আমাদের প্রত্যেকের জন্য তোমার এই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত আছে, আমাদের প্রত্যেককে তুমি জ্ঞানে প্রেমে ও মঙ্গল ভাবে

পূর্ণ করিয়া দিবে। আমরা নিজেদের মোহ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতার জন্যই তোমার ঘরে নিজেদের ন্যায্য অধিকার ও সম্পত্তি লাভ করি না। তুমি আমাদের এই মোহ, অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা দূর কর ॥ ২৭ ॥

দিনের পর রাত্রি আসে ইহা তোমারি নিয়ম—আমরা সারাদিন নিজেদের কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকি ইহা যেমন তোমার ইচ্ছা, সন্ধ্যাকালে তোমার কোলে বিশ্রাম লাভ করি ইহাও তোমারি ইচ্ছা। আলোক ও অন্ধকার, শীত ও গ্রীষ্ম তোমার জগতে পর্য্যায়ক্রমে কাজ করিতেছে, কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়, সকল অবস্থারই আবশ্যক আছে, সকল ঘটনার ভিতরেই তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমরা আজ রোগে ভয়ে ভীত, মৃত্যু বিরহ শোক আমাদের মুহ্যমান করিতে চায়, কিন্তু এই ঘোর অমাবস্যার রজনীতেও আমরা তোমাকে স্মরণ করিব, তোমার মঙ্গল বিধানের জয় গান করিব। কত অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত বিপদ আমাদের অন্তরে ঝটিকার আকার ধারণ করে, কিন্তু তোমার করুণার প্রতি বিশ্বাসী হইলে, আমরা শক্ত পাথরের উপর দাঁড়াই—যেখানে কোন সমুদ্রের ঢেউ পৌঁছিতে পারে না। আমরা তোমার চরণে সকল উদ্বেগ অশান্তির বোঝা নামাইয়া সানন্দে স্বচ্ছন্দ চিত্তে তোমার কাজ করিয়া যাইব।

আমাদের ত কোন বল নাই ভরসা নাই, তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয় নাই, সহায় নাই। আমরা কত ক্ষুদ্র, বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ের আগে হইতে প্রতিকার করি, জীবনের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল ব্যবহার, বাক্য, চিন্তা নিয়মিত করি এমন শক্তি নাই, এমন জ্ঞান নাই। তবে ইহা নিশ্চয় জানি যে তোমার প্রতি ভক্তি রাখিয়া সরল-ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিলে, আমার যতটুকু করিবার তাহা সুন্দররূপে সমাধা করিলে তোমার দৈব আশীর্ব্বাদ আমাদের অপর সকল অভাব মোচন করিবে। তোমার আধ্যাত্মিক নিয়ম আমাদের হৃদয়ের প্রত্যেক চিন্তা, কামনা, প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা, অশ্রুজল ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস গণনা করিতেছে, আমাদের কাজের উদ্দেশ্য ও উপায় তোমার জাগ্রত দৃষ্টি সর্ব্বদা দেখিতেছে। তুমি ন্যায়বান বিচারপতি, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য বিধান করিবে। আমরা সকল অবস্থায়, সকল ঘটনায় তোমার দিকেই চাহিয়া থাকিব, তোমার নিকটই প্রাণের আশা, সুখ দুঃখ বলিব, তোমার কাজ

করিয়া ফলাফল তোমাকেই দান করিব
তুমি আমাদের সহায় হও ॥ ২৮ ॥

অন্তরতম দেবতা তুমি আমাদের অন্তরে থাকিয়া সকল অভাব জান, সকল বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, সকল দুঃখে শোকে সান্ত্বনা দাও। আমরা প্রতিদিন অন্নজলে তোমারই করুণা ভোগ করিতেছি, তোমারি আশীর্ব্বাদে জীবন ধারণ করিতেছি। তুমি আমাদের জন্য পৃথিবীকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া কত ধন ধান্য, ফল ফুল, স্বাদ গান আমাদের জন্য বিধান করিয়াছ। আত্মীয় বন্ধুদের স্নেহ ভালবাসায় তোমারি প্রীতি ভোগ করিতেছি। এ-সকলের জন্য তোমাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করি। আমরা যেমন হইতে চাই, তেমনটি হইতে পারি নাই; যত জ্ঞান লাভ করিতে চাই ততই অজ্ঞতা বাড়ে; যত প্রেম থাকিলে আমরা পৃথিবীর সকল ভাই ভগিনীকে এক জ্ঞান করিয়া সকলকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি তেমন প্রেম আমাদের নাই; যত শুভ সঙ্কল্প আমাদের প্রাণে জাগে সকলগুলিকে সফলতা দিতে পারি না; কত কাজ করিবার ইচ্ছা হয়, কত দুঃখী তাপীর চোখের জল মুছান উচিত,

কত অন্নহীনের অভাবগ্রস্তের সাহায্য করা উচিত, কত স্বদেশীয় ভাইদের যত্ন নেওয়া সুপথে আনা উচিত,—আমরা ত কিছুই করিতে পারি না, কত আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, কত আশা বিফল হইয়া যায়, কত সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া যায় সকলি তুমি জান, আমরা যখন তোমাকে একটু জানিতে আরম্ভ করি, তোমার প্রতি একটু অনুরাগ লইয়া যখন তোমার সেবার জন্য প্রস্তুত হই, তখন আমাদের জীবন হয়ত শেষ হইয়া আসে, তুমি হয়ত পৃথিবী হইতে আমাদিগকে লইয়া যাইবে। এখানে কত ফুল না ফুটিয়া কুঁড়িতেই শুকাইয়া যায়, কত জনকে তুমি ফুটন্ত যৌবনে মায়ের বুক হইতে কাড়িয়া নেও। এই সকল অপূর্ণতার মধ্যে, অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমরা তোমার চরণে আশা ও বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করিয়া শান্তি পাই। তোমার মধ্যে যে আমাদের সকল আত্মীয় স্বজন হারানরতন অনন্তকাল জীবিত আছেন। আমরা ত অনন্তকাল তোমার কোলে জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে বর্দ্ধিত হইয়া

উন্নততর জীবন লাভ করিব ; এখানে এই বর্ত্তমানকালে আমাদের হাতে তুমি যে সকল কর্ত্তব্য ন্যস্ত করিয়াছ তাহা যেন সুন্দররূপে সম্পাদন করি ॥ ২৯ ॥

প্রেমময়ী জননি, তোমার হাতে যাঁহারা সকল ভার অর্পণ করেন—যাঁহারা সকল সুখ সম্পদ তোমার সেবায় উৎসর্গ করেন, যাঁহারা সকল স্বার্থ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার সন্তানদের কিসে কল্যাণ হয়, কিসে তোমার স্বর্গরাজ্য সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয় এই চিন্তা এই চেষ্টা করেন, তাঁহাদের জীবন কেন এত নিস্তেজ হয়, তাঁহারা কেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তোমার বলে বলীয়ান হন্ না? তোমার ভক্তেরা হৃদয়ে তোমাকে পাইয়া কি এক স্বর্গীয় তেজ, স্বর্গীয় উৎসাহ, স্বর্গীয় আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তাঁহাদের প্রেমের বৈদ্যুতিক প্রবাহ কোটি কোটি নর নারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমরা তোমার সন্তান নামে পরিচয় দেই, তোমার পূজা প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে করি, তোমার সেবায় জীবন নিয়োগ করিব বলিয়া সংকল্প করি, অথচ আমাদের জীবনে কেন কোন পরিবর্ত্তনই আসে না, আমরা কেন ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয় লইয়া সংসারের এক কোণে পড়িয়া থাকি, পলে পলে ব্যর্থ জীবনের লাজে শতবার

মৃত্যুর আস্বাদ পাই। আগুণের উপরে চাউল ও জল রাখিলে ভাত হয় ইহা কে না জানে? তোমার উপাসনার অগ্নিতে আমরা প্রতিদিন হৃদয়কে পুড়াইয়া লই, অথচ আমাদের মন কেন গলে না, আমাদের পাপ প্রবৃত্তি কেন পুড়িয়া ছাই হয় না, আমাদের স্পর্শে কেন সকল মানুষ উৎসাহের উত্তাপে সতেজ ও সজীব হইয়া উঠে না? আমরা কি চিরকাল কেবল শূন্যকথায় তোমার পূজার মর্য্যাদা নষ্ট করিব, আমরা কি চিরকাল এইরূপ মৃতপ্রায় ও নীরস হইয়া থাকিব? তুমি ত আকাশের তারাগুলিকে শূন্য পথে নিয়মিত করিতেছ, আমাদের জীবন কি তুমি নিয়মিত করিবে না? আমাদের জীবন কি লক্ষ্যহীন নিয়মহীন ভাবে ভাসিয়া চলিবে? তুমি আমাদের কেমন মা? অবিশ্বাসী ভক্তিহীন মানুষও যেমন ভাবে চলে, আমরাও যদি তেমন ভাবেই চলি, তবে আর তোমার করুণাময়ী দীনবৎসলা নামের সার্থকতা কোথায়? তোমাকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপেক্ষা করিয়া অবজ্ঞা করিয়া কতজন জ্ঞানের

উচ্চসীমায় আরোহণ করিতেছে, সংসারের ও সমাজের সকল কর্ত্তব্য সুন্দররূপে পালন করিয়া ধন মান ও ক্ষমতা লাভ করিতেছে, আর আমরা তোমার সেবা আরাধনা করিয়া অজ্ঞতা, অপ্রেম, অপবিত্রতা, দরিদ্রতার বোঝা বহন করিয়া সর্ব্বত্র অপমানিত হইতেছি। তুমি যদি জীবন্ত দেবতা হও, তুমি যদি ক্ষমা-শীলা প্রেমময়ী জননী হও, তবে তোমার সত্তার সাক্ষ্য, করুণার প্রমাণ আমাদের জীবনে দেখাও ॥ ৩০ ॥

যন্ত্রি, কি সঙ্কেতে তুমি এই দেহ যন্ত্রকে নির্ম্মাণ করিয়াছ, কি সূক্ষ্ম তার দিয়া তোমার বিশ্বসঙ্গীতের সুরে ইহাকে বাজাইতেছ। আমার অভ্যন্তরে এত হৃৎকম্পন, এত রক্ত চলাচল, এত শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ, এত খাদ্য পরিপাকের ব্যাপার নিঃশব্দে চলিতেছে, আর তোমার জল বায়ু, তাপ আলোক, মৃত্তিকা-প্রস্তরপূর্ণ পৃথিবী আমার এই ক্ষুদ্র দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে। আবার তুমি আমাদের হাতে এই শরীরের কল চালাইবার ভার দিয়াছ। যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় তখন আমাদের অন্নজল দিয়া এই যন্ত্রকে সচল রাখিতে হয়। প্রতিদিন নিয়মিত স্নান আহার ব্যায়াম বিশ্রাম নিদ্রা দ্বারা ইহাকে মার্জ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে হয়। কি অদ্ভুত কৌশল তোমার! এই যন্ত্রের ভিতরে কত সুখ দুঃখ, কত রাগ দ্বেষ, কত প্রেমের উচ্ছ্বাস, বিরহের হা হুতাশ, কত আকাঙ্ক্ষার উদয় ও প্রবৃত্তির সংগ্রাম চলিতেছে, আমরা যদি অসাবধান হই, একটু দুর্ব্বল ও অসংযমী হই, তবে এই যন্ত্রের কল

কব্জা কি অচল ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। তুমি আমাকে ইহার সদ্ব্যবহার শিখাও, যাহাতে তোমার ইচ্ছার অধীনে ইহাকে চালাইয়া ইহার সবগুলি তার তোমার প্রেমের রাগিণীতে ঝঙ্কৃত করিতে পারি ॥ ৩১ ॥

প্রেমময় স্বামি, একি তোমার ভালবাসার খেলা!—পৃথিবী জুড়িয়া আত্মার সঙ্গে আত্মার একি মিলন! একি রহস্যময় আকর্ষণে তুমি বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুকে, প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়ীকে আবদ্ধ করিতেছ! কোন্ সুদূরের পার হইতে প্রেমের হাওয়া আসিয়া মানুষের গায়ে লাগে, আর মানুষ চঞ্চল হইয়া ব্যাকুল হইয়া প্রিয়জনের পশ্চাতে ছুটে! প্রকৃতির কোন্ সুদূর উপবন হইতে বসন্তের সুগন্ধ আসিয়া প্রেমিকের অন্তরে স্বর্গের চিত্র রচনা করে! একি তোমার প্রেমের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নবদম্পতি একের মধ্যে অন্যকে উপলব্ধি করে, পরস্পরের স্পর্শে নূতন আনন্দ সম্ভোগ করে! যে ভালবাসা মানুষকে নূতন জীবন দেয়, যে ভালবাসা মানুষের প্রাণে নূতন আশা দেয়, নূতন উৎসাহ দেয়, নূতন বল দেয়, যে ভালবাসা আত্মার সঙ্গে আত্মার পরিচয় ঘটায়, মানুষের স্বার্থকে ভুলিতে শিখায়, আপনাকে অকাতরে পরের জন্য দান করিতে শিখায়, যে ভালবাসা শারীরিক কোন কামনার অপেক্ষা করে না, সেই ভালবাসা

তুমি জগতে প্রকাশ করিতেছ। আমাদের সকল পাপ মলিনতা ধৌত করিয়া তুমি স্বর্গীয় ভালবাসার পুণ্য-কিরণে আমাদিগকে নির্ম্মল, সরস করিয়া দাও। সমাজে পরিবারে সে প্রেম প্রসারিত হইয়া তোমার সেবার নৈবেদ্য প্রস্তুত করুক ॥৩২॥

সম্মুখে অনন্ত জ্ঞান, অনাবিল প্রেম ও পরিপূর্ণ মঙ্গলভাবের আদর্শ ধরিয়াছ, আমরা এত ক্ষুদ্র, এত মলিন, এত অপূর্ণ হইয়া কিরূপে তাহার অনুসরণ করিব? আমাদের কিছুই শক্তি নাই, তুমি যদি কৃপা করিয়া আমাদের হাতে ধরিয়া অগ্রসর কর তবেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারি। আমরা সুদূরের মহান্ উচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া যেন বর্ত্তমানের নিকটতম কর্ত্তব্যগুলি ভুলিয়া না যাই। প্রতিদিন প্রভাতে তুমি আমাদের কাছে যে জ্ঞান ও সেবা চাও, প্রেমের সহিত, আনন্দের সহিত যেন তাহা দিয়া তোমাকে তুষ্ট করিতে পারি। প্রতিদিনের জীবনে তুমি কত পরীক্ষা, কত প্রলোভন প্রেরণ কর, তাহা হইতে যেন তোমার প্রসাদে ও নিজের আত্মার প্রভাবে উদ্ধার পাইতে পারি। প্রতিদিনই যেন কোন না কোন ভাই ভগিনীর মধ্যে প্রীতি প্রসারিত করিয়া, কোন না কোন দুঃস্থ অসহায় ভাইয়ের সেবা করিয়া, সাহায্য করিয়া তিল তিল করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের শিক্ষালাভ করিতে পারি। প্রতিদিনই যেন

একটু নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া তোমার সত্য-স্বরূপকে নূতন আলোকে দেখিতে পারি। আমাদের প্রতিদিনের শুভ কামনা ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা, সংযত ও সুমধুর বাক্য, পবিত্র চিন্তা ও শান্ত বিনীত ব্যবহার তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হউক ও আমাদের সমগ্র-জীবনকে পুণ্যের, ধর্মের জ্যোতিতে ও সুগন্ধে আলোকিত, আমোদিত করুক ॥৩৬॥

তুমি সত্য, একথা মনে রাখা কেন এত কঠিন? আমরা অসত্যে ডুবিয়া আছি, প্রতিদিনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার মধ্যে, ব্যস্ততা কোলাহলের মধ্যে আত্মার মহত্ত্ব, আত্মার দেবত্ব, আত্মার শান্তি, আত্মার নীরব আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া থাকি। আমাদের মন কলুষিত, আত্মার দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাই সত্য কি দেখিতে পাই না, তাই অশুভ পাপের বোঝা নিত্য বহন করিতেছি। তুমি জীবনের উৎস, অমৃতের সাগর, অথচ আমরা প্রতি-দিনই শতবার মরিতেছি। মৃত্যু ত আর কিছুই নয়, অজ্ঞতা, অপ্রেম, অশুভ চিন্তা ;—জীবন যাহারা পান তাহাদের জ্ঞান যেমন সর্ব্বব্যাপী, প্রেমও তেমনি সর্ব্বত্র প্রসারিত, তাহাদের কল্যাণ-কামনা, সমুদয় পশু পক্ষী, তরুলতা, প্রকৃতিও মানবসমাজকে আলিঙ্গন করে। তুমি আনন্দময়, তোমার উৎসব দিনরাত আকাশে পর্ব্বতে নদী সমুদ্রে, অরণ্যে মরুভূমিতে চলিতেছে অথচ আমরা নিরানন্দে আছি, আমাদের দুঃখ আর ঘুচে না, আনন্দের বন্যায় নিজকে ছাড়িতে পারি না।

আমরা নিজের নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্যে, নিজের সুখ দুঃখ, চিন্তা ভাবনা, আমোদ উপভোগের মধ্যে আবদ্ধ, সকলের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারিতেছি না। মাঠের চাষী-ভাই, তাঁতী ভাই,—যাহারা মাথার জল পায়ে ফেলিয়া আমাদের অন্ন বস্ত্র যোগাইতেছে— তাহাদের কথা ভাবি না, তাহাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, নাড়ীর যোগ অনুভব করিতে পারি না। তোমার ধর্ম্ম ত চিরকালই দুঃখী তাপীদের সান্ত্বনা দিয়াছে, পাপীদের আশা দিয়াছে; ধনী মানীরা অহঙ্কারের উদ্ধত ভাব লইয়া তোমার অমৃত আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তুমি প্রকৃতিতে নিয়মের লৌহ-শৃঙ্খল অনতিক্রমনীয় করিয়া রাখিয়াছ, তোমার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য্য আলো দেয়, বায়ু বহে, মৃত্যু ও তোমার অব্যর্থ নিয়মে চলে, কিন্তু মানুষকে তুমি স্বাধীন করিয়াছ বলিয়াই মানুষ আনন্দ করিতে পারে, মানুষ স্বাধীনভাবে তোমার সৌন্দর্য্যকে বরণ করিয়া লয়, এজন্যই মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ইচ্ছায় তোমাকে—অনন্তকে পাইতে এত

ব্যাকুল। মানুষ ত কেবল পশ্চাতের ঘটনা দ্বারা চালিত হয় না, মানুষ সম্মুখে উচ্চ আদর্শ ধরিয়া, মঙ্গলকার্য্যের লক্ষ্যস্থাপন করিয়া অগ্রসর হয়—এজন্যই মানুষ তোমার ধর্ম্মরাজ্য প্রেমরাজ্য স্থাপনে সহযোগী। মানুষকে তুমি প্রাণীজগতের মধ্যে ক্ষুদ্র করিয়াছ, প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে সামান্য ধূলিকণার মত, পিপীলিকার মত করিয়াছ—কিন্তু মানুষ জ্ঞানে সকল পৃথিবী জয় করিয়াছে—দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করিয়াছে, প্রেমে সমাজ বাঁধিয়াছে। তুমি সমুদয় মানবজাতিকে একসূত্রে গাঁথিয়া সংসারে প্রেমের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাও।।৩৪।।

কাঙ্গাল হরি, দুঃখী হরি, ভিখারী হরি, তুমি ত যত দীনদরিদ্র, পাপীতাপীর হৃদয়ে, বিরাজ কর। তাহাদের সঙ্গেই তোমার প্রেম, তাহাদের সকল বোঝা তুমি বহন করিতেছ, তাহাদের চোখের জল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস তোমার করুণ হৃদয়কে ভিজাইতেছে দগ্ধ করিতেছে। ভোগী যেখানে ঐশ্বর্য্যের আবরণে পৃথিবীর আর-সমস্ত ঢাকিয়া কেবল নিজের সুখ ও আরামকে বড় করিয়া তুলিতেছে, সেখানে তুমি নও; অজ্ঞ পুরোহিত যেখানে কাঁসের ঘণ্টা বাজাইয়া তোমার জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছে, সেখানেও তুমি নও; কিন্তু যেখানে চাষী-ভাই গ্রীষ্মের প্রখর তাপ ও বর্ষার মুষলধারা মাথায় করিয়া ক্ষেতে লাঙ্গল টানিতেছে, যেখানে তাঁতী ভাই, কামার-ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিতেছে, যেখানে অনাথ শিশু অর্দ্ধাহারে মলিন বস্ত্রে দুঃখের জীবন বহন করিতেছে, যেখানে দরিদ্র বিধবা ধানকে চাউল করিয়া সন্তান পালন করিতেছে, যেখানে রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া জীবন

অসহ্য বোধ করিতেছে, যেখানে পাপী প্রলোভনের কাছে বার বার পরাজিত হইয়া নিরাশায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে, সেখানে—সেখানে তুমি সকল দুঃখ কষ্টের সঙ্গে মিলিয়া রহিয়াছ। আমার হৃদয় তোমার এই দুঃখের সহিত মিলাইয়া দেই, তোমার সাহায্যের জন্য তোমার উদ্ধারের জন্য আমি ক্ষুদ্র জীবন বলি দেই॥৩১॥

প্রেমময়ী জননী, তোমার ক্রোড়েই চিরকাল বাস করিতেছি। জন্ম হইবার পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম, মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাইব তাহা জানি না, কিন্তু এই জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই ধ্রুব-বিশ্বাসটি লাভ করিয়াছি যে তোমার প্রেম, পুণ্য, মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য অন্তরে বিকাশ করিয়া তুমি আমাকে তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার জন্য আহ্বান করিতেছ। তোমাকে যখন দেখি না, মোহ-মলিনতার আবরণ যখন তোমাকে আমা হইতে দূরে রাখে, তখনই যত দুঃখ যত ভয়, যত অশান্তি যত উদ্বেগ। আর তুমি আমার সঙ্গেই রহিয়াছ, আমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া আছ ইহা যখন জানি, যখন তোমার মধ্যে সকল বস্তুকে ও সকল বস্তুর মধ্যে তোমাকে দেখি, তখন আনন্দের সাগর হইতে বাণ আসিয়া আমাকে ভাসাইয়া নেয়, তখন প্রেমে হৃদয় সরস হইয়া উঠে, তখন তোমার সেবার জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ-রূপে ত্যাগ করাতেই জীবনের সার্থকতা মনে করি। মৃত্যুভয়, লোকভয়, রাজভয় দূর

করিয়া তোমার সেবার মহান্ আনন্দে আমাকে ডুবাইয়া রাখ। দিনের সংখ্যাদ্বারা জীবনের বিচার করিব না, তোমার জ্ঞানময় ইচ্ছা ও মঙ্গলবিধান যতদিন সংসারে দেহধারী করিয়া আমার আত্মাকে রাখে, ততদিন যেন কেবল তোমার সেবা করি। ॥ ৩৬ ॥

তুমি অতীন্দ্রিয় লোকে থাকিয়া দৃশ্যজগতে আপনাকে প্রকাশ করিতেছ। আমরা ইন্দ্রিয়ের অধীন বলিয়াই তোমাকে আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত দেখি না। তোমার ইচ্ছার সঙ্গে, তোমার মঙ্গলনিয়মের সঙ্গে যেখানে আমাদের যোগ আছে, সেখানেই আমাদের মহত্ত্ব, সেখানেই আমাদের দেবত্ব। তোমার পথে চলিলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের পশ্চাতে দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ তারা আমাদের সহায় হয়। আর যখন ইন্দ্রিয়ের সুখে অন্ধ হইয়া তোমার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করি, তখন কথার সঙ্গে কথা যোগ করিতে পারি না, কোন মানুষের নিকট শ্রদ্ধা বা সম্মান পাই না, কোন উদ্ধত ইচ্ছাকে বিনীত করিতে পারি না, কোন জড় কাষ্ঠখণ্ডকে আমাদের অভিপ্রেত আকার দিতে পারি না। সংসারে যেখানে যত কবি, শিল্পী, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, তোমারই পবিত্র রাজ্যের প্রজা হইয়া তোমারই অদৃশ্যরূপের পরিচয় পাইয়া মর্ত্ত্য-জগতে আত্মার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন এই আত্মার সৌন্দর্য্যেই মানুষের সার্থকতা।

আত্মার গৌরবেই আমাদের গৌরব। লক্ষ মানুষের খাওয়া-পরা, খেলাধূলা, বিশ্রাম-নিদ্রা, গল্প আমোদ ভেদ করিয়া একটি মহাপুরুষ আপনার আত্মার প্রভাবে জগৎ আলোকিত করেন। মানুষের মূল লক্ষ্য এই আত্মার জগৎ, আমরা যেন সকল পাপ মলিনতা পরিত্যাগ করিয়া সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হই॥ ৩৭॥

প্রেমময় পিতা, আমরা যে তোমার সন্তান, তোমার প্রেম পরিবারভুক্ত সকল মানুষই যে এক ভ্রাতৃত্বের পবিত্রবন্ধনে যুক্ত রহিয়াছে তাহা কেন অনুভব করি না? জগতের কত ধর্ম্ম তোমার আসনে জড় প্রস্তরখণ্ড বা জীবন্ত প্রাণীকে বসাইতেছে, কত গুরু, কত অবতার তোমার প্রাপ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন! তুমি ত যুগে যুগেই মহাপুরুষদের পাঠাও, নরনারীকে ধর্ম্মের স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তুমি এখনও কত কবি, কত শিল্পী, কত গায়ক, কত চিত্রকরকে নিযুক্ত রাখিয়াছ; কত বক্তা, কত আচার্য্য, কত দাতা, কত শিক্ষক, মানুষের আত্মাকে তোমার জন্য উন্মুখ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। তুমি ত প্রত্যেক মানুষকে চাও, প্রত্যেকের হৃদয়ে তুমি সত্যরূপে, মঙ্গলরূপে, সৌন্দর্য্যরূপে অবতীর্ণ হইতে চাও, আমরাই তোমাকে দূরে রাখি, আমাদের স্বার্থ, অভিমান, অহঙ্কার, অপ্রেম যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিতে দেয় না, তেমনি তোমার সঙ্গেও আমাদের ব্যবধান সৃজন করে। আমরা যখন মানুষের

সম্বন্ধে কুভাব পোষণ করি, আমরা যখন পতিত ভাই ভগিনীদের দরজা হইতে ফিরাইয়া দেই, যখন আর্ত্ত ও অভাবগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যদানে বিরত হই, তখন আমরা তোমার প্রতিই উপেক্ষা দেখাই, তোমাকেই আমাদের হৃদয়মন্দির হইতে দূরে রাখি। দুঃখী তাপী ও পাপীদের মধ্যেও যেন আমরা তোমাকেই দেখি ॥ ৩৮ ॥

তুমি পিতা, এই বিশ্বজগতের মূলে তোমার প্রেম কাজ করিতেছে, ইহা ভাবিতেও মনে কত আশা পাই, বল পাই। যখন সন্দেহ আসে, অবিশ্বাস আসে, তখনও মন আপনা হইতে বিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠে, সৃষ্টির ভিতরে তোমার মঙ্গলহস্ত নিগূঢ়ভাবে সকল ঘটনা নিয়মিত করিতেছে। আমাদের সঙ্গে তুমি কত খেলাই খেলিতেছ, ছায়া-বাজীকরের মত, যাদুকরের মত আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া কি অলৌকিক কাণ্ডসকলই দেখাইতেছ। আমরা তোমাকে চোখে দেখি না, অথচ আমাদের চোখে দেখা তোমার শক্তিতেই সম্ভব হইতেছে; আমার লেখা, বলা, চিন্তা করা, সকলেরই শেষ তোমার মধ্যে। তোমার জ্ঞানই জড়জগতে নানা বিচিত্র আকার ধরিতেছে; তোমারই প্রাণশক্তি জীবজন্তুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; তোমারই পরম চৈতন্য আমাদের আত্মাতে খণ্ডিত হইয়া আমাদিগকে নানা জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মে উন্নত করিতেছে। তোমার হাতে সকল ভার দিয়া আমরা নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইতে

পারি। তোমার কৃপায় আমরা সকল বিপদ হইতে মুক্ত থাকিব। তুমি পিতা হইয়া জগতের পশ্চাতে রহিয়াছ—আমরা যে তোমার কোলে আছি এই বোধ যেন সর্ব্বদা থাকে। ॥ ৩৯ ॥

'তুমি আছ' একথা বলা কত সহজ। বিশ্বাসী, আস্তিক, নাস্তিক সকলেই এই দুটি কথা উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু তুমি আছ' এই সত্য হৃদয়ের বোধ দ্বারা কয়জন উপলব্ধি করিতে পারেন? কয়জন চক্ষু মেলিয়া বলিতে পারেন 'এই যে তুমি আছ'? আমরা জড়কেই সত্য বলিয়া জানি, প্রকৃতির নিয়মকে সত্য বলিয়া মানি, তাপ আলোক তাড়িতের, জল বায়ু অগ্নির ক্রিয়া সর্ব্বত্র দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে বাধ্য হই; পথের ঘরবাড়ী, দোকানপাট, রাস্তা ঘাট, জনতার ভিড় প্রভৃতি স্বীকার না করিলে পদে পদে ধাক্কা খাইতে হয়, আঘাত পাইতে হয়; ফলফুল, তরুলতা আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্য চোখে দেখা যায়, তাহাদের সৌন্দর্য্য আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তুমি কে, তুমি কোথায়, তাহা আমরা জানি না, তোমাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না, অথচ তুমি সত্য একথা আমরা কিরূপে বলিব? অন্ধকারের রাজা, অদৃশ্য অরূপ দেবতা, তুমি

যে আমাদের অন্তরে জ্যোতি হইয়া সকলি দেখাইতেছ! তোমার আলোতে জগৎ প্রকাশিত, তোমার আলোতে আমরা নিজকে জানিতেছি, অথচ তুমি কেমন তাহা বুঝি না। তোমার মধ্যে আমাদের যে আত্মা, তাহা কত উচ্চ, কত মহৎ, তাহা সকল ভয়, সকল দুঃখ, সকল শোকের উপরে। সংসারের কোন আঘাত, কোন বেদনা, কোন অপমান, অবমান, নিন্দা, উপহাস তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের সেই বৃহত্তর, গভীরতর জীবনের মধ্যে আমা-দিগকে জাগাও, আমাদের মোহ-আবরণ সরাইয়া তোমার সত্যশিবসুন্দররূপ দেখাও। আমরা অভয় পাই, আমরা সংসারকে আর বন্ধন মনে না করি। তোমার সহিত যোগ যেখানে সেখানেই জীবন সত্য, আর সবই মিথ্যা। তুমি যে আমাদের আবৃত করিয়া রহিয়াছ, তোমার স্নিগ্ধ শান্ত ক্রোড়ে আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে রহিয়াছি, তোমার কোমল বাহু আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, তোমার নিঃশ্বাস

আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে এই অনুভূতি দ্বারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর। ॥৪০॥

ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার করুণা। আমাদের সহায় তুমি, সম্বল তুমি, পতিতের ভগবান, দুর্ব্বলের বল, কাঙ্গালের ধন, তুমি আমাদের সকলকে উৎসাহিত কর, অনুপ্রাণিত কর। তুমি আমাদিগকে মৃত্যু দাও, শোক দাও, যত দুঃখ দৈন্য বহন করিতে শক্তি দাও, আর্ত্তের উদ্ধার, বিপন্নের সহায়তা শোকগ্রস্তের সান্ত্বনা, রোগীর শুশ্রূষা করিতে ও অনাথের গৃহ যোগাইতে আমাদিগকে ভক্তি দাও। আমরা সাংসারিক জীবনে মরিয়া যাই, তোমার মধ্যে নূতন জীবন লাভ করিবার জন্য; আমরা জড়জগতে অন্ধ হইয়া যাই, তোমার অতীন্দ্রিয় জগতে নূতন চক্ষু লাভ করিবার জন্য; প্রাকৃতিক জীবনের বাসনা প্রবৃত্তি কামনা পাপ প্রলোভনের কাছে বধির হইয়া যাই,—তোমার সত্যবাণী, মঙ্গলবাণী, অনাদিরাগিণী শুনিবার জন্য। তুমি আমাদের অন্তরে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত করিয়াছ, এখন মর্ত্ত্যপৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের যোগ্যতা দাও ॥৪১॥

তুমি আপনার প্রেমে মানুষের কাছে ধরা দেও, তাই মানুষ তোমাকে জানে, তুমি আপনি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত কর, তাই আমাদের ঘুম ভাঙ্গে, তাই আমরা জাগিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হই। তোমার করুণায় তোমার মহিমায় আমরা কেবল প্রতিদিন বাঁচিয়া আছি তা নয়, তোমার অনুপ্রাণনায়ই তোমাকে পূজা করি, তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তোমার কথা, তোমার সুর, তোমার তাল দিয়া ভক্ত কবিরা তোমার স্তুতিগান করেন। তোমারি ফুল তোমারি সূতা দিয়া মালা গাঁথিয়া তোমার চরণেই উপহার দেই। তুমি যখন ছাড়িয়া যাও তখন ত কথার সঙ্গে কথা জুড়িতে পারি না। কোথা হইতে প্রাণের তরঙ্গ আসিয়া এই মাটির শরীরকে রক্তমাংসের আধারকে চেতনা দিতেছে, রাত্রিতে গভীর নিদ্রার সময় স্মৃতি বুদ্ধি কোথায় যায়, আবার সকালে জাগরণের সঙ্গেই বা কোথা হইতে ফিরিয়া আইসে, জন্মমৃত্যুপরম্পরা জীবনের শেষ অর্থ কোথায়

ধাবিত হয়, কিছুই জানি না,—কেবল এই টুকু নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে তুমিই আত্মার উৎস, তুমিই প্রাণ, তুমিই গম্যস্থান, তোমাতেই বাস করিতেছি। তুমি আমাদের মধ্যে আপনার প্রকাশ দেখিতে চাও, আমরা স্বার্থের অজ্ঞতার মোহে অন্ধ হইয়া সেই প্রকাশকে পদে পদে আবরিত করিয়াছি। তোমার মঙ্গলবিধানকে জগতে তুমি প্রতিষ্ঠিত করিতেছ, আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণতার আদর্শ প্রকাশ করিতেছ, আমাদের জীবনে তাহাকে ম্লান করিতেছি, খর্ব্ব করিতেছি, কেবল ক্ষুদ্রতার মধ্যে, সাংসারিকতার মধ্যে, সন্দেহের মধ্যে, অবিশ্বাসের মধ্যে, জড়তার মধ্যে, বিলাসের মধ্যে নিজকে আবদ্ধ রাখিয়া তোমার প্রেরণা তোমার স্বর্গীয় প্রভাব হইতে দূরে থাকিতেছি। তুমি আমাদের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার কর, অন্ধের চক্ষু খুলিয়া দাও, সমাজের সর্ব্বত্র তোমার প্রকাশ হউক ॥৪২॥

তোমার করুণার ধারা ঝর ঝর ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে—যে চায় সেই পায়, যে আপনাকে ছাড়ে তুমি তাকেই ধরা দেও। গ্রহতারকার মধ্যে তোমার যে সুধা ঢালিতেছ, ফুলের গন্ধে, পাখীর গীত ছন্দে তোমার যে মধু বর্ষণ করিতেছ, বসন্তের মলয়হিল্লোলে তোমার যে রাগিণীর ঝঙ্কার চলিতেছে, সৌর-কিরণে, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায়, আকাশের নীলিমায়, শিশুর সরলতায়, নারীর কোমলতায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, সমাজের আনন্দে তোমার যে বাঁশী বাজিতেছে, তাহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাহার তালে তালে পা ফেলিয়া সে-ই নাচিতে পারে, যে তোমার করুণার রস-মধুধারা পান করিয়াছে। তোমার যে রূপ চোখে কখন দেখে নাই, তোমার যে সঙ্গীত কাণে কখন শুনে নাই, সেই আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য আমাকে দেখাও, সেই অপরূপ মধুর রাগিণী আমাকে শুনাও; তুমি ত সর্ব্বত্র প্রকাশিত, আমার চক্ষু খুলিয়া দাও, আমার কাণের ময়লা দূর করিয়া দাও ॥৪৩॥

প্রতিদিন প্রতিসপ্তাহে তোমার সঙ্গে বসিবার সুযোগ পাই না, ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। নিয়মের বন্ধনে সকল কাজকে শৃঙ্খলিত করিতে চাই, কিন্তু পারি কৈ? তুমি শক্তি দাও। জাহাজ যখন সাত সমুদ্র তের নদীর জল ভাঙ্গিয়া ডকে আসে, তখন দক্ষ শিল্পী তার সকল ভগ্ন জীর্ণ কলকজা সংস্কার করিয়া নূতন রং লাগাইয়া দেন, তুমি তেমনি উৎসবের সময় আমাদের প্রচীন সকল ত্রুটী, জীর্ণতা সংস্কার করিয়া দাও। জীবন-তরণী তোমার ঘাটে বাঁধিয়া তোমার হাতের স্পর্শ পাইয়া নূতন ভাবে সংসার-সমুদ্রে অগ্রসর হই। প্রতিদিনই জাহাজের কলে তৈল দিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়, আমরাও তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া প্রতিদিনের মলিনতা দূর করিব। জাহাজকে যেমন মাঝে মাঝে বন্দরে আসিয়া কয়লা নিতে হয়, তেমনি আমরা সাপ্তাহিক উপাসনায় আত্মার খোরাক্ লইয়া যাইব। রবিবারের উপাসনা যেন সপ্তাহের কাজে আশা, উৎসাহ, সরসতা দেয়, সকল উদ্বেগ আশঙ্কা হইতে রক্ষা করে, আনন্দ

দেয়, প্রেম দেয়। অন্নজলকে যে নিয়মে রক্ত-মাংসে পরিণত করিয়া শরীরকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখ, সেই নিয়মেই আমাদের প্রার্থনা উপাসনাকে তুমি আধ্যাত্মিক কল্যাণের উপায় করিয়া লও।

আমাদের অনেক পাপ অপরাধ আছে, কত পরীক্ষা প্রলোভনে পরাজয় হয়, কিন্তু তোমার মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস করিয়া যেন আত্মার জীবনকে জাগ্রত ও সতেজ রাখি, যাহাতে জীবনীশক্তি সকল বিপদ হইতে রক্ষা পায়। নদী যেমন আপনার প্রবাহের বেগে সকল আবর্জ্জনা ঠেলিয়া নেয়, তেমন ভাবে যেন আমরা তোমার দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া পথের বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলি। তোমার করুণার ধারা প্রবাহিত কর, তোমার প্রেমের বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া নেও। আমাদের প্রার্থনার দ্বার দিয়া তুমি অন্তর মন্দিরে প্রবেশ কর ।৪৪॥

সংসার যখন মন কাড়িয়া লয়, প্রাণ যখন কাঁদে, তখনও শুষ্ককণ্ঠে তোমার নাম গাহিব। হে অন্তর্য্যামী, আমার এই পুষ্প-বিহীন পূজার আয়োজন, ভক্তিবিহীন জ্ঞান ক্ষমা করিও। তুমি জান আমি কত দুর্ব্বল। তুমি যখন ভাব না দাও ভাষা না দাও, তখন আমার কি সাধ্য প্রার্থনা করি! আমার মনের নদীতে কখন জোয়ার আসিবে তাহা তুমি জান। যতদিন এই ভাঁটার মধ্যে বাস করিতেছি ততদিনও সময় যেন বৃথা না যায়। নদীর পারে বালুকায় বসিয়া যেন তোমার নামের ছাপ অঙ্গে মাখি। সংসারের সকল বিদ্রূপ, উপেক্ষা, নিন্দা মাথায় বহন করিয়া যেন আমার হৃদয় তোমার চরণে নত হয়। তারপর একদিন শুভ প্রভাতে তুমি আমার মরাগাঙ্গে বাণ আনিবে, আমার সকল মলিনতা তোমার কৃপার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, আমি পবিত্র হইয়া তোমার অমৃতে ভরিয়া উঠিব,—তখন তোমার উপাসনা সরস হইবে, তোমার সন্তানগণকে ভাইভগিনীর মত কোলে গ্রহণ করিব। তোমার দয়ায় অচিরেই সেই শুভদিন আসুক ॥৪৫॥

অনেক দিনের পর আবার কি তুমি নিত্য নব সত্য লইয়া আমার অন্তরে আসিতেছ? আবার কি আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে বসন্তের বিকশিত কুসুমগন্ধ, কোকিলের কূজন ও প্রণয়িণীর প্রেম লইয়া আসিতেছ? আবার কি অমাবস্যার অন্ধকার দূর করিয়া তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোৎস্নাহাসিতে আমার অন্তঃপুর আলোকিত হইবে? আবার কি আমার মরাগাঙ্গে বাণ আসিয়া বহুদিনের সঞ্চিত জড়তা, মলিনতা ধৌত করিবে? আমার অনুর্ব্বর মস্তিষ্ককে উর্ব্বর করিবে? হে বন্ধু আমার, হে প্রিয় আমার, হে সুন্দর, হে হৃদিরঞ্জন, আবার কি তোমার প্রেমসুধা পান করিয়া তোমার সহিত বিহারের আনন্দে বিভোর হইয়া বিশ্বজগতে তোমার নিত্য বৃন্দাবন, আত্মার রাজ্যে তোমার প্রেমরাস-লীলা দেখিব! এবার কি তুমি সেই জীবন আমাকে দিবে,—যে জীবনে জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গল এক হইয়া পূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে, যে জীবনে তোমার সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বভুবনের সকল রহস্য, সকল দৃশ্যমান

অপূর্ণতা, অমঙ্গল পাপ দুঃখকে নূতন চক্ষে
তোমার বিশ্ব-জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত
এক করিয়া দেখিব ? ।।৪৬।।

প্রভো তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাক, একটি ছিদ্র, একটু ফাঁকিও যেন আমার জীবনে না থাকে—যে দিক দিয়া পাপ প্রবেশ করিতে পারে। কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার প্রভৃতি কত রিপু আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দুর্গ স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, প্রতিদিন কত নীচতা কত দুর্ব্বলতা, কত ভুলভ্রান্তি দোষত্রুটী জীবনকে কলুষিত, লজ্জিত করিতেছে। তুমি যদি একবার আমার স্বামী হও, তোমাকে যদি হৃদয়ের মন্দিরে একবার অধিষ্ঠিত করিয়া সকল ইচ্ছা, সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল কাজ তোমার পূজার নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করি, তবে আর আমার কোন ভয় থাকে না, কোন নিরাশা, অশান্তি মনে স্থান পায় না। আজ হইতে তুমি আমার গুরু, শিক্ষক, চালক হও, স্মৃতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সকলি গ্রহণ কর। তোমার কাজ করাইবার জন্য আমাকে তুমি প্রস্তুত কর—যাহাতে জগতে শান্তি, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়ে, গৃহ পরিবার মধুময় হয়, রাষ্ট্রীয় সমাজ স্বর্গের

প্রতিরূপ হয়, এজন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, আমাকে বল দাও, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দাও, নিজের অন্তরে রাজা হইয়া যেন তোমাকে সর্ব্বত্র রাজা করিতে পারি ॥৪৭॥

আত্মার পরমাত্মা তুমি, আমার চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, সকল ইন্দ্রিয় তোমারই সেবা করে, তোমারই আদেশে আমার শরীরের সকল ক্রিয়া, মনের সকল চিন্তা নিয়মিত হয়। তোমার জ্ঞানে জগৎকে জানি, তোমার জ্ঞানে আত্মাকে জানি, তোমাকে জানিব কোন্ জ্ঞানে? বাক্যমন তোমাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, কল্পনা বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়। একমাত্র তোমার করুণার জ্যোতিতে তুমি স্বপ্রকাশ হইয়া আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, তাই তোমাকে জানি। আমার সকল স্মৃতিভ্রম, নিদ্রাজাগরণ, পাপপুণ্যের মূলে তুমি। তোমার ইচ্ছা হইলে এই মুহূর্ত্তে আমি শান্ত শুদ্ধ প্রেমিক হইয়া তোমার সহবাসের বিমল আনন্দ ভোগ করিতে পারি। আমার কি সাধ্য আমি তোমাকে পাইবার অধিকারী হই? তোমাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে হইলে যে পবিত্রতার দরকার, তাহা আমি বহুজন্ম তপস্যা করিয়াও পাইতে পারি না, যদি তুমি কৃপা না কর। তুমিই আমার সত্য আত্মা,

নিত্য আত্মা, তোমাকে যে আমি জানি না, পাই না, দেখি না, তার কারণ আমি নিজকেই নিজে জানি না, বুঝি না, নিজের স্বরূপের সহিতই এখনও আমার পরিচয় হয় নাই। তাই ত এত ভুল ভ্রান্তি অজ্ঞতা, এত পাপ দুঃখ নিরাশা অবমাননার আঘাত বারংবার সহ্য করি। এখন তুমি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও, তোমার আলোকে আমি আপনাকে চিনিয়া লই ॥৪৮॥

তোমার প্রতি দৃষ্টি জাগ্রত থাকে না বলিয়াই ভোগের লালসা, বিষয়াসক্তি আমাদের চিত্তকে অধিকার করিতে পারে। তোমাকে জীবনের কেন্দ্র করিলে আমাদের সকল কথা, সকল কাজ, সকল চিন্তা, তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া মণ্ডলী রচনা করে। তুমি জীবন্ত দেবতা, জাগ্রত দেবতা, আমরা মৃত হইয়া নিদ্রিত থাকিয়া কিরূপে তোমাকে পাইব? আমাদের মনে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর, কর্ম্মে আমাদের অনুপ্রাণিত কর, ত্যাগ করিতে সেবা করিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ কর। সকল জড়তা, সকল মোহ, দূর হইয়া যাক্; তোমার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হউক ॥৪৯॥

আমাকে আত্মসম্মান, রাখিতে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিতে শিখাও। আমি যে প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায় নিজকে উচ্চ বা নীচ, বড় বা ছোট করিতেছি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও। আমার আত্মা যে তোমার মত অনন্ত-ধর্ম্মী, তোমার সহিত এক, তুমি যে আমার সত্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ পরমাত্মা, তাহা অনুভব করিয়া তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত চালাইতে শক্তি দাও। কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রিপু, অহঙ্কার, স্বার্থকামনা, ভোগ-লালসা, ছদ্মবেশে আমার কাছে তোমার আধিপত্য কাড়িবার চেষ্টা করে, কতবার আমি মোহের অন্ধকারে ডুবিয়া তোমার আসনে অন্যকে বসাইতেছি—আমাকে এ সকল মোহ প্রলোভন হইতে মুক্ত কর। আমি যে ক্ষুদ্র নই, আমি যে তোমার সন্তান, আমার ব্যবহারের গৌরব ও গাম্ভীর্য্য যেন, তাহা প্রমাণ করে। যে শক্তি যে মনোযোগ আমি অন্যের সন্তোষের জন্য, অন্যের মনো-রঞ্জনের জন্য, অন্যের নিকট প্রিয় হইবার

জন্য, অর্পণ করি, তাহার সমস্তই যেন তোমার সেবায়, তোমার চিন্তায়, তোমার জ্ঞানে ও তোমার ধ্যানে নিয়োজিত করি। তুমি এখন আমার জীবনের কেন্দ্র হও, আমাকে নীরব করিয়া দাও, তোমার লীলা, তোমার করুণা যেন সর্ব্বত্র প্রকাশিত দেখি, আমাকে যেন সম্পূর্ণ রূপে ভুলিতে পারি ॥৫০॥

মা, তোমার কাছে আমরা চিরদিনই শিশু, আমাদের সকল অভাব তোমাকেই জানাইব, সকল অবস্থায় তোমার উপর নির্ভর করিব, সকল বেদনায় তোমার কাছেই চোখের জল ফেলিব। তোমার কাছে আমরা ধূলাকাদা লইয়া ছুটিয়া যাইব। তুমি আমাদের ধূলা ঝাড়িয়া কোলে তুলিয়া লইবে, আমাদের সকল মলিনতা ধৌত করিয়া পবিত্রতার বসন পরাইয়া দিবে। শৈশবে যেমন অজ্ঞ, দুর্ব্বল ছিলাম, মার কাছেই অন্নজল পাইতাম, আজ আমরা সংসারের মার কাছে যতই বড় হই না কেন, আমাদের জ্ঞান ও সামর্থ্য যতই কেন বাড়ুক না, তোমার কাছে এখনও আমরা তেমনি অজ্ঞ ও দুর্ব্বল; ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, দেখিবার আলো, চলিবার শক্তি এখনও তোমার কাছেই পাই। তবে কেন আমরা শিশুর মত সরল হইতে পারি না, তবে কেন আমরা সংসারকে শৈশবের মত সুন্দর দেখি না, তবে কেন জীবনটা এমন নীরস ও নিস্তেজ, কঠোর ও পুরাতন মনে হয়? তুমি আমাদের কাছে আবার মাতৃত্বের নূতনরূপ

প্রকাশিত কর ; আবার আমাদের পৃথিবীকে সরস, সতেজ, প্রেমানন্দপূর্ণ ও নূতন করিয়া দেও, আমাদের লোহা ছুঁইয়া সোনা করিয়া দেও, জগতে তোমার যে আলৌকিক ভেল্কি বাজী চলিতেছে তাহার প্রমাণ দেখাও ॥৫১॥

তুমি আমায় ভাব দাও, ভাষা দাও, তবে আমি প্রার্থনা করিতে পারি, বক্তৃতা করিতে পারি, গান গাহিতে পারি, উপদেশ দিতে পারি, উপাসনায় যোগ দিতে পারি। তুমি আমার সকলি, এই অনুভূতি যেন আমার নিত্য সঙ্গী হয়। তুমি সর্ব্বত্রই রহিয়াছ —এই জ্ঞান যেন আমার প্রহরী থাকে। তুমি আমার সেবা চাহিতেছ, তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য, এই ভাব যেন আমাকে সকল কর্ম্মে প্রেরণা দেয়। তুমি আমার মঙ্গলময় পিতা, জীবনের সকল কঠোরতা, সকল বিপদ, রোগ, শোক, সকল আঘাত, পরাজয় নিরাশা যেন এই চিন্তাটিকেই প্রবল করিয়া তুলে ও তোমার নিষ্ঠুর করুণার মধ্যে যেন বিশ্বাস ও নির্ভর-শীলতা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমার সকল সংগ্রহ, সকল সন্দেহ তুমি নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া দেও, আমি ব্যক্তিগত জীবনে মরিয়া যাই, সামাজিক জীবনে নূতন জন্ম গ্রহণ করি, সমাজের মঙ্গলের সহিত নিজের সুখকে এক করিয়া দেখি। ॥৫২॥

বাহিরে যেমন চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারকা বৃক্ষ-লতা ফুলফল, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, পাহাড় পর্ব্বত, নদী সমুদ্র সকলে মিলিয়া তোমার আরতি, তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, অন্তরে তেমনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়, সকল ইচ্ছা, ভাব ও চিন্তা মিলিত কণ্ঠে তোমার জয় গান করে, তোমার উপাসনা করে। আমার মন, আত্মা, হৃদয়, প্রাণ সকলি এই মহাপূজার গন্ধে আমোদিত হইতেছে, এই মহাসঙ্গীতের সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। তুমি আমাকে এই পবিত্র পূজার ফুল, ধূপ, চন্দনের স্পর্শে নির্ম্মল করিয়া দাও। তুমি যে বিশ্বরাজ, তুমি যে আমার প্রভু, আমি যে তোমার দাস, আদেশ পালক ভৃত্য, এই অনুভূতি আমার হৃদয়কে পূর্ণ রাখুক। তোমার সেবা করিতে, তোমার আজ্ঞা জীবনে শুনিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে আমাকে শক্তি দাও। তোমার করুণা আমার সম্বল হউক ॥৫৩॥

আমার জীবনকে তুমি মরুভূমি করিয়া দাও, যত আসক্তি, যত প্রেম, যত আনন্দ এখান থেকে দূর হইয়া যাক্। আমি শুষ্ক নিরাশ হৃদয়ের দারুণ পিপাসায় অস্থির হইয়া যেন তোমাকে ডাকিতে পারি। আমাকে কঠিন পাথরের সমান করিয়া দেও, তোমার প্রেমের স্রোতে গড়াইয়া তোমার কর্ম্ম পারাবারের পারে আঘাত লাগিয়া যেন ইহা সুগোল ও সমতল হয়। আমাকে লোহার মত করিয়া লও, আগুণে পুড়াইয়া নরম করিয়া হাতুড়ি পিটাইয়া তোমার ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি দাও ॥৫৪॥

যখন হৃদয় শুষ্ক হয়, প্রাণ জাগে না, তখনও তোমার চরণে প্রার্থনা করিব। তোমার কৃপায় যখন প্রেরণা আসিবে, তখন একদিনের দানে আমার সকল নীরস দিনের পূজা সার্থকতা লাভ করিবে। মহাপুরুষদের জীবন আমাদের কাছে তোমার স্বর্গীয় অনুপ্রাণনার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যখন চারিদিক অন্ধকার দেখি, তখন তাহাদের উপদেশ ও জীবনপাঠ আমাদের পথ আলোকিত করে। তুমি আমাকে মহাজনদের পদ-চিহ্ন দেখাইয়া তোমার পুত্র কন্যাগণের সেবার উপযুক্ত বল দাও ॥৫৫॥

আমরা যে পাপী এই জ্ঞানটুকু যেন কখন না হারাই, তা হ'লে আর অহঙ্কার, উদ্ধতভাব, পরনিন্দা, অভিমান ও অবজ্ঞা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি যতদিন আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যতদিন তোমার প্রকাশিত আদর্শচরিত্রের সহিত আমাদের বাস্তবজীবনের ব্যবধান, ততদিন আমরা পাপী। কেবল কি মানব-সমাজের রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে, দণ্ড-বিধির অন্তর্ভুক্ত কোন অপরাধ না করিলেই নিজকে নিষ্পাপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? তুমি যে পূর্ণ হইয়া আমাদিগকে পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ, তুমি যে অনন্তের ছাপ আমাদের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া আমাদের সান্ত ভাবকে লজ্জা দিতেছ। যতদিন আমরা তোমার বিশ্ব জগতের সকল জ্ঞান আয়ত্ত করিতে না পারি, তোমার বিশ্বমানবকে প্রেমবাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে না পারি, যতদিন অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইয়া তোমার বিশ্বরাজ্যের সিংহাসনে বসিতে না পারি, ততদিন তোমার পুত্রত্বের শ্লাঘনীয় গৌরব

হইতে বঞ্চিত হইয়া আমরা কেবলি বন্ধন, কেবলি অশান্তির দুঃখ বহন করিব। আমরা পাপী, এই জ্ঞানটুকুই, আমাদের সকলের চেয়ে গৌরবের সম্পত্তি। আর সকল লোক যখন নিজকে না জানিয়া মোহের ঠুলি চোখে দিয়া ক্ষুদ্র সুখে ধনে মানে সন্তুষ্ট থাকিতেছে, তখন আমরা তোমার অসীম জগতের এক কোণে পড়িয়া, নিজেদের ক্ষুদ্রতার সহিত তোমার মহান্ পিতৃত্বের তুলনা করিয়া পাপ-বোধ প্রবল করিতেছি ইহাই আমাদের সার্থকতা। আমরা পুণ্যাত্মা সাধুভক্তদের চরণে চিরকাল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত থাকিব। আমরা তাঁহাদের সহিত একাসনে বসিবার অক্ষমনীয় আস্পর্দ্ধা ও প্রলুব্ধ বাসনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান দিব না। এই দুদিনের মানবজীবন আমরা পাপীদের সঙ্গেই কাটাইব, পাপীদের ভাই বলিয়া নিজেদের বুকে টানিয়া লইব, তাহাদের কাছে আমাদের পাপবোধের মহাসত্যটি প্রচার করিব; যাহারা নিজকে জ্ঞানী, ধনী, মানী মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতেছেন, তাহাদের শক্তির অভাব, তাহাদের

অজ্ঞতা, তাহাদের দীনতা ও তুচ্ছতা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব ; তোমার অনন্ত ভূমার মধ্যেই যে আমাদের আত্মার যথার্থ পরিতৃপ্তি তাহা মনে করাইয়া, তাহাদের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া আমাদের পাপী সমাজকে পুষ্ট করিব। তোমার স্বর্গরাজ্য ত পাপীদের জন্যই, পাপের গভীরতা যিনি যত অনুভব করিবেন, পুণ্যের বিমল আনন্দ তিনি তত উচ্চে উঠিয়া উপভোগ করিবেন। তোমার প্রেমরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এই শুভবার্ত্তা লইয়া আমরা পাপীদের দ্বারে দ্বারে ফিরিব ও তুমি যে সকলের অন্তরে থাকিয়া "আয় পাপী আয়রে" বলিয়া স্নেহের স্বরে ডাকিতেছ, তাহা শুনিতে অনুরোধ করিব। তোমাকেও এবার পতিতপাবন হইয়া আমাদের মলিন পঙ্কিল জীবনকে পবিত্র করিবার জন্য মর্ত্ত্যভূমিতে নামিতে হইবে। এখন পাপের তত্ত্ব জানিতে, পাপের সূক্ষ্ম রহস্য ভেদ করিতে আমাদিগকে নিযুক্ত কর ॥৫৬॥

মাঝে মাঝে তোমার দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। যখন দুঃখ বিষাদের অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে, তখন তুমিই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তুমিই আমার বিপদের বন্ধু, মঙ্গলকর্ম্মের সহায়। আমার বাসনা যখন সুখের পশ্চাতে ছুটিতে চায়, তখন তুমিই নিরাশার, যন্ত্রণার কশাঘাতে আমাকে ফিরাইয়া আন। আমি কতবার তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, বিদ্রোহী হইয়াছি, বার বারই আমার পরাজয় হইয়াছে, বারবারই হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া তোমার চরণে শান্তি লাভ করিয়াছে। আমার দেহের শক্তি, মনের শান্তি, চিন্তার স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের প্রেম, সমস্তই তোমার দান, তোমার করুণা। যখন আমার অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য তোমার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত কর, তখন সংসার আমার কাছে অন্ধকার হইয়া যায়। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতেছি, তবু মোহবশতঃ তোমাকে ভুলিয়া থাকি। আমার অপদার্থতার জন্য ত তুমি কত লজ্জা, কত অপমান, কত নিন্দা,

কত উপেক্ষার আঘাত দিয়াছ, এখন তুমি আমার জীবনের রাজা, হৃদয়ের দেবতা হও। আমি রাজভক্ত প্রজা হইয়া তোমার সেবায় জীবন ধন্য করি ॥৫৭॥

প্রার্থনা করিলেই পাইবে, আঘাত করিলেই দ্বার খুলিবে, এই যে আশার কথা তুমি ভক্তের মুখ দিয়া শুনাইয়াছ, ইহাই ত আমাদের বল। পাপী আমরা, দুর্ব্বল আমরা, আমাদের কি শক্তি আছে এই অন্ধকার হইতে আলোকে যাই, আমাদের কি সাধ্য আছে এই মৃত্যু হইতে নূতন জীবনে প্রবেশ করি। জগতের কতশত পাপী অনুতাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া তোমার দ্বারে আসিতেছে, কি ব্যাকুল আবেগে তাহারা তোমার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, তুমি যদি তাহাদের বল না দাও, তারা যদি কেবল অতীতের ভারী বোঝার ঠেলায় নীচের দিকে অন্ধকারের পথেই চলিতে থাকে, তবে যে রক্ষা নাই, তবে ত অনেক অবিশ্বাসী সন্দেহবাদীই জয়ী হইবে; অনেক কাতর-হৃদয় ব্যাকুলাত্মা চোখের জল লইয়া নিরাশ মনে ফিরিয়া আসিবে। ওগো করুণাময়, তুমি দয়ার ঠাকুর, ভিখারীকে এমন করিয়া ফিরাইও না। আমরা দুর্ব্বল অসহায় বলিয়াই তোমার দ্বারে আসিয়াছি; নিজের শক্তি

থাকিলে নিজের পায়েই দাঁড়াইতাম ও নিজেই বড়র দিকে ভালর দিকে অগ্রসর হইতাম। তুমি যদি আমাদের উন্নতির ব্যবস্থা না কর তবে আমরা মরিতে চলিলাম। না, অদৃশ্য অরূপ দেবতা, আমরা বুঝি আর না বুঝি, আমরা জানি আর না জানি, তুমি আমাদের কথা শুনিতেছ, আমাদের উপর কাজ করিতেছ। হয়ত দুদিন পরে চোখে দেখিব তোমার রূপ ধ্যান করিতে করিতে আমাদের হৃদয় সত্যের জ্যোতিতে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া গিয়াছে, প্রেমের ধারায় সরস হইয়া গিয়াছে, মঙ্গলের বর্ম্মে সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা তোমার এই জীবন্ত স্পর্শ লাভ করিতেছি, তোমার অপার করুণার সাক্ষ্য দেখিতেছি। প্রার্থনাই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিবার দ্বার। খোল, প্রভো, খোল, আমাদের এই মোহ-আবরণ খোল, আমাদের সেই বিশ্বাসের চক্ষু দাও, যে চক্ষুতে ধর্ম্ম-জগতে তোমার রহস্যময় ক্রিয়া দেখা যায়। তুমি কিরূপে ধর্ম্মসমাজের ব্যাকুল প্রার্থনার

পুণ্য হওয়ায় সমাজের সকল মলিনতা ধৌত কর, প্রার্থনার কল ঘুরাইয়া দিলে তোমার বৈদ্যুতিক আলো কেমন করিয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করে, তাহা দেখাইয়া দাও ॥৫৮ ॥

তুমি আজ সত্য হইয়া আমাদের কাছে আইস। 'তুমি আছ' এ ছাড়া আমরা তোমাকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব! তুমি অন্তহীন, তোমার স্বরূপ অনন্ত, বিচিত্র, আমাদের ভাষা তার কি শেষ করিবে! তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মনে যে কয়টি ভাব যোগাও, মুখে যে কয়টি কথা দাও, তাহাদ্বারাই তোমার উপাসনা করি। আমরা যে কয়টি ভাইবোন মিলিয়া তোমার উপাসনা করি, তাহাদের কাছে তুমি প্রকাশিত হও, আমরা যাহা বলি তার সকল দোষ ত্রুটি তুমি ক্ষমা কর, আর যাহা প্রকাশ করিতে পারি না তাহা তুমি অন্তরে আসিয়া গ্রহণ কর। শিশু যখন খাবার চায়, তখন ভাষার অভাবে ব্যক্ত করিতে পারে না, কিন্তু মা ত চিরকালই তার অস্ফুটস্বর ও মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়াই শিশুর দুঃখ মোচন করেন। তুমি আমাদের জননী, অন্তরে থাকিয়া আমাদের আত্মার ব্যাকুল ক্রন্দন শুন, প্রেমের হাত বাড়াইয়া আমাদের সকল যথার্থ অভিযোগ দূর কর। তোমাকে আমরা কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারি না,

তোমার কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখিতে পারি না,—আমাদের পাপচিন্তা পাপকাজও যেমন তুমি দেখ, তেমনি ভাল চিন্তা ভাল কাজও তুমি জান; আমরা তোমার জন্য কে কতটুকু ব্যাকুল, তোমার অনন্তভাবের অংশী হইবার জন্য কে কতটুকু সাধনা করি তাহা তোমার কাছে গোপন নাই। তুমি আমাদের সকলের অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর ॥ ৫৯ ॥

পিতা, তুমি ত প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছ—আমাদের সঙ্গে থাকিয়া মঙ্গলবিধান করিতেছ, আমরা কি দিনের মধ্যে একবারও তোমার নিকট বসিতে পারিব না ? জানি আমাদের অনেক দুর্ব্বলতা, অপরাধ আছে ; কিন্তু তোমার স্নেহের কাছে ত সকলি ক্ষমা পায় ! আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান—কিরূপে তোমার উপাসনা করিতে হয় জানি না, আমাদের ভাব ক্ষুদ্র, ভাষা দরিদ্র ; আমরা তোমাকে দেখি নাই, তোমার অনন্তস্বরূপের কিছুই জানি না। আমরা কেবল বিশ্বাসটুকু লইয়া প্রাণের ব্যাকুলতাটুকু লইয়া প্রতিদিন তোমার চরণে ভক্তি-উপহার দিতে আসি। সংসারের ধনী মানী রাজাদের কাছে যাইতে হইলে কত লজ্জা কত সঙ্কোচ আসে, উপযুক্ত পোষাক পরিয়া না গেলে, উপযুক্ত ভাষায় কথা বলিতে না পারিলে আমরা কত অবজ্ঞা উপেক্ষার ভাগী হই। আর তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তোমার কাছে আমরা জীর্ণ শতগ্রন্থী-যুক্ত মলিন বস্ত্রখানা পরিয়া আসি, তোমাকে

সম্বোধন করিতে যে সকল ভাষা প্রয়োগ করি তার দরিদ্রতা দেখিয়া নিজেই দুঃখ পাই, এত অধিকার যে দিয়াছ তাহা তোমার স্নেহেরই পরিচয় দেয়। তুমি যে আমাদের প্রেমময়ী মা, ছেলের ভাষা যতই অস্ফুট হউক, ছেলে ত মায়েরই। আমরা যতই কেন অযোগ্য অধম হই না, তোমার সন্তান বলিয়াই কাছে আসি, আমাদের হীনতা তোমাকে লজ্জা দেয় বলিয়াই কষ্ট পাই। আমরা যে তোমার সন্তান এই জ্ঞান যেন না হারাই ॥ ৬০ ॥

আর কতদিন নিজের দৈন্য, নিজের অভাব, নিজের অভিযোগ লইয়া তোমার কাছে কান্নাকাটি করিব? তুমি যতই আমাকে করুণ করিতেছ, ততই যে আমার দাবী বাড়িতেছে। তোমার দেওয়ারও কৃপণতা নাই, আমার চাওয়ারও শেষ নাই। কিন্তু স্বার্থপরের মত চিরদিন কেবল তোমার কাছে আবদার করিয়া আমিত্বকে স্ফীত করিতে চাই না; আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, লজ্জাভয়, দারিদ্র্যসঙ্কট লইয়া আর তোমার কাছে আসিব না। আমার পাপক্ষয় করিবার জন্য তুমি যত বিপদ, যত শোক, যত রোগ, যত তাপ, যত অবজ্ঞা অনাদর, অপমান, উপেক্ষা, প্রত্যাখ্যান, পরাজয়, নিরাশা আমার জন্য প্রেরণ করিও, আমি হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লইব—কোন অভিযোগ, কোন বাক্যব্যয় না করিয়া তোমার বিধান পালন করিব; দুঃখই আমার মাথার ভূষণ হউক, সকল যন্ত্রণা, সকল আঘাত আমি মস্তকের কিরীট করিয়া লইব; অবমাননা নির্য্যাতন অশান্তি উদ্বেগ আমাকে নিষ্পেষিত করুক,

আমি তোমার হাতের ক্রুশকাষ্ঠ জ্ঞানে স্বচ্ছন্দে সানন্দে স্কন্ধে বহন করিব। মুক্তি আমি চাই না প্রভু, তুমি সংসারে যত জঞ্জাল দিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেল, যত প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রামে সারাজীবন আমাকে জড়িত রাখ,—যত কঠোর পরীক্ষা, যত ভীষণ প্রলোভন, যত উৎকট শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি আমাকে জর্জ্জরিত করুক, ইহাতেই যেন আমি শান্তি পাই, ইহাতেই যেন আমি তোমার প্রেরিত পরিত্রাণ পাই। আমোদ প্রমোদ, সম্পদ ঐশ্বর্য্য, আরাম আড়ম্বর, ভালবাসা সহানুভূতি, পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাস বিভব, নানারসযুক্ত আহার, সুকোমল শয্যা, গাড়ী ঘোড়া—এ সকল আমার জন্য নয়—এই ঐহিক ও শারীরিক সুখসুবিধা যেন আমাকে দংশন করে,—এই সংসারের ধূলিখেলা হইতে আমাকে দূরে রাখ। আমি চাই নিজকে ভুলিতে, নিজের আমিত্বকে তোমার চরণে বলি দিতে। আমি চাই সংসারের সকল দুঃখ, সকল দৈন্য, সকল দুর্গতি, সকল রোগ-যন্ত্রণা, মৃত্যুশোক, সকল বিরহবিচ্ছেদ ও সকল

অত্যাচার নিপীড়নের সঙ্গে নিজের অন্তর মিলাইয়া দিতে; আমি চাই আমার আত্মাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিতে, সকল জীবে প্রেম প্রসারিত করিতে—আমি চাই তোমার ব্রহ্মচৈতন্য লাভ করিতে। যেখানে অন্নাভাব, যেখানে অর্থাভাব, যেখানে অসহায় নিরাশ্রয়ের আর্ত্তনাদ, যেখানে পিতৃমাতৃহীন অনাথগণের ক্রন্দন, যেখানে সামাজিক কুসংস্কারের বিষময় ফল, যেখানে পৌত্তলিকতা পৌরোহিত্যের চাপে ধর্ম্মভাব ব্যাধিগ্রস্ত, সেখানে আমাকে তোমার পতাকা দিয়া তোমার বিনীতভৃত্যের চাপরাশ পরাইয়া পাঠাইও—ইহাই আমার প্রার্থনা, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা, ইহাই আমার ভিক্ষা ॥ ৬১ ॥

ব্রাহ্মসমাজের যত প্রচারকগণ তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মায় তুমি অবতীর্ণ হও, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব জীবনের বাক্যে চিন্তায় ও কার্য্যে মূর্ত্তিমান হইয়া ভারতের জনসমাজকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করুক। ব্রাহ্মসমাজের যেখানে যত আচার্য্য আছেন, তাঁহাদের আত্মায় তুমি অবতীর্ণ হও—তাঁহাদের সরস সজীব উপাসনা শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়ে শুভ পরিবর্ত্তন আনুক। ব্রাহ্মসমাজের কাজে জীবন নিয়োগ করিবার জন্য যাঁহারা নীরবে প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাদের আত্মায় তুমি অবতীর্ণ হও, তাঁহাদের হৃদয়ের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা চিরকাল সতেজ থাকুক। ব্রাহ্মসমাজের মহিলাগণের আত্মাতে তুমি অবতীর্ণ হও, তাঁহাদের মুখে তোমার প্রেম ও পবিত্রতার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠুক—তাঁহারা ভক্তি ও সেবার আদর্শজীবন দেখাইয়া ভারতে মৈত্রেয়ীর অমৃতবাক্যকে সফল করিয়া তুলুন। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র শিশুদের আত্মাতে তুমি অবতীর্ণ হও, তাঁহাদের সরল সুন্দর জীবনগুলি প্রভাতের সুগন্ধ ফুলের মত ফুটিয়া

ব্রাহ্মপরিবারকে প্রেমপুণ্য আনন্দের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করুক, ও পূর্ণবয়সে তোমার পূজার উপকরণ হউক ॥ ৬২ ॥

হে মঙ্গলদাতা, আমাকে সুখসম্পদ দাও এমন প্রার্থনা আমি করি না, কিন্তু আমার সকল সুখ সকল সম্পদ যেন তোমারই আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তোমারই মঙ্গলইচ্ছার অধীনে যেন তাহাদেরে নিযুক্ত করি। দুঃখ বিপদে আমাকে ফেলিও না এমন প্রার্থনা আমি করি না, কিন্তু সকল দুঃখ সকল বিপদ যেন তোমারই মঙ্গলহস্তের চিহ্ন লইয়া আসে, আমি যেন নীরবে নিরভিযোগে মস্তক পাতিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের বোঝা বহন করিতে পারি। জীবনদাতা, আমাকে দীর্ঘজীবন দাও এ আমার প্রার্থনা নয়, কিন্তু তুমি করুণা করিয়া যে কয়টী বৎসর এই পৃথিবীতে বাঁচিতে দাও, সেই কয়টি বৎসর যেন প্রাণমন সমর্পণ করিয়া তোমারই সেবা করিতে পারি এবং সাধু ইচ্ছা ও সদনুষ্ঠানের সংখ্যা দিয়াই যেন জীবনের সার্থকতা গণনা করি—দিনের সংখ্যা দিয়া নহে। হে অমৃত, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, কারণ মৃত্যু ত তোমারই প্রেমবাহুর আলিঙ্গন, কিন্তু আলস্য-জড়তা, অপমান ও অপৌরুষের ভিতর

দিয়া যেন আমি পলে পলে ব্যর্থ জীবনের তুচ্ছ মৃত্যু বহন না করি,—মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করিয়া, তোমার প্রদত্ত অমূল্য জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া যেন প্রতিমুহূর্ত্তে এই সংসার প্রবাস ত্যাগ করিয়া তোমার সুখের দেশে— যে দেশ চিরশান্তি, চিরআনন্দ, চিরজীবনের দেশ -সেই দেশে যাইতে প্রস্তুত থাকি ॥৬৩॥

কাফি সিন্ধু—একতালা।

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার
এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা
রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস
কাটে,
আমার যতই দুহাত ভরে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয়
মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয়
মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি ঘরে যতই বাজে বাঁশী
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয়
মনে,
যেন ভুলেনা যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
——গীতাঞ্জলি।

শুদ্ধি পত্র

প্রথম খণ্ড।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২৫	৪	তখন	যখন
২৭	৩	কত-প্রাণ	কত প্রাণ
৩৩	১৩	হন	হয়
৩৫	৪	বায়ু-শব্দের	বায়ু শব্দের
৪১	৬	আামার	আমার
৪৪	৫	অনুর	অণুর
৪৫	৪	পর্যায়	পর্য্যায়
৪৬	১০	ব্রহ্মাণ্ডে	ব্রহ্মাণ্ড
৪৭	১৪	করিলে ও	করিলেও
৪৭	১৯	রাখিয়াছে	রাখিয়াছ
৪৭	১৯	যোগাইতেছে	যোগাইতছ
৪৮	১১	কোথায়াই	কোথায়ই
৫২	১৬	রসস্য	রহস্য
৫৮	১১	স্পষ্ঠতর	স্পষ্টতর
৬৩	১২	তাঁহার	তাহার
৬৮	৬	অল্প	অন্ন
৬৯	৫	অমঙ্গলের	মঙ্গলের

৭২	১২, ১৮,	বাঁধা	বাধা
১০৩	১১	পুরাতন	পুরাতন
১০৪	৩	মূলেও	মূলেও
১০৯	২	গ্রান্তরে	প্রান্তরে
১০৯	১০	ধারণা	ধারণ
১২৫	৯	করিতেছে	করিতেছ
১৩৯	১৫	আব	আর
১৪৩	১	আবস্থায়	অবস্থায়
১৭৫	১৭	জঙ্গলে	জঙ্গলে
১৮৭	১	দয়াদয়	দয়াময়

শুদ্ধি পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১০	মরেণে	মরণে
১৬	১	রাখ ?	রাখ।
৫৪	১০	যে সকল	যেসকল
৫৯	১	দেবতা	দেবতা,
৮২	২১	নিশ্চিত	নিশ্চিন্ত